Bengali Translation of THE AIR HOSTESS
By—W. Somerset Maugham

প্রথম প্রকাশ :
নববর্ষ, ১৩৬৬

বাংলা সংস্করণের প্রকাশক :
অনুলেখা
প্রযত্নে অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :
কুমার অজিত

মুদ্রক:
বাণীশ্রী
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

একাদিক্রমে তিনমাস
লস্-এঞ্জেলস টাইমসের নির্বাচিত
গ্রন্থ তালিকের শীর্ষে থাকা গ্রন্থ।

এয়ার হোস্টেস

অনুবাদকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

লিসবনে একরাত—এরিখ্ মারিয়া রেমার্ক

গুলাগ্ দীপপুঞ্জ—আলেক্সান্ডার সোলঝে্‌নিৎসিন

প্রথম বৃত্ত— ,, (নোবেল পুরস্কার বিজয়ী উপন্যাস)

এক

বেলা গ্রেগ্‌হার্ডি কি কোন মেয়ের পক্ষে ভদ্রস্থ নাম মনে হয়? বেলা মন্দ নয়, কিংবা ইসাবেলা, যা আমার বাপ-মা জন্মের সার্টিফিকেটে লিখিয়েছিলেন, তাও চলতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে গ্রেগ্‌হার্ডি! ফরাসী, জার্মান, স্পেনীয় কিংবা ইতালীয়—সবকটা ভাষাতেই আমি মোটামুটি কথা বলতে পারি—যে ঢঙেই উচ্চারণ করুন নামটা মানানসই হয় না। আমার তবু সেই নামের বোঝা বয়ে চলতে হয়। আরেক বোঝা মিঃ ব্রাউন। উনি আমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। অথচ ওঁর সম্পর্কে কত অল্প জানি ভেবে অবাক লাগে। ওঁর নাম বি. এ. ব্রাউন, নামের পেছনে সম্মান সূচক উপাধি 'ওবিই'। 'বি' এবং 'এ' অক্ষরদুটি ওঁর নামের সংক্ষিপ্তাকার বুঝি, পুরো নামটা জানি না। আমার কাছে উনি মিঃ ব্রাউন, বরং অধিকাংশ সময় স্রেফ 'স্যার'। সুপুরুষ? তা, কিছুটা বটে; প্রাক্তন নৌসেনা, যুদ্ধজাহাজের গৌরব হওয়ার ধরনের চেহারা। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। মুখে কয়েকটা ভাঁজ আর রেখা। মাথার চুল ইস্পাত-ধূসর, কপালের দু'পাশ অনেকটা ফাঁকা। চোখের কোলে কয়েকটা ভাঁজ। কঠোর চোয়ালের দু'পাশে গভীর ভাঁজ পড়েছে। চিবুকেও পড়েছে। তাতে ওঁকে চিত্রতারকা কেরি গ্রাণ্ট-এর মত দেখাতে পারত, কিন্তু দেখায় না। ভয় পাওয়ানোর মত ভুরুজোড়ার নিচ থেকে ওঁর চোখদু'টো জগৎকে নিরীক্ষণ করে। চোখের রঙ ঠিক নীল নয়, বরং ধূসরই। চাউনি সাপের মত নিরুত্তাপ, সজাগ এবং ক্ষিপ্র। বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করে বুঝেছি ওঁর সঙ্গে কথা বলার সময় আমার দৃষ্টি ওঁর দু'চোখের মাঝখানের ঠিক ওপরে নিবদ্ধ করা সুবিধাজনক। ঐভাবে কথা বলতে অনেক কম ভয় লাগে।

ওঁর যা আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে তা হল উনি কখনো আমাকে

স্ত্রীলোক হিসেবে দেখেন না। আর কিছু নয়, যখন আর সবাই আমাকে এক চোখে দেখে অথচ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ অন্য চোখে দেখেন বলে মন বড় দমে যায়। বলতে লজ্জা লাগলেও স্বীকার করছি, পরিচয়ের গোড়ার দিকে ওঁকে ঘায়েল করতে বেশ কয়েকটা মেয়েলি চাল চেলেছিলাম। আশা ছিল, অন্ততঃ কিছু প্রতিক্রিয়া হবে। খাটো স্কার্টের সঙ্গে কালো রঙের খাটো প্যান্টিজ্—ওতে ভাল কাজ হয় বটে, কিন্তু যা সার্বজনিক আকর্ষণের কৌশল তা দিয়ে একান্ত কাছের পুরুষটিকে আকৃষ্ট করতে হবে ভাবিনি—অবশ্য পারিনি। কিন্তু আমার লালচে চুলের বিশেষ পরিচর্যা করতাম। নীলচে চোখের পাতাগুলো সুর্মা-কাজল দিয়ে আরো দীঘল আর গাঢ় করতাম। আমার এমনিতেই বড় আর সুঠাম বুকদু'টোকে উঁচু করে বক্ষ বন্ধনীতে বেঁধে লো-কাট ব্লাউজে আধা-লুকিয়ে রাখতাম। এক পায়ের ওপর অপর পা রেখে বসে কখনো কখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম। তবু কিছু হত না।

পরে ধরে নিয়েছিলাম উনি যখন আমার কথা ভাবেন, অবশ্যই খুব বেশী ভাবেন না, তখন আমাকে যেকোন একটা পুরুষ মনে করেন। অবশ্য তা করে ঠিকই করেন। কারণ বেলা নামের একটি মেয়ে মনে করলে, কখনো কখনো যে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব আমার ওপর চাপান, তা চাপাতেন না। আমাদের সম্পর্ক—উনি আমার ওপরওলা, মনিব, আমি এক মামুলি অধস্তন কর্মী। আমাদের সম্পর্ক এই ধরনের নেতিবাচক রয়ে গিয়েছে, থাকবেও।

আমি সবে ঘণ্টা দুয়েক আগে ন্যুইয়র্ক থেকে লণ্ডনে ফিরেছি এমন সময় ওঁর সেক্রেটারি ফোনে জানাল, "মিঃ ব্রাউন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

"আমি এখন স্নান করছি"। সত্যিই তখন স্নান করছিলাম।

বাথটবের গরম জলে এপসম্ সল্ট আর হয়াডলে সাবানের ফেনায় পা ডুবিয়ে বসেছিলাম। পায়ের ব্যাথা দূর করতে এপসম্ সল্ট-এর তুলনা নেই। এরোপ্লেনে অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় অনবরত হাঁটাহাঁটি করার ফলে পায়ের পাতার ভেতর দিক ব্যাথায় টনটন করছিল। ইকনমি ক্লাশের বারান্দা দিয়ে এত বেশী বার চলাচল করতে হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল কোমরের হাড় সরে গিয়েছে। ট্রান্স-ওয়ার্ল্ড কিংবা প্যান-এ্যামেরিকান লাইনের প্লেনগুলো অত খারাপ নয়। ওরা প্লেনের মধ্যে সিনেমা দেখিয়ে যাত্রীদের আনন্দ দেয় বলে আমরা পুরো দেড়-ঘন্টা ওদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে একটু দম ফেলে বাঁচি। যদি আমার স্বদেশ-গৌরব বোধ নেই না ভাবেন তবে বলি, বি ও এ সি তাদের দূর পাল্লার এয়ার-হোস্টেসদের দম বের করে ছাড়ে। প্লেনে সিনেমা দেখানো হয় না বলে যাত্রীদের একঘেঁয়ে লাগে, সময় কাটতে চায় না। ওরা তখন বোতাম টিপে হোস্টেসকে ডাকে। কেন ডাকে তা নিজেই জানে না। অধিকাংশ সময় তেমন বিশেষ কিছু চায়ও না। স্রেফ কথা বলতে চায়। আর আমরা, হোস্টেসরা স্রেফ শুনি, প্রয়োজন বোধে উপযুক্ত মন্তব্য করি।

আমার অন্ততঃ অন্য মেয়েদের মত বিওএসি'র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা নেই। আমি এক দিন বিওএসি'র নেভি-ব্লু ইউনিফরমে ছিমছাম, কয়েকদিন পরই হয়ত পরণে থাকবে প্যান-এ্যাম-এর ফিকে নীল কিংবা ট্রান্স-ওয়ার্ল্ড এর লাল নয়ত এয়ার-ইণ্ডিয়া অথবা পাকিস্তান-ইন্টার-ন্যাশনাল-এর শাড়ী। শাড়ী পরতে আমার খুব ভাল লাগে। শাড়ীর যা অত্যন্ত সুন্দর তা হল শাড়ী যেমন কেজো তেমনি যৌন-আকর্ষণ বর্দ্ধক। অন্য যৌন আকর্ষণ বর্দ্ধক পোষাকগুলো পরতে যেমন অস্বস্তিকর, সময় বিশেষে দারুণ লজ্জাদায়কও। তা বলে ভাববেন না আমি আদৌ যৌনকামনা বিরোধী; বরং উপযুক্ত স্থান, কাল এবং পাত্রের যোগান থাকলে সর্বতোভাবে ঐটিই চাই। আমি নিয়মিত পিল খাই এবং সত্যি কথা বলার অনুমতি পেলে বলি পূর্বোক্ত বস্তু তিনটির

যোগান থাকলে আপনাদের বেলাও সাড়া দিতে পিছপা হয় না। তবু জানিয়ে রাখি আমি এক সযত্নে লালিতা যুবতী, মা বাপের গর্বের ধন ; আরো, শতকরা নব্বুইটি মেয়ের থেকে অনেক বেশী দিন কুমারী ছিলাম। তবু একটা সময় আসে······অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। সে সময় আসতে, আগামীকালের ভাবনা শিকেয় তুলে রেখে আমিও আনন্দ উপভোগ করতে, মজা লুটতে (আপনারা তার যে নামই দিন না কেন) শিখলাম। কারণ আমি যে ধরণের কাজ করি তাতে আগামীকাল যে আসবেই এমন নিশ্চিত হওয়া চলে না—হ্যাঁ, শুধু আমার এয়ার হোস্টেসের চাকরির কথা ভেবেই একথা বলছি না।

মিঃ ব্রাউনের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা শেষ করেই তড়িঘড়ি গায়ের জল মুছতে লাগলাম। উনি দেখা করতে চাওয়া মানে তক্ষুণি ছুটতে হবে। আমার কাছে ওটাই হুকুম। কারণ ট্রান্স-ওয়ার্ল্ড বা বি ও এসি, বাহ্যতঃ যাদের ইউনিফরম গায়ে চড়াই না কেন আমি আসলে সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিঃ ব্রাউনের কাজ করি। চটপট, কিন্তু সযত্নে সেজে নিলাম। উনি নিজের কর্মচারীদের ছিনছাম দেখতে চান। একবার উল্টো মোজা পরার জন্য আমার গোটা সপ্তাহ লজ্জায় কুঁকড়ে থাকতে হয়েছিল।

"উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদের জন্য আপনাকে বেশ ভাল টাকা দেওয়া হয়, মিস্ গ্রেগ হার্ডি। পোষাকগুলো যেভাবে পরা উচিত ভবিষ্যতে ঠিক সেভাবে পরতে যেন ভুল না হয়।" উনি যে পোষাক-ভাতা দেন তা যে কাপড় কাচাতে আর প্রসাধন সামগ্রী কিনতেই প্রায় শেষ হয়ে যায়, ওঁকে সে কথা বলে লাভ নেই। বললে, উনি বুঝতেন না। এক ত উনি কোন প্রসাধন ব্যবহার করেন না, এবং আমি নিঃসন্দেহ যে লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তিনী ওঁর স্ত্রী ওঁর পোষাকগুলো এত নিষ্ঠাভরে কেচে-কুচে ইস্তিরি করে দেন যে উনি ঐ বাবদে খরচের প্রয়োজন বোধ করেন না।

ঐ সন্ধ্যের কিছু পর থেকে আমার এক পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে আনন্দ করার কথা আগে থেকে পাকা ছিল। তখন প্রায় সাতটা বাজে। আমি সময় বুঝে কালো পোষাকটা পরলাম। ঐ পোষাকে আমাকে বেশ খানদানি দেখায়। মিঃ ব্রাউনেরও তাই পছন্দ। উনি চান ওঁর লোকজন এমন সেজে থাকবে যেন তারা সম্ভ্রান্ত ঘর এবং অভিজাত পল্লীর মানুষ। আমি যে একেবারে অনভিজাত অঞ্চলে জন্মেছিলাম, এবং মানুষ হয়েছিলাম, উনি তা মনে রাখতে চাইতেন না।

সাজ-পোষাক পরে তৈরি হয়ে নিয়ে পলিথিনের মোড়ক থেকে খাঁটি বুনো-মিঙ্ক-এর স্টোল্ বের করে ট্যাক্সি ডেকে পাঠালাম। স্টোল্‌টা অবশ্যই আমার কৃপণ পোষাক-ভাতা থেকে কেনা নয়। কিন্তু সেকথা এখন থাক।

মিনিট পাঁচেক পরে ফোন বাজল, "মিস স্মিথ?" বললাম, আমিই মিস্ স্মিথ। সোজা নিচে নেমে গেলাম। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না হলে মিস স্মিথ নাম ব্যবহার করে অনেক ঝামেলা এড়ানো যায়। বিশেষতঃ কয়েকজন অতি-আলাপী ট্যাক্সি ড্রাইভার ইত্যাদির কাছে মিস গ্রেগ্ হার্ডি নাম ব্যবহার করতে গিয়ে আমি কতবার কি ঝক্কিতে পড়েছি তা ত' আপনারা বোঝেন। এ ড্রাইভারটা তেমন গপ্পে নয়। ও আমার দেওয়া ঠিকানার উদ্দেশে গাড়ি ছোটানোয় এত ব্যস্ত ছিল যে গল্প জমাতে চাইল না।

৩২ নং বেলমোর স্ট্রীটে অসামরিক বিমান মন্ত্রকের একটি বিভাগের দপ্তর। পুরনো জরাজীর্ণ বাড়ীটা তক্ষুণি ভেঙে ফেলা ছিল আশু প্রয়োজন। অন্যান্য অনেক সংস্থার মধ্যে বিমান মন্ত্রকের যে বিভাগটির ওখানে দপ্তর ছিল তাদের কাজ ছিল তদন্তকারীদের তদন্ত শেষ হওয়ার পর নতুন করে বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত করা। অর্থাৎ সরকারী তদন্তকারী ধ্বংসাবশেষ ঘেঁটে তাদের রিপোর্ট দাখিল করার পর ঐ বিভাগের

কর্মীরা ফাইল পত্তর ঘেঁটে যা সত্যি ঘটেছে আবিষ্কার করার চেষ্টা করত। এই বেলা বলে রাখি, ওদের রিপোর্টে 'দুর্ঘটনার কারণ' সম্পর্কে কোন মত-পার্থক্য ইঙ্গিত করত এমন নয়। ওরা তাতে আগ্রহী ছিল না। 'দুর্ঘটনার কারণ'-এর পেছনের কারণ খুঁজে বের করাই ছিল ওদের আগ্রহ। এরোপ্লেনের মাল বইবার (লাগেজ কম্পার্টমেণ্ট) স্থানে নিশ্চয়ই একটা বোমা পাওয়া যেত ; কিংবা দেখা যেত দু'টো ইঞ্জিনই একসঙ্গে বিগড়ে বসেছিল ; অথবা হয়ত উচ্চতা মাপক যন্ত্র (অল্টিমিটার) ঠিক মত কাজ করেনি—এমন কিছু গূঢ় কারণ যা পরীক্ষিত যন্ত্রপাতি হঠাৎ বিকল হওয়ার পিছনে লুকিয়ে থাকত। ওরা সাধারণতঃ প্রথমে যাত্রী তালিকা খুঁটিয়ে দেখত। একটা মামুলি নামের তালিকা সি আই এ, কেজিবি কিংবা এম-১৬ ইত্যাদির কর্মীদের নামের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে যে কত খবর পাওয়া যেতে পারে তা দেখলে অবাক হতে হয়। কিন্তু ঐ বিভাগটি ছাড়াও— ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব কম—ঐ বাড়িতেই মিঃ ব্রাউনের দপ্তর।

ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে চার ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে সদরে কলিংবেল টিপলাম। বিলি বল্ দরজা খুলল। আমাকে দেখে কামুকের মত হাসল। "ওঃ, মিস গ্রেইগ হার্ডি", বিলি আমার নাম ঐ রকম করে উচ্চারণ করে। "খুব ভাল, ভেতরে এসো।" ওকে আমার অন্তরঙ্গদের জন্য তুলে রাখা এক-নম্বর হাসি ছুঁড়ে দিলাম। ওর পাশ দিয়ে সবে এগোব এমন সময় ও আমার পাছায় চিমটি কাটল। ওর হাতে এক আলতো চড় কষিয়ে বললাম, "সাবধান, বিলি। কেউ হয়ত দেখে ফেলবে।"

"এখানে কেউ নেই," বিলি বলল। ও এগিয়ে এল। আমিও একটু এগিয়ে গিয়ে ওর গালের ওপর একটা বড় আকারের ভিজে চুমু বসিয়ে দিলাম। "এই নিয়ে কিছুক্ষণ খুসি থাকো, বজ্জাত বুড়ো।"

ও খুক্‌খুক্ করে হাসতে লাগল। ওর পোষাকের কর্পূরের আর প্রসাধনের গন্ধে জায়গাটা ভরে উঠল। "তুমি ওঁর সঙ্গে কাজ শেষ করে ফিরতে ফিরতে আমি আবার রেডি হয়ে যাব," ও সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকা আমার উদ্দেশে বলল।

"আমি তোমার জন্য একটুও অপেক্ষা করতে পারব না," আমি জবাব দিলাম। বিলি'র বয়স ষাটের বেশ ওপরে। যদিও বক্‌বক্ সর্বস্ব মানুষ, তবু আমি ওর লিফটে উঠি না। একবার ছুটো তলার মাঝখানে লিফট বিগড়ে ওর সঙ্গে নব্বুই মিনিট আটকা পড়েছিলাম। ও আমাকে বলাৎকার বা ধর্ষণ করার চেষ্টা না করলেও বন্ধ জায়গায় কর্পূর আর প্রসাধনের কড়া গন্ধে প্রথম দশ মিনিটের পর আমার দারুণ

ওপরে উঠে 'রেকর্ডস' মার্কা দেওয়া একটা দরজায় টোকা দিয়ে, ভেতরে ঢুকলাম। মিসেস মেনন তখনো কাজ করছিলেন। উনি মিঃ ব্রাউনের কথায় ওঠেন বসেন। যখনি অফিসে গিয়েছি, কখনো কখনো অত্যন্ত অসময়েও গিয়েছি, দেখেছি উনি আছেন। মিসেস মেনন কাঁচা-পাকা চুলওলা ছোটখাটো মানুষ। বয়স বোঝা যায় না। কখনো হাসেন না। তাই বলে অনালাপী মানুষ নন। নকল দাঁতগুলো নিয়ে ওঁর সমস্যা। শুনেছি এক-আধবার দাঁতগুলো খুলে ওঁর কোলে পড়ে গিয়েছিল। সেজন্য সব সময় শক্ত করে মুখ বুজে থাকেন, যতটা সম্ভব নাকের মধ্যে দিয়ে কথা বলেন।

"উনি তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন," মিসেস মেনন বললেন। আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম, উনি বললেন, "তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।"

মিঃ ব্রাউনের ঘরে ঢোকার আগে মিসেস মেনন সব সময় আমার মনোবল বাড়ানোর জন্য কিছু বলতেন, কারণ ঐ ঘরে পা দেওয়ার পর আর তা পাওয়ার আশা থাকত না। ঐ কারণে আমার ওঁকে খুব ভাল লাগত। আরো যে কারণে ভাল লাগত তা হল আমার হিসাব পরীক্ষার

ভার ছিল ওঁর ওপর ; উনি এমন অনেক কিছু বিনা বাক্যব্যয়ে পাশ করে দিতেন যা নিয়ে মিঃ ব্রাউন প্রশ্ন তুলতেন না। আমি দরজায় টোকা দিয়ে লিন্টেলে লাগানো সবুজ বাতি জ্বলে ওঠার অপেক্ষা করছিলাম। মিসেস মেনন মাথা হেলিয়ে ইঙ্গিতে উৎসাহ দিলেন। আমি ভেতরে ঢুকে গেলাম।

দুই

মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হয় আমি তখন ছিলাম এক নির্ভেজাল, সরল এয়ার হোস্টেস। কিছু না হোক্, সরল তো বটেই। চোদ্দ বছর বয়স থেকে আমার এয়ার হোস্টেস হওয়ার বাসনা। তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল অন্ততঃ একটা বিদেশী ভাষা জানা। যে আমি অন্যান্য বিষয়ে ক্লাসের সবাইয়ের পেছনে পড়ে থাকতাম তারই ফরাসী ভাষায় দক্ষতা দেখে শিক্ষকরা অত্যন্ত অবাক হতেন। ওঁরা আমাকে গৃহ-বিজ্ঞানের বদলে স্পেনীয়, আর জীবন-বিজ্ঞানের বদলে জার্মান নিতে দিয়েছিলেন। অবসর সময়ে ইতালীয়ও শিখে নিয়েছিলাম। সুতরাং এয়ার হোস্টেস চাকরির দরখাস্ত করার বয়স হওয়ার আগেই চারটে ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতাম, আর 'না' বলতে পারতাম আরো আধ ডজন ভাষায়। শিক্ষানবিসির পর্বটা দারুণ লেগেছিল, বিশেষতঃ প্রথম দিনে আমাকে পরতে দেওয়া ইউনিফরমের জন্য। আমার ফিগারটা বেশ ভাল। জামাকাপড়ের জন্য খরচ করার মত পর্যাপ্ত টাকা আগে কখনো পাইনি। তাই প্রথম ইউনিফরম গায়ে দেওয়ার দিনটা জীবনের একটা স্বর্ণাক্ষরে লেখা দিন হয়ে রয়েছে—জীবনে প্রথম কোন ছেলেকে চুমু খাওয়ার মত, কিংবা প্রথমবার······ আমার তখনো সে অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠেনি। অনায়াসে ট্রেনিং শেষ করে সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে পাশ করলাম।

প্রথম আকাশে ওড়াটাও স্মরণীয় হয়ে আছে, কারণ আমি ক্যাপ্টেনের প্রেমে পড়েছিলাম। ওর ছিল লম্বা, সুপুরুষ চেহারা। ভারি মিষ্টি, হাসি খুসি স্বভাব। ওর বড় বড় হাতত্নুটোর মোচড়ে প্লেনটা সবচেয়ে বেশী সাড়া দিত, অথচ কোথাও কোন অগোছাল ভাব দেখা যেত না। বিরাট বুইং ৭০৭ প্লেনটা গাছের পাতা ঝরার মত আলতোভাবে মাটিতে নামিয়ে দিত। বেইরুট-এ আমাদের ত্ব'জনের ত্ব'দিন আটকে পড়তে হয়েছিল। তখনই প্লেনটা ওর আহ্বানে কেন সাড়া দেয় বুঝতে পেরেছিলাম। তখনো আমি বেশ ন্যাকাবোকা, কলা-কৌশল তেমন রপ্ত ছিল না; জানতাম, 'পটানো' পুরুষের কাজ, যা ওরা মেয়েদের ওপর প্রয়োগ করে থাকে। এক, চোখ পিট্‌পিট্‌ করা ছাড়া, যে-মানুষটিকে চাই তাকে কি করে কাছে টানব ভেবে পেতাম না। কিন্তু ওর সঙ্গে শুতে ইচ্ছে করত। মনে হয় মনের কথা ঠিকই বোঝাতে পেরেছিলাম, কারণ তাই হয়েছিল। সেই আমার প্রথম বার। পাছে ওকে খুসি করতে না পারি ভেবে খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। পুরুষকে খুশি করার ব্যাপারে যা কিছু পড়েছি আর শুনেছি তখন মনে করতে গিয়ে বেশ ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল্াম। কিন্তু ও জিনিষ এমনই যা বই থেকে শেখা যায় না। ঐ সুসভ্য, সুঅভ্যস্ত হাত'ত্নুটোর নাগপাশে ধরা দেওয়ার পাঁচ মিনিট পরই সব কেতাবি শিক্ষা ভুলে গেলাম। অটো-মেটিক প্লেনের পাইলট আইভান আমাকে চালানোর সব ভার এমন করে নিয়ে নিল যে আমি আমার মধ্যে থাকতে পারলাম না। ত্ব' সপ্তাহ পরে মেক্সিকো শহরে আমাদের বিয়ে হল। আর তার তিন মাস পরে আমি বিধবা হলাম।

দাম্পত্য জীবনের অপূর্তি নিয়ে আমি প্যানপ্যান করতে চাই না। আর যাহোক, ওটা তিন বছর আগেকার ঘটনা। নিজেকে বোঝাই, ও বেঁচে থাকলেও আমাদের জীবন স্বয়ংচালিত ভাবে তার উচ্চাসন থেকে রান্নার স্টোভ আর শিশুর ভিজে প্যান্ট বদলানোর স্তরে নেমে আসতে বাধ্য হত, বিগত আনন্দের স্মৃতি হয়ে যেত সুদূর অতীতের বস্তু। বরাত

ভাগ্য আমাদের মধু-চন্দ্রিমা তা হতে পারেনি। আইভানের মৃত্যুর পর কয়েক সপ্তাহ আমি নোঙর ছাড়া হয়েছিলাম। গর্ভবতী হয়ে পড়েছিলাম বলে খুব খারাপ লাগত।

এমন সময় এক এয়ার লাইন থেকে আবার কাজে যোগ দেওয়ার ডাক এল। প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারপর বৈধব্যের পেনশন নিয়ে সারা জীবন কি করে কাটাব ভাবতে লাগলাম। 'বৈধব্যের পেনশন' কথাটায় কাজ হল। ওর অর্থ শুকনো হাড়কটা সম্বল, শেষ নিঃশ্বাসের দিন গুণতে থাকা কোন মাঝ-বয়সী, বঞ্চিত নারী। অতএব কাজে যোগ দিলাম। প্রথমে খুব খারাপ লাগত। এমন লোকজনের সঙ্গে দেখা হত যারা আমাদের দু'জনকে চেনে, এমন জায়গায় যেতে হত যেখানে আগে দু'জনে একসঙ্গে গিয়েছি। বেইরুটে প্রথমবার ফিরে ত' সারা রাত শিশুর মত কেঁদেছিলাম। তবু সব স্মৃতিই ক্রমে ফিকে হয়ে যায়। মাস কয়েকের মধ্যে আস্তিনে চারটে সোনালী রিং এমব্রয়ডারি করা কোন লোক দেখলে আর মন খারাপ না হওয়ার মত নিজেকে সামলে নিতে পেরেছিলাম।

আমার জীবনে তখনই মিঃ ব্রাউনের প্রবেশ ঘটেছিল। পরবর্তী কালে জীবনে যাঁর অতবড় প্রভাব পড়বে তাঁর প্রবেশ অত নিঃশব্দে কি করে ঘটেছিল ভেবে অবাক লাগে। নাসাউ-গামী একটা এরোপ্লেনে আমার ডিউটি পড়েছিল। আর দশ মিনিট পরে প্লেনে উঠব, এমন সময় ডিউটি অফিসার জানালেন, ফ্লাইট কন্ট্রোল-এ (বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রন দপ্তর) আমার ডাক পড়েছে। আগে কখনো ফ্লাইট কন্ট্রোলে যাইনি। আমাদের এয়ার হোস্টেসদের কাজ যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সরবরাহ করে তাদের যাত্রা আনন্দদায়ক করা। প্লেনের সামনের দিকের কর্মীরা আর সব কাজ করে। কি জন্য ডাক পড়ল না বুঝতে পেরে, আমার ইউনিফরম পরিপাটি আছে কিনা দেখে নিয়ে, ঐ অফিসে চললাম।

আমি ঢুকতে মিঃ ব্রাউন উঠে দাঁড়ালেন। আমার জীবনে ঐ প্রথম

এবং শেষবার উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। আমি পরিচয় দিতে শুকনো মুখে করমর্দন করলেন। আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে যে চেয়ার থেকে উনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তাতে বসে পড়লেন।

"আপনার স্বামীর কথা জেনে খুব দুঃখিত হয়েছি, মিস গ্রেগ্‌ হার্ডি", উনি বললেন। নতুন করে কাজে যোগ দেওয়া থেকে আমি আবার কুমারী নাম ব্যবহার করছিলাম। মাত্র দশ সপ্তাহ আগে মারা গিয়েছে আইভান। তখনো চোখের জল চেপে রেখে সমবেদনা গ্রহণে অভ্যস্ত হতে পারিনি। ভাবছিলাম এই অপরিচিত মানুষটি আমার বিয়োগ ব্যথায় দুঃখিত হতে যাবেন কেন? যতদূর জানতাম উনি আইভানকে চিনতেনও না। একটু পরেই ভুল ভাঙল। "আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল," উনি বললেন, "ও মাঝে মাঝে আমার কাজ করত।"

আমি নীরবে মাথা নাড়লাম। আলাপের এই পর্যায়ে আমার কী বক্তব্য থাকতে পারে? আবার ভুল করলাম। মিঃ ব্রাউন বললেন, "ও কী কাজ করত তা জানতে চান না?" আমি বললাম, "ও ত' প্লেনের পাইলট ছিল।"

"অন্য বহু কাজের মধ্যে ওটাও ওর কাজ ছিল, অবশ্য", মিঃ ব্রাউন জানালেন, "ও আরো অনেক কাজ করত।" "কি কাজ?" আমি বেশী আগ্রহ দেখালাম না। আমার স্মৃতির পুঁটলি ততদিনে পরিপাটি বেঁধে লেবেল এঁটে রাখা হয়ে গিয়েছিল। আর কেউ তার ফাঁস খুলে দেবে, এ চাইছিলাম না। কিন্তু ঐদিকে আলোকপাত করার আগেই উনি এমন এক বাঁকা পথে তীর ছুঁড়লেন যে আমার খেই ধরা কঠিন বোধ হল।

"আমি আপনার ব্যক্তিগত ফাইল খুব খুঁটিয়ে দেখেছি", উনি বললেন। "আপনি সতেরো বছর বয়সে পশ্চিম বার্লিনে গিয়েছিলেন। কোন্ উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, বলবেন?" আমি জানতাম আমার সম্পর্কিত ফাইলে ঐ ঘটনার উল্লেখ থাকতে পারে না। ওঁকে সেকথা বললাম।

মিঃ ব্রাউন বললেন, "কোম্পানীতে আপনার সম্পর্কে যে ফাইল আছে আমি তার কথা বলিনি, মিস গ্রেগহার্ডি। আমি নিজে যে ফাইল রাখি তার কথা বলছি"। "আপনি আমার সম্পর্কে ফাইল রাখেন কেন? সত্যি বলতে, আমাদের পরিচয়ও নেই।" আমার কথায় ঝাঁঝ ফুটে উঠল।

"আমি ঐ ক্রটিটুকু সংশোধনের আশা রাখি, মিস্ গ্রেগহার্ডি," উনি মোলায়েমভাবে বললেন। "এখন যেতে হবে," আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমার প্লেনে ওঠার ডাক পড়ল বলে।

"এ ফ্লাইট থেকে আপনার নাম আমি কাটিয়ে দিয়েছি," উনি বললেন।

আবার বসে পড়লাম। মানুষটি নিশ্চয়ই কেউকেটা। সাধারণতঃ অত অল্প সময়ের ব্যবধানে এক ফ্লাইট থেকে অপর ফ্লাইটে তুলতে হলে অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়। "আপনি পশ্চিম বার্লিনে গিয়েছিলেন কেন?" উনি বললেন। "আমি বললাম, "আমি এক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। দলে আমার মত দু'জন উচ্চতর পর্যায়ের জার্মান ভাষা শিক্ষার্থী ছিল।"

"তারপর?" উনি জানতে চাইলেন। আমি বললাম, "আমরা পাঁচ দিন একটা সস্তা হোটেলে থেকেছিলাম। জার্মান ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথা বলিনি। আর অনেকগুলি যাদুঘরে ঘুরে কাটিয়েছিলাম।"

"ঐ সব?" মিঃ ব্রাউন জিজ্ঞেস করলেন। "আর কী?" আমি একটু বিরক্তি দেখিয়ে ফেললাম।

"আপনারা পূর্ব বার্লিন (কমিউনিষ্ট-অধিকৃত) যাননি, গেছিলেন?" উনি প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম, "না ত'। কেন যাব?"

উনি অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "বেশ। আমিও তাই ধরে নিয়েছিলাম। তবু নিশ্চিত হয়ে নেওয়া ভাল।"

"কী সম্পর্কে নিশ্চিত?" আমি ওঁর কথার বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পার-

ছিলাম না। কিন্তু তেরছা পথে তীর ছোঁড়া উনি ততক্ষণে সাঙ্গ করেছেন। তাই আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সোজাসুজি বললেন, "আপনার পরলোকগত স্বামী আমার একাধিক সংবাদ-বাহকের একজন ছিল।"

অবাক হয়ে ওঁর দিকে চেয়ে রইলাম। আরো এইজন্য যে, আমার বলার মত কিছু ছিল না। আইভান তাহলে সংবাদ বাহকের কাজ করত। অনেক পাইলটই প্লেন চালানো ছাড়া বাহকের কাজ করে জানি, তবে তার সবই আইন সম্মত এবং খোলাখুলি কাজ। কেউ কূটনৈতিক থলি, অনেকে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পৌঁছে দেয়। এসব সবাই জানে। "আমার কাজ করতে গিয়েই ও খুন হয়েছিল," মিঃ ব্রাউন বলে চললেন।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার সবকিছু হঠাৎ অবশ হয়ে গেল। আমাকে ধাতস্থ হয়ে উঠতে আধ মিনিট সময় দিয়ে উনি বলে চললেন, "আমি, অর্থাৎ আমার বিভাগের ধারণা আপনি আততায়ীকে ধরতে আমাদের সহায়তা করতে চাইবেন।" অল্প কথায় বললে যেখানে বেশী কাজ হওয়া সম্ভব উনি কখনো কখনো সে জায়গায় বেশী কথা বলতেন। আমি পুরোপুরি ধাতস্থ হয়েছি কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরেকবার শ্বাসরোধ করে চুপচাপ ওঁর কথাটা হজম করলাম। আবার যখন কথা বললাম তখন আমার গলা এত স্বাভাবিক শোনাল যে নিজেরই অবাক লাগল।

আমি বললাম, "আমার স্বামী মোটর দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন, শুনেছি।"

"বটে" মিঃ ব্রাউন বললেন, "কিন্তু সে দুর্ঘটনা কেন ঘটল তা কি কখনো ভেবেছেন?"

আমি সত্যিই ভেবেছিলাম। খবর পেয়েছিলাম, আইভানের গাড়ি রোম শহরের উপকণ্ঠে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে একটা দেওয়ালে ধাক্কা মেরেছিল। ময়না তদন্তে দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে যে একাধিক অভিমত ব্যক্ত হয়েছিল তার কয়েকটা হল রাস্তার অবস্থা খুবই শোচনীয়

ছিল, দুর্ঘটনা স্থলটা এক মার্কাবিহীন অতি বিপজ্জনক বাঁক, গাড়িটার কোথাও কোন যান্ত্রিক গোলযোগ থাকা সম্ভব। তদন্তে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে বলা হলেও দুর্ঘটনার সঠিক কারণ কখনই পরিষ্কার নির্দেশিত হয়নি। তখন আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম। কারণ আইভান যেমন ধীরে-সুস্থে, সযত্নে এরোপ্লেন চালাত কিংবা প্রেম করত, গাড়ী চালাতও ঠিক তেমনি করে। সত্তর মাইল বেগে ধাবমান গাড়ি নিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা মারা আদৌ ওর ভাবমূর্তির সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু আমি বেদনায় এবং আত্ম-দূষণে এত বেশী মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম যে ময়না তদন্তের রিপোর্টে আর বেশী মন দিতে পারিনি। তাছাড়া, আমি ছিলাম তদন্ত এবং ঘটনাস্থল থেকে পনেরোশো মাইল দূরে।

"দুর্ঘটনা কেন ঘটেছিল?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"এর জন্য", উনি বললেন। পকেট থেকে কি যেন বের করে নিজের সামনে রাখা ধাতব ছাইদানিতে ফেললেন। বস্তুটি ছাইদানিতে পড়ার দরুণ যে ভরাট ধাতব শব্দ হল তাতে শিরদাঁড়া হিম হয়ে গেল, আমি যেন চেয়ারে জমে গেলাম। বস্তুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, এবং তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। মনে হচ্ছিল অফিসটা থেকে তক্ষুণি বেরিয়ে যাই; বাইরে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাই; অন্ততঃ মিঃ ব্রাউনের গলা কেটে ফেলি। কিন্তু ওগুলোর কোনটাই করতে পারলাম না। প্রশংসনীয় নাট্যবোধ নিয়ে মিঃ ব্রাউন আমার প্রতিক্রিয়ার প্রতীক্ষা করছিলেন। সব সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াও যেন ওঁর জানা। যা করব তা করতে ভয় লাগলেও আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। ছাইদানিতে পড়া বস্তুটির দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গেলাম। টেবিলের আরেকটু কাছে এসে, নুয়ে সীসের টুকরোটা তুলে নিয়ে আঙুল দিয়ে ওর মসৃণ গা পরখ করে দেখতে লাগলাম। তবু নামিয়ে রাখতে পারলাম না, হাতটা গাছের পাতার মত কাঁপছিল।

"এটা একটা ৩০৩ রাইফেলের গুলি", মিঃ ব্রাউন বললেন। "ময়না

তদন্তের সময় আপনার স্বামীর মাথা থেকে বের করা হয়েছিল"। সীসের ছোট টুকরোটা এক টন ভারী লাগছিল। তবু ছাইদানিতে রেখে দিতে পারছিলাম না। উনি যোগ করলেন, "কয়েকটা কারণে, যা এই মুহূর্তে বলতে চাই না, সেই সময় এই জিনিষটি ময়না তদন্তে দাখিল করার উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি।"

বিকৃত হওয়া ঐ নগণ্য ধাতব টুকরোটি সবেগে আইভানের মাথায় ঢুকে হাড় গুঁড়ো করে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে এবং যা কিছু আমার প্রিয় আর আমার জীবনের সার, অন্ধ করে দেওয়া এক লহমায় তা মুছে দিয়েছে—এই ঘটনার পূর্ণ চাপ হঠাৎ সজোরে আমাকে আঘাত করল। সীসের টুকরোটা হঠাৎ আমার হাতে গণগণে লাল উত্তপ্ত হয়ে উঠল। আমি টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলাম। ওটা টেবিল থেকে গড়িয়ে মেঝেয় পড়ল, মিঃ ব্রাউনের চেয়ারের নিচে। উনি কুড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন।

"বসুন, মিস গ্রেগহার্ডি" উনি বললেন। আমি বসলাম। "আমি চাই আপনি আমার প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব দেবেন," উনি যোগ করলেন। "কোন প্রশ্ন?" আমার মন তখন সম্পূর্ণ চেতনা বিহীন।

"আপনার স্বামীর আততায়ীদের ধরতে আপনি আমাদের সহায়তা করতে রাজি আছেন?" ওঁর কথা তখনো ঠিক ধরতে না পারলেও আমি নিশ্চয় মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলাম। কারণ উনি তক্ষুণি উঠে পড়লেন। "বেশ," উনি বললেন, "তাহলে চলুন, আমরা কাজ শুরু করব।" পোষ-মানা কুকুরের মত আমি ওঁর পিছু পিছু চললাম।

তখন বেশ হৃদয়বিদারক মনে হলেও এখন সম্পূর্ণ ঘটনা পর্যালোচনা করে বুঝি যে, গুলি নিয়ে ঐ নাটকীয়তার প্রয়োজন ছিল। আর যা হোক আমি এক সাধারণ মেয়ে। যে আলস্যে আমি ডুবে গিয়েছিলাম তা থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে আনার জন্য বেশ কঠোর কোন কিছুর

প্রয়োজন ছিল। মিঃ ব্রাউনকে এত দিনে ভাল করে চেনার ফলে ঠিক ঐ গুলির আঘাতেই মৃত্যু ঘটেছিল কিনা সন্দেহ হয়, তবু ওতে ওঁর অপূর্ব কার্যসিদ্ধি হয়েছিল। আমরা মোটর করে বেল্‌মোর স্ট্রীটে চললাম। আমার ভেতরটা টগবগ করে ফুটছিল, কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। ধীরে ধীরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর আগেই মন শক্ত করে ভাবলাম আইভানের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সবকিছু করব।

দেখা গেল আমি যা করতে প্রস্তুত তার থেকে অনেক কম করতে বলা হল। আমি রোমে একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম; আই-ভানের সঙ্গে একবার একটি মানুষকে দেখেছিলাম, তাকে সনাক্ত করে পটিয়ে এমন এক জায়গা আর পরিস্থিতিতে নিয়ে এসেছিলাম যার থেকে, আমার সন্দেহ হয়, সে ফিরতে পারেনি। কিন্তু ওর কী ঘটল তা আমি তখন জানতে পারিনি। আমি কী কাজ এবং কার কাজ করছি তা একটু একটু করে জানতে পেরেছিলাম।

প্রথম কাজের পর মিঃ ব্রাউন আর কখনো আমার সঙ্গে তার সম্পর্কে আলোচনা করেননি। নিশ্চয় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কারণ দু'সপ্তাহ পরে উনি ফোনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, যার ফলে আমি প্যান-এ্যাম-এর একটা প্লেনের হোস্টেস হয়ে ওয়াশিংটন চললাম। প্লেনের একটি যাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়েছিল। বেশ ধড়িবাজ লোকটি। জানাল; ও সিআইএ'র কাজ করে, হনোলুলু চলেছে। একটা ছোট প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বলল, ওটা যেন টোকিওতে এক জাপানী কর্নেলকে দিয়ে দিই। সব শেষে সেবার লণ্ডনে ফিরে অফিসে দেখা করতে জানলাম আমার যে প্লেনে ডিউটি পড়ার কথা ছিল তা থেকে সরিয়ে অন্য ডিউটি দেওয়া হবে। কোন ডিউটি দেওয়া হবে, তা কেউ বলল না। কারণ আমি তখন মিঃ ব্রাউনের কাজ করি —উনি বলতেন ওঁর বিভাগের কর্মী। যতদূর বুঝতাম সে বিভাগের না ছিল কোন সরকারী নাম, না তেমন সরকারী পরিচিত। ও'র টেবিলে উজ্জ্বল-নীল রঙের একটা টেলিফোন থাকত—বলা হত 'হট লাইন,'

অর্থাৎ তার সাহায্যে অবিশ্বাস্য কম সময়ে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ করা চলত। কিন্তু কোন এক্সচেঞ্জের সঙ্গে ওটা যুক্ত তা জানতাম না। জিজ্ঞেসও করিনি। করলে, উনি বলতেন না।

দ্বিতীয়বার চাকরিতে যোগ দিয়ে মিঃ ব্রাউনের বিভাগে বদলি হওয়ার পর কিছু সময়ের জন্য আমাকে এয়ার হোস্টেসের চাকরি থেকে সরিয়ে স্কুলে পাঠাল। কেন্ট্ জেলার দক্ষিণে ঘাস আর টিলা পাহাড় ঘেরা এক সম্ভ্রম জাগানো বাগানবাড়িতে স্কুল। বিশাল বাড়ি। যে কোন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার্থীদের চেয়ে কঠিন পাঠক্রম। শিক্ষার কড়াকড়ি খুব বেশী। বন্দুক ব্যবহার করতে শিখলাম ; শুধু আঘাত করার জন্য এবং সোজা ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়তে শিখলাম, হাতবোমা বানাতে এবং ছুঁড়তে শিখলাম, সাধারণ স্ত্রীলোকের হ্যাণ্ডব্যাগে প্রাপ্তব্য জিনিষপত্র মিশিয়ে প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষের চোখে ধূলো দিতে শিখলাম, একেবারে অচিন্তনীয় গোপন স্থানে মাইক্রো-ফিল্মের রোল লুকিয়ে রাখার কৌশল আয়ত্ব করলাম।

এসব এবং আরো অনেক শিক্ষা দিয়েছিল বৃটিশ বিমানবাহিনীর এক মহিলা সার্জেন্ট। মহিলা কিন্তু সমকামী ছিলেন। আর সব দিক থেকে খুব ভাল মানুষ। সমকামিতায় অনাগ্রহ জানানোর পর উনি আর আমাকে ঘাঁটাননি। ওঁর দেহ-মনে পুরুষদের প্রতি এত ঘেন্না ছিল যে তাদের কাবু করার ছ'টি প্রকৃষ্ট উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে উনি প্রায় কাব্য করে ফেলতেন। ওঁর নাম ছিল বেসি। আমাকে যা কিছু শিখিয়েছেন তার জন্য ওঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়েও শেষ করতে পারি না। ওঁর শিক্ষার গুণে একাধিকবার খুব বিপদ কাটাতে পেরেছি। উনি হয়ত সেসব বৃত্তান্ত শুনে খুসি হয়েছেন। আমি যেন মানস চক্ষে দেখতে পাই, অতগুলো পুরুষকে কাবু করেছি শুনে ওর ছোট ছোট গোল গোল চোখদু'টো খুশিতে চক্‌চক্ করছে। আমিও সমকামী নই বলে ওর খুব দুঃখ ছিল—অবশ্য এই নয় যে সমকামিতায় সহযোগী হিসেবে

উনি নিজে আমাকে খুব বেশী চাইতেন, বরং আমার বিপুল যৌবনৈশ্বর্য্য কোন পুরুষের অর্ঘ হিসেবে অপব্যয়িত হবে ভেবে ওঁর আক্ষেপ হত।

ঐ ব্যাপারে আমার ওঁর সঙ্গে মোটেই মতের মিল হত না। আমার কাছে যৌবনরঙ্গ শুধু রঙ্গই—পুরুষদেরই মেয়েদের বেশী প্রয়োজন, একথাও আমি মানি না। অধিকাংশ মেয়ের পুরুষের মতই যৌন সম্ভোগ প্রয়োজন, কিন্তু না পেলে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে বেশী নিজেকে সংযত করে রাখতে পারে। কোন এয়ার লাইনের বাঁধা হোস্টেস না হওয়ার মস্ত বড় সুবিধে হল অসংখ্য, সুযোগ্য পুরুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, এবং ঐ সুবিধের ওপর ফাউ হল তাদের একজনের অপরজনের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। আমি তেমন হ্যাংলা মেয়ে নই। তবে একসঙ্গে তিনজনের সঙ্গে আধা-পাকাপাকি সম্পর্ক বজায় রেখে চলি। ওদের একজন দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশের এয়ারপোর্টের ম্যানেজার; দ্বিতীয়জন ন্যুইয়র্ক—লস্‌এঞ্জেলস্‌ লাইনের এরোপ্লেনের ক্যাপ্টেন; আর আমার ঘরের কাছাকাছি চমৎকার মানুষটি মোটরগাড়ির সেলস্‌ম্যান—ও এত ভালমানুষ ইংল্যাণ্ড থেকে আইল-অব-ওয়াইট্‌, অর্থাৎ প্রায় একশো মাইল দূর ভ্রমণকে বিদেশ ভ্রমণ মনে করে। ওরা তিনজনই খুব ভাল লোক। আমার ধারণা, আমি তিন-জনকেই খুব ভালোবাসি। কম বেশী ওরা প্রত্যেকেই আমাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আপাততঃ আমার বিয়েতে রুচি নেই, তাই এখনো কারো সঙ্গে সম্পর্ক পাকা করিনি। আপনারা এটা যৌনবিকারের লক্ষণ মনে করলেও বলি, আমার সত্যিই মিঃ ব্রাউনের কাজ করতে খুব ভাল লাগে।

মাঝে-মধ্যে কাজের ঝামেলাও পোয়াতে হয়। যেমন একবার মাফিয়া দলের দু'জন প্রতিষ্ঠাতা সভ্যের সঙ্গে একই কুঠরীতে তিনদিন আটক থাকতে হয়েছিল। আমি, অবশ্য ঐ ধরণের ঘটনাগুলো কাজের সঙ্গে জড়িত অবশ্যম্ভাবী ঝঞ্ঝাট বলে মেনে নিতে শিখেছি। আর, কখনো কখনো কোন একটা কাজ ঠিক মত করতে পারলে যে গভীর

সন্তোষ পাওয়া যায় তা ঝামেলার চেয়ে অনেক বেশী। আমি কাজ-কর্মে ভাল। সৌভাগ্যগুণে মিঃ ব্রাউনের আমাকে একথা জানানোর দরকার হয় না, কারণ উনি এমনিতে একটা কথাও বলেন না। কিন্তু আমার যেন কাজের বিরক্তি নেই, তাছাড়া আমি জানি আমাকে যা বলা হয় আমি ঠিক তাই করি। এতে আমি আত্মপ্রত্যয়ে সুনিশ্চিত হই

কথাটা আরেক ভাবে বলা চলে। মেয়ে না হলে আমিও জেমস্ বণ্ড্ বনে যেতে পারতাম ভেবে আমি গর্বে ফুলে উঠি। আপনারাও ক্রমশঃ দেখতে পাবেন তা না বলতে পারলেও আমার গর্ব নেহাৎ কম নয়।

অফিসে ঢুকতে দেখি মিঃ ব্রাউন তাঁর টেবিলের মাঝখানের ড্রয়ার ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। চোখ না তুলে, উনি আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। একটা চেয়ার টেনে এনে এক পায়ের ওপর আরেক পা রেখে বসলাম। আজকালকার স্কার্টগুলো এমন যে শালীনতা বজায় রাখার চেষ্টা করলেও উরু পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ে। আমার অবশ্য তেমন ঢাকবার চেষ্টা ছিল না। মিঃ ব্রাউন আমাকে এক পুরুষ কর্মী মনে করলেও কোন মেয়ে শেষ অব্দি মন ভেজানোর চেষ্টা না করে পারে না। উনি যা খুঁজছিলেন অবশেষে তা পেলেন—পাইপ পরিষ্কার করার তার। সেই তার দিয়ে ওঁর বিশ্রী গন্ধওলা পাইপ খোঁচাতে খোঁচাতে এক একবার পাইপের গোড়ায় এমন শব্দ করে ফুঁ দিতে লাগলেন যেন বাথটব থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। উনি বললেন, "আপনার বেশ কয়েক দিন ছুটি পাওনা হয়েছে, মিস্ গ্রেগ্‌হার্ডি।"

"হ্যাঁ, স্যার।" আমার ছ' সপ্তাহ ছুটি পাওনা ছিল। কিন্তু সেকথা বললাম না।

"ভাবছি আপনাকে কিছুদিনের জন্য ছুটি নেওয়া স্থগিত রাখতে অনুরোধ করব," উনি কথা শেষ করে পাইপের গোড়ায় ফুঁ দিয়ে পাইপের প্রান্তে বাটি থেকেএক রাশ ছাই ঝাড়লেন।

"আচ্ছা, স্যার," আমি বললাম। ওঁকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। উনি মনে মনে তৈরি হওয়ার আগে কোন কথা ফাঁস করেন না।

"কী বিশ্রী আবহাওয়া সুরু হয়েছে," উনি বললেন। আমিও এক-মত হলাম। কিন্তু হালে নাসাউ-তে দু'সপ্তাহ কাটিয়ে এসেছি, তাই আবহাওয়ার নিন্দেয় তেমন মুখর হতে পারলাম না। "আপনি গ্রেশাম টুলস্ কোম্পানি সম্পর্কে কিছু জানেন?" উনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন।

"কিচ্ছু জানি না," আমি বললাম।

"আপনার জানা উচিত," উনি বিরস সুরে বললেন। "এরোপ্লেনের আকাশে উড়তে যা যন্ত্রপাতি লাগে তার অর্দ্ধেক ওরা তৈরি করে।" আমার মনে পড়ল ফ্লাইট ডেকের কয়েকটা যন্ত্রের ডায়ালে গ্রেশাম লেখা থাকে। "কিন্তু সেকথা থাক," উনি আমার অজ্ঞতা মার্জনা করে বলে চললেন, "এরোপ্লেনের যন্ত্রপাতি বানানো ছাড়া ওরা ইলেকট্রনিক গবেষণা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রণী।" ঐ পরিস্থিতিতে কঠিন কাজ হলেও আমি জানতে উৎসুক ভাব ফুটিয়ে শুনছিলাম। "ওরা মূলতঃ এক মার্কিন কোম্পানির বিরাট এক শাখা। মূল কোম্পানি আমেরিকান সরকারের থেকে ক্ষেপণাস্ত্র বিকাশ সংক্রান্ত কাজের জন্য কোটি কোটি ডলার মূল্যের কন্ট্রাক্ট পায়। ইংল্যাণ্ডের শাখাটি প্রধানতঃ কম্পিউটারের বিকাশ এবং এরোপ্লেনের যন্ত্রাদি আধুনিকীকরণের কাজ করে।

"সে যাহোক......" উনি আরেকটু জোর গলায় বললেন। আমার তন্দ্রালু ভাব কেটে গেল। "হ্যাঁ, ইংল্যাণ্ডে ওদের একটা ছোট গবেষণা সংস্থা আছে। সংস্থাটি অনেক অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। আমাদের কাজ এই সংস্থা নিয়ে।" উনি এমন পেছনে হেলান দিয়ে বসলেন যেন চেয়ার সুদ্ধ পড়ে যাবেন। "সংস্থাটির সুনাম এবং ব্যবসা এত গুরুত্বপূর্ণ যে মূল কোম্পানি বারবার সংস্থাটি আমেরিকায় সরিয়ে নিতে চেয়েছে। কিন্তু ওদের কর্মকর্তা অধ্যাপক ডোনাল্ড বেটম্যান সোজা সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। উনি এত কাজের লোক যে ওঁকে বাদ দিলে চলে না। গ্রেশাম কোম্পানি তাই বাধ্য হয়ে ওঁকে এখানে কাজ

চালিয়ে যেতে দিয়েছে। দু'সপ্তাহ আগে বোম্বাইতে সাগর থেকে একটি লোকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লোকটি আনুমানিক দু'দিন আগে মারা গিয়েছিল। ওকে সনাক্ত করা যায়নি। কিন্তু ওর কাছ থেকে মাইক্রোফিল্ম করা যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে তাতে অধ্যাপক বেটম্যান এবং তাঁর সহকর্মীদের কাজের পূর্ণ বিবরণ আছে. ওদের কী কাজ তা আপনার জানার প্রয়োজন নেই। সম্ভবতঃ বুঝবেন না। আপনাকে এটুকু জানানোই যথেষ্ট যে ওটা 'সর্বোচ্চ লাল' (সবচেয়ে গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ) মার্কা পাওয়া কাজ।"

"গোপন তথ্য ফাঁসের সূত্র এবং মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে মনে হয় না। কিন্তু আমরা মোটা-মুটি নিশ্চিত যে যেহেতু মাইক্রোফিল্মটা ওর কাছেই রয়ে গিয়েছিল সুতরাং ও কোন গোপন তথ্য পাচার করতে পারেনি। আমাদের ধারণা, ও ছিল স্রেফ এক বাহক বা যোগসূত্র, এবং দায়িত্ব সম্পূর্ণ করতে পারার আগেই হয় ও মারা যায় নয় খুন হয়েছে।"

মনে হল, এবার আমার ধারণা সম্পর্কে কিছু বলি "ঐ লোকটা যদি গোপন তথ্য পাচার করতে না পেরে থাকে সেক্ষেত্রে তেমন দুশ্চিন্তার হেতু নেই। ঠিক কোথা দিয়ে গোপন তথ্য বেরিয়েছে তা খুঁজে পাওয়া তেমন কঠিন হবে না, এবং সে ফাঁকটি বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হবে।"

"আমরা খুঁজে পেয়েছি." উনি বললেন।

ভাবলাম বলি, তবে ত' কোন সমস্যাই নেই। কিন্তু তাহলে উনি আমাকে ডেকেছেন কেন? একটু পরেই বুঝলাম। "অধ্যাপক বেটম্যান আগামীকাল এয়ার ইণ্ডিয়ার ১০২নং ফ্লাইটে প্রথম শ্রেণীর সীট বুক করেছেন। উনি বোম্বাই যাচ্ছেন," মিঃ ব্রাউন বললেন।

তিন

ওরা এয়ার ইণ্ডিয়া এয়ারলাইনের নাম দিয়েছে 'মহারাজা সার্ভিস। অন্য যেকোন এয়ার লাইনের সঙ্গে তফাৎ শুধু সাজগোজের। আমাদের, অর্থাৎ এয়ার হোস্টেসদের শাড়ী পরতে হয়। গুড মর্নিং-এর বদলে হাতজোড় করে নমস্কার করতে হয়। আমার রোদে পোড়া গায়ের রঙের সঙ্গে মানানসই বাদামী রঙের পরচুল আর কপালে টিপ লাগিয়ে এত ভারতীয় বনে গেলাম যে অপর কোন ভারতীয় ছাড়া আর কারো তফাৎ বোঝার উপায় রইল না। আমি যে নির্দেশ পেয়েছিলাম তা ছিল বেশ নমনীয়: প্লেনে অধ্যাপক বেটম্যানের ওপর নজর রাখতে হবে; তার পরেও, যদি সম্ভব হয়। অধ্যাপক অবিবাহিত এবং ওঁর বয়স বিয়াল্লিশ হওয়ার দরুন মনে হল শেষটাও সম্ভব করে তুলতে পারব। প্লেনে কাটবে চোদ্দ ঘণ্টা। অতখানি সময়ে যদি ওঁর মন ভোলাতে না পারি তবে আমি আমার কাজের অনুপযুক্ত বৈকি। আর অধ্যাপক যদি নারীদ্বেষী কিংবা অতি লজ্জাশীল এবং অমিশুক ধরনের হন, এবং সেজন্য যদি বিমান অবতরণের পর ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে বোম্বাইতে একজনকে আমার সব কথা জানাতে হবে। আমি রেহাই পেয়ে যাব।

আমার মনে প্রথম যে প্রশ্ন উঠেছিল তা হল, অধ্যাপক বেটম্যানকে ওরা যদি বিশ্বাস না করে তবে কেন তাঁকে অর্দ্ধেক পৃথিবী উড়ে বেড়াতে দিচ্ছে? মিঃ ব্রাউনের মতে, তাঁকে বাধা দেওয়ার উপায় নেই। মনে হয় বেটম্যান সেই বিলুপ্ত হয়ে আসা গোষ্ঠীর একজন যাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী বলা চলে। উনি এমন কি সরকারী গোপনীয়তা রক্ষা বিধি অনুযায়ী গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকারও সই করতে অস্বীকার করেছিলেন। বোম্বাই বা অন্য যেকোন জায়গায় যাওয়া মনস্থ করলে

ঠ্যাঙ দুটো ভেঙে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ে ওঁকে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। মিঃ ব্রাউন আমাকে যে ফাইল পড়ে দেখতে দিয়েছিলেন তা থেকে বেটম্যানের যে মানচিত্র এঁকেছিলাম তা এক আলুথালু চেহারা, একমাথা উস্কুখুস্কু চুল, উদ্‌ভ্রান্ত চোখ, অনেকটা এ্যালবার্ট আইনস্টাইন আর রসপুটিন-এর শঙ্কর কোন একরোখা স্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষের অবয়ব রেখা। কেউ আমাকে ওঁর একটা ফটো দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি। সুতরাং গ্রেগরি পেক্ আর যুবরাজ ফিলিপ-এর সুপুরুষ চেহারায় সব গুণমণ্ডিত একটি লোক যখন বেটম্যানের জন্য সংরক্ষিত আসনে এসে বসল, ভাবলাম আলাপ জমাতেই হবে। এক ঝলক হাসিতে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে, মোলায়েম অথচ একটু ভারী গলায় জানালেন উনিই অধ্যাপক বেটম্যান। তারপর এমন এক ভাষায় কিছু বললেন যাকে হিন্দুস্তানী ভাষা বলে ধরে নেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। নত হয়ে মার্জনা চেয়ে বললাম, আমি মাতৃভাষায় কথা বলতে পারি না, কারণ আমি আধা ভারতীয়; বাবা ছিলেন বৃটিশ রাজের অবশিষ্ট কর্মীদের একজন, এবং আমি ইংল্যাণ্ডের রোডিয়ান স্কুলে লেখাপড়া শিখেছি। মনে হল, উনি আমার কথা মেনেছেন। আমি শাড়ী সামলাতে সামলাতে ওঁর যাত্রা যথাসম্ভব স্মরণীয় করে তুলতে ছুটলাম। ওটা তেমন সমস্যা নয়। প্রথম হাসিতেই আমার ওঁকে খুব ভাল লেগেছিল।

প্লেনের বেশ ক'টা আসন খালি ছিল বলে আমার হাতে অঢেল সময় ছিল। লাঞ্চের জিনিষপত্র সরিয়ে নেওয়ার পর আমি নিয়ম ভেঙে ওঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে, কিছুক্ষণ ওঁর পাশে বসলাম। চীফ্ ষ্টুয়ার্ড কটমট করে তাকাল। কিন্তু, ও স্পষ্টতঃ ওপরওলার থেকে কিছু নির্দেশ পেয়েছিল। কারণ, আর বাড়াবাড়ি করল না। খার্তুম পৌঁছতে আমি বেটম্যানের পুরনো বন্ধু হয়ে গেলাম। আরো বড় কথা, সেই সন্ধ্যায় ও

ডিনারের নেমন্তন্ন করল। ও জানাল, বম্বেতে 'তাজ' হোটেলে থাকবে। বললাম, আমিও ওখানে উঠছি।

ডন (এতক্ষণে ওকে ডাক নাম ধরে ডাকতে সুরু করেছিলাম) বলল, ও কিছুটা বেড়ানোর জন্য আর বাকিটা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটা গবেষণাপত্র পড়ার আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য বোম্বাই এসেছে। ও বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে বেশ কিছু দিন ছিল। ভারত খুব ভাল লেগেছিল বলে ঠিক করেছিল, সুযোগ পেলেই আবার আসবে।

আমার সমস্যা হল, এর মধ্যে আমি ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম যে মিঃ ব্রাউন হয়ত ভুল গাছের ছাল ছাড়াচ্ছেন—ওকে যা সন্দেহ করা হচ্ছে, এই ঝলমলে মানুষটা কি তা হতে পারে? আর ঠিক ঐ পর্যায়ে আমার শিক্ষার এক গুরুতর ত্রুটি ক্রমে প্রকটিত হতে লাগল। অর্থাৎ আমি পুরুষ হলে ওরা কেউ বলত আমি সুন্দর মুখ দেখে ভুলে যাই। অর্থাৎ কোন এক স্তরে আবেগ আমার চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন করে, যার ফলে কোন মানুষকে তার সম্পর্কে প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে বিচার না করে নিজের ধমনীর গতিবেগ অনুসারে বিচার করে বসি। এক নজরেই বোঝা যেত যে ডন আমার ওপর যতটা উচিত তার অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং ওর সঙ্গে ডিনার খাওয়ার জন্য আমি প্রকৃতই হাত ধুয়ে বসে আছি। আগেই বলেছি, ডন ঝলমলে মানুষ। ও আসলে তার অনেক বেশী। প্রথম ঘণ্টা খানেক কাটার পরই ওকে দেখে আমার এত বেশী আইভানের কথা মনে পড়ছিল যা সত্যিই অনুচিত। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমি নানা ধরনের পুরুষ দেখেছি, এবং বুঝেছি, যারা সবচেয়ে মারাত্মক লোক তাদেরই চোখে নম্র-ভদ্র চাউনি, নরম কথাবার্তা, সুপুরুষ চেহারার সঙ্গে সুযোগ্য সবল বাহু, এবং এমন করে চেয়ে থাকে যেন আমি ছাড়া পৃথিবীতে চেয়ে দেখার মত তার কেউ নেই। ওদের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য থাকে বৈকি, কিন্তু সেগুলো এত সূক্ষ্ম আর ব্যক্তিগত যে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আমি মাত্র তিনজন ঐ ধরণের মানুষের দেখা পেয়েছি। প্রথমজনকে

বিয়ে করেছিলাম। দ্বিতীয় জনকে নিয়ে বোকার মত নাচানাচি করে জেনেছি যে ও আগেই বিবাহিত। ডন তৃতীয়। মনে হচ্ছিল, মিঃ ব্রাউন আর তাঁর চরদের খবরগুলো সম্পূর্ণ ভুল হলে খুব ভাল হয়, কিন্তু যদি তা না হয় সেক্ষেত্রে ডনের ভাগ্যে যে চরম পরিণতি লেখা আছে তা লাঘব করার জন্য কী করতে পারি ভাবছিলাম। অবশ্যই আমার করণীয় কিছু ছিল না। তাই মরীয়ার মত প্রথম আশা আঁকড়িয়ে ছিলাম,—গোটা ব্যাপারটাই যেন শেষ পর্যন্ত এক মারাত্মক ভুল পরিগণিত হয়।

আমাদের যাত্রার শেষ পাদে আরবসাগরের ওপর তীব্র বাতাসের মোকাবিলা করতে হয়েছিল বলে নব্বই মিনিট দেরীতে সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। ডন কাস্টমস্ বেষ্টনীর বাইরে দেখা করবে বলেছিল। নিজের ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে একরকম ছুটে প্লেন থেকে বেরোলাম। সংযোগরক্ষাকারীর সঙ্গে দেখা করে বললাম আমিই ডনের ওপর নজর রাখব, ও যেন মিঃ ব্রাউনকে সে কথা জানিয়ে দেয়। ও তবু নজর রাখতে চাইল—নজর রাখলে বেশী টাকা পাবে, অফিসে ফিরে গেলে পাবে না।

তারপর প্রথম অভিসার-গামিনী স্কুল বালিকার মত ডনের সঙ্গে দেখা করতে চললাম। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলের পথে ও প্রশ্ন করতে থাকল, অমুক বাড়িটা ভেঙে ফেলা হয়েছে কেন, অমুক নতুন বাড়িটা কাদের ইত্যাদি। বরাত ভাল ঐ বছরের গোড়ার দিকে একবার বোম্বাই এসেছিলাম বলে প্রশ্নগুলোর জবাব জানা ছিল। যেগুলো অজানা তাদের যুৎসই বানানো জবাব দিলাম। এতক্ষণে ভাবতে সুরু করেছিলাম, ডনও আমাকে চায়।

হোটেলে পৌঁছনোর মিনিট দু'য়েকের মধ্যে আমাকে প্রথমে দেওয়া ঘর বদলে ডনের পাশের কামরায় জায়গা করে নিলাম। এয়ারপোর্টে দেখা হওয়া আমার সংযোগরক্ষাকারীই ফোন করে ঐ ব্যবস্থা করে

দিয়েছিল। দু'টো কামরার মাঝের দরজা খুলে, ডন ওর জিনিষপত্র গোছাচ্ছে দেখে ঈষৎ বিব্রত এবং বিস্মিত ভাব দেখালাম। দু'জনে এক সঙ্গে ডিনার খেতে গেলাম। কফি খেতে অভব্য রকম দীর্ঘ সময় লেগে গেল। ডন বুদ্ধি করে এক ফ্লাস্ক ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এসেছিল। কামরায় ফেরার সময় হতে বুঝলাম আমার তিনভাগ মাতাল হয়ে গিয়েছে। আমার কামরার সামনে ওকে সভ্যতা বজায় রেখে চুমু খেতে দিলাম। কামরায় ঢুকে যা অনিবার্য তার প্রতীক্ষা নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

তা এল মিনিট দশেক পরে। মাঝখানের দরজায় একটা মৃদু টোকা পড়ল। আমার বিবেকের সঙ্গে লড়াই বেধে গেল। সত্যিই বাধল। এমন এক ব্যক্তি আমার প্রণয়প্রার্থী যার অস্তিত্ব চব্বিশ ঘণ্টা আগেও জানতাম না; সম্ভবতঃ সে দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক, এবং সে সত্যিই তা হলে, আমার তাকে ধরিয়ে দেওয়ার কথা। আমার কাজ তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা এবং সামান্যতম সন্দেহের কারণ দেখলে ওপরওলাকে জানানো। তার ওপর ফ্যাসাদ, ডনের ধারণা আমি বাস্তবে এক মেঘ-কালো চুলওলা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে যার কৃষ্ণাভ তনু কামনার শ্রেষ্ঠ ডালি। পরচুলের কৃপায় প্রথম আশা মেটাতে পারা গেলেও, রোদে পোড়া রঙের ওপর বুক আর পাছায় বিকিনি আড়াল পড়া সাদা চামড়া লুকোব কি করে? পাল্লায় বিপরীত দিক এত ভারী লাগল যে আমি পরিত্রাণের একমাত্র খোলা রাস্তা নিতে বাধ্য হলাম। দরজায় টোকা অগ্রাহ্য করে শুয়ে রইলাম। কয়েক মিনিট পরে ও হাল ছেড়ে দিল। আমি বোবা কান্না লালন করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

মিঃ ব্রাউনের কাজ সুরু করা থেকে আমি এত রকম জটিল পরিস্থিতিতে পড়েছি যে তারপরও কোন পুরুষকে দেখে গলে গিয়ে কেমন কুড়ি বছরের যুবতীর মত মনের সব আবেগের তীব্রতা দিয়ে তাকে পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠি ভেবে অবাক হতে হয়। তবু সত্যি বলতে আমার অতি গভীর অন্তস্থলে যে কুসুম-কোমল কোরক লুকিয়ে আছে তা সুন্দর চেহারার সঙ্গে নম্র ব্যবহার আর মানবিক

উত্তাপের মিশ্রণের সংস্পর্শে বিকশিত না হয়ে পারে না। ঐ কোমলতার কেন্দ্র ঘিরে বজ্র-কঠোর বেষ্টনী রচে তুলতে পারলেও কেন্দ্রটি শুধু অবিকলই রয়ে যাইনি, কখনো কখনো সবচেয়ে অসুবিধাজনক সময়ে বাঁধের ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে এসে উত্তাপ খোঁজে কপালদোষে কর্মসূত্রে যেসব পুরুষের দেখা পাই তারা আমার বিস্বাদ ছাড়া আর কোন অনুভূতি জাগাতে অক্ষম। আমিও নিরাসক্ত এবং আশা করি দক্ষভাবে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করে চলি। আর ঠিক যখন স্বরচিত দুর্গে নিজেকে সুরক্ষিত ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম তখনই এল ডন বেটম্যান, এবং আমার সব বাঁধ কেটে ভেসে গেল।

পরদিন সকালে দু'জনে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেলাম। ও গতরাতে আমার দুর্গ আক্রমণের অসফল চেষ্টার উল্লেখ করল না। এত বিব্রত লাগছিল যে লেবুর জ্যুস আর কফির পেয়ালা থেকে চোখ তুলতে পারছিলাম না। ঐ সকালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রতিনিধি ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবে, তারপর অধ্যাপকের সঙ্গে লাঞ্চ। ও প্রথম গবেষণাপত্র পড়বে বিকেলে. ও হোটেল থেকে বেরোলেই আমার সংযোগরক্ষাকারী ওর ওপর নজর রাখবে জানতাম। ব্রেকফাস্টের পর ওর গাড়িটা চোখের আড়াল হওয়া অব্দি হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। সংশয়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মন অত্যন্ত দমে গিয়েছিল। এবার ডনের কামরায় ঢুকে ওর জিনিষপত্র তন্নতন্ন করে ঘাঁটলাম। ঘণ্টা দু'য়েক পরে অনেক স্বস্তি বোধ করলাম—কামরায় এমন কিছুই পাইনি যা ওর বয়ে বেড়ানো অন্যায়।

মিঃ ব্রাউন যা বলেছেন তেমন মূল্যবান কোন কিছু থাকলেও আদৌ তা সঙ্গে নিয়ে বেড়াবে মনে হল না। সুতরাং আবার বদ্ধ ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দাজ করলাম, গোটা ব্যাপারটা একটা বিরাট ভুল এবং মিঃ ব্রাউনকে কেউ ভুল খবর দিয়েছে।

সুবৃহৎ ডাইনিং হলে প্রায় আধ ডজন বেয়ারা পরিবৃত হয়ে একাকী লাঞ্চ সারলাম। বেয়ারারা বিগত বৃটিশ রাজের জন্য আক্ষেপ করছিল। লাঞ্চ সেরে নিজের কামরায় ফিরে গেলাম। জামাকাপড় ছেড়ে নগ্ন দেহে শুয়ে পড়ে এমন ঘুমের দেশে তলিয়ে গেলাম যেখানকার সব পুরুষই ডনের মত দেখতে এবং আমিও একমাত্র নারী।

ফোনের ঝনঝনানিতে সাড়ে পাঁচটায় বাস্তবে ফিরে এলাম। আমার সংযোগরক্ষাকারী ফোন করছিল। ডন সিঁড়ি দিয়ে হোটেলে উঠছে। ও গবেষণাপত্র পড়েছে। তারপর ওরা ওঁকে হোটেলে পৌছে দিয়ে গিয়েছে। ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোথাও কারো সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। আমি জানালাম, ওর কামরা খুঁজে কিছুই পাইনি। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে আরেকটা নিষ্ফল সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত হলাম। ডিনারের পর আমরা ঘোড়ার গাড়ি করে বেড়াতে বেরোলাম। দিনের বম্বে বেশ নিরানন্দ। কিন্তু রাতে তার কুশ্রীতা ছায়ায় মিলিয়ে যায়, রয়ে যায় শুধু সৌন্দর্য। অত্যন্ত সুন্দর এক পুরুষের হাতে হাত দিয়ে ধীর গতি ঘোড়ার গাড়ির খপ্-খপ্ কানে শুনতে শুনতে ওকথা আরো বেশী মনে হয়। চন্দ্রলোক স্নাত বর্ষীয়ান ইমারতের সারি আর রাস্তার আলোয় বড়-বড় পাখা মেলে উড়ে বেড়ানো রঙ-বেরঙের প্রজাপতি; রাতের মৃদু উষ্ণ বাতাসে সমুদ্রের নোনা গন্ধ; ফেরিওলার ডাক; দূর থেকে ভেসে আসা অপস্রিয়মান কোন নাম-না-জানা জাহাজের বিদায়ী করুণ ভোঁ— সব মিলে এক অপরূপ কাব্য। যখন হোটেলে ফিরে এলাম আমি তখন এক হারিয়ে যাওয়া বালিকা হয়ে গিয়েছি।

ডন আমার হাত ধরে বিরাট ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে পৌছে দিল। আমি বাধা দিলাম না। লিফট্-চালক ছোকরা আমাদের অন্তরঙ্গতার ভাগ পাবে, এও সইছিল না। ডন আমার অবশ আঙুল-গুলো থেকে চাবি নিয়ে কামরার দরজা খুলে আলতোভাবে আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চুমু দিল। আমি কিন্তু একটা পেশীও নাড়াতে পারলাম না। আবার বিবেকের সঙ্গে লড়াই বেঁধে গিয়েছিল। এবার

কিন্তু, অবশেষে বিবেক হেরে গেল। ডন ধীরে সুস্থে শাড়ীর পরত খুলতে লাগল। আমি বাধা দিলাম না। শাড়ী খুলে মেঝেয় পড়ল। ও বাতি জ্বালেনি। আধো-আঁধার কামরায় ও কিছু লক্ষ্য করল কিনা বুঝতে পারলাম না। করলেও, আমার তোয়াক্কা ছিল না। ও এত সভ্যভাবে ব্রা-য়ের হুক খুলল যে বুকের ওপর ওর হাতের চাপ পড়ার আগে তা জানতেই পারিনি। স্তনবৃন্ত দু'টো শক্ত হয়ে গেল। বেশ গরম আবহাওয়া সত্ত্বেও গায়ে কাঁটা দিল। ও আরো কাছে টেনে নিল। আমরা আবার চুমু খেলাম। প্রথম হ্রস্ব চুমু। তারপর আরো, আরো উত্তেজনাভরে, অনেক বেশী সময় নিয়ে। ও আমাকে খাটের দিকে নিয়ে চলল আমি মনে মনে বলছিলাম, "মিঃ ব্রাউন, আপনি চাইলে এক্ষুণি পদত্যাগ পত্র সই করতে রাজী আছি।"

জানতাম ওর আচরণ হবে ধীর এবং সভ্য, কিন্তু তার সঙ্গে কঠোর বটে। ওর আবেগভরা হাত দু'টো বুক, পেট, তলপেট, ঊরু চুম্বন করে করে বিকশিত করে চলল। ভাবছিলাম এ ধরণের নিছক পাগলামিকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। আমার যদি আগামীকাল ওরই বিরুদ্ধে··· কিন্তু আগামীকাল যে অসম্ভব রকম দূরে। অবচেতন মনে লুকানো সব আপত্তি ওর পীড়ন করতে থাকা হাত আর মুখের চাপে মুছে গেল। শেষে নিছক সহজাত প্রবৃত্তির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলাম। যুক্তি অনেক আগেই আমার সঙ্গত্যাগ করেছিল। আর ডন অবিরাম পীড়ন-পেষণে এমন আমার দেহে তরঙ্গ তুলে চলেছিল শেষে কাতর আবেদন না করে পারলাম না—"ডন, প্লিজ···প্লিজ

আমার ওপর ওর পুরো দেহের ভার পড়ল। তারপর থেকে সব চেতনা দেহের একটি মাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হল যেখানে ওর দেহ আমার অভ্যন্তরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ওর দেহের উত্থান-পতন আরো, আরো তীব্র, সজোর এবং স্বল্প যতি হয়ে সেই অসম্ভব চরম অনুভূতি ত্বরান্বিত করল, যা উভয়ের একান্ত কাম্য হয়েও কখনো কখনো মেলে না। আমি চাইছিলাম চরম অনুভূতির দিকে ধাবমান

আমাদের দেহের উত্থান-পতনময় তরঙ্গক্ষেপ যেন কখনো শেষ না হয়। তবু নিজেদের অজ্ঞাতে দু'জনের দেহের অন্ধিসন্ধি খুঁজে খুঁজে দু'জনকে আবিষ্কার করাও সেই লক্ষ্যেরই সাধনা, যেখানে পৌঁছনো যথাসম্ভব বিলম্বিত করতে চেয়েছি। আমরা দু'জনে দু'জনের অপূর্ব জুড়িদার। এ অভিসার যেন এক রাতের নয়। সারা জীবনব্যাপী। তারপর অনেকক্ষণ ওকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ শুয়েছিলাম। ওকে কাছছাড়া করতেও ভয়। ওই অবশেষে নীরবতা ভাঙল। দু'টো সিগারেট ধরিয়ে, একটা আমাকে দিল ওর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে একটু একটু করে সম্বিৎ ফিরে পাচ্ছিলাম। অবশেষে বললাম, "তোমাকে অধ্যাপক কেন বলে তা আগে বুঝতে পারিনি। তুমি কিসের অধ্যাপক এখন বুঝেছি।"

"তুমিও কিছু কম যাওনি" ও দরাজ ভাবে বলল। "নিজের সম্পর্কে লোককে যা বোঝাতে চাও, তুমি বাস্তবে তা না হলেও বলব একটুও কম যাওনি।"

আমার হাত পা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল চাইছিলাম, যেন ওর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই হাত-পা শক্ত হয়ে যায়। সরল ভাবে বললাম, "তার মানে ?"

"আমি যদি ভারতীয় না হই তুমি আমার চেয়ে কম ভারতীয়। আমি যে অভারতীয়, তা ত' আগেই বলেছি।" বুঝলাম রোদে পুড়ে আমার চামড়া যতটা বাদামী হলে ভাল হত ততটা হয়নি, এবং ডন তা লক্ষ্য করেছে। ও যোগ করল "বাদামী ছোপ শুধু তোমার বাইরে দিকে লেগেছে। ভেতরে লাগলে ভাল হত।"

"তুমি কাউকে বলে দেবে না ত' ?" আমি বললাম।

"কি বলব ? আমার বাদামী প্রেমিকা সাদা চামড়ার বিকিনি পরে ?" 'আমার বাদামী প্রেমিকা'—কথাটা আমার ভাল লাগল। আরেকটা মিথ্যে বটে, কিন্তু সবই ত আমরা পরে ভুলে যাব

"হোস্টেস হিসেবে এয়ার ইণ্ডিয়া ভারতীয় মেয়েদের রাখতে চায়."

আমি বললাম : "আমার এয়ার ইণ্ডিয়া'র কাজ করতে ভাল লাগে। যতদিন ওদের খদ্দেররা ধরতে না পারছে ওরা খুসি, আমিও খুসি।"

"এই খদ্দেরটিও খুসি হয়েছে," আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ডন বলল। আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে ওকে একটা চুমু দিলাম। মনে হল ও ত' আমার প্রায় সব জেনে ফেলেছে। এবার ওর কিছু জানার চেষ্টা করতে হবে।

পরে শান্ত হয়ে আমার পাশে শুয়ে ডন অনেক কথা বলেছিল। ওর বয়স বিয়াল্লিশ বছর, বিয়ে করেনি। সাত বছর বয়সে বাপ-মা মোটর দুর্ঘটনায় মারা যায়। ওর কোন ভাই বা বোন হয়নি। এক পিসির কাছে মানুষ হয়েছিল। স্কুলের পড়া শেষ করে এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য মোটা জলপানি পেয়েছিল, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে জাতীয় সমরসেবায় যোগ দিতে হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান দু'বছর পেছিয়ে গিয়েছিল। তারপর চার বছর ধরে ঠাসা পাঠক্রম। ও উচ্চ সম্মান নিয়ে শেষ পরীক্ষা উতরিয়েছিল। ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকতা গ্রহণের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে ভাগ্য ফেরানোর উদ্দেশ্যে শিল্পে যোগ দিয়েছিল। নিজের ভাগ্য তেমন ফেরাতে না পারলেও ও ওর মনিব কোম্পানির ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছিল। ঐ কোম্পানি ওর দ্বারা সৃষ্ট এবং বিকশিত কম্পিউটার যন্ত্রাংশ বেচে লক্ষ লক্ষ ডলার রোজগার করেছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে ও কোম্পানিকে বলল, অন্য লোক রাখো। ওরা সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড করে মাইনে বাড়িয়েও ওর মত ফেরাতে পারল না।

তারপর ও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় একটা যন্ত্রাংশ আবিষ্কার করল। তার পেটেন্ট নিয়ে, লভ্যাংশের ভিত্তিতে গ্রেশাম টুলস্ কোম্পানিকে পেটেন্টটা লিজ্ দিয়ে একটা মোটা বার্ষিক রোজগার—যা ও মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এবং তারপরে ওর উত্তরাধিকারী পেতে থাকবে—সুনিশ্চিত

করল। তা থেকে কত রোজগার হয়, ও প্রথমে বলতে চায়নি। কিন্তু ওকে কেন্দ্র করে আমি ইতিমধ্যে নানা রঙীন স্বপ্নের জাল বুনছিলাম বলে ওর মনে বেশ কিছুটা সুড়সুড়ি দিলাম। ও শেষে বলে ফেলল।

"বা! আমি তবে এক কোটিপতির সঙ্গে প্রেম করছি বলো?" আমি বললাম।

জানলাম গ্রেশাম কোম্পানি ওর কাজ এবং উদ্ভাবিত যন্ত্রাংশে এত খুসি যে মনের মত প্রকল্পে কাজ করার জন্য অঢেল টাকার থলি খুলে দিয়েছে। শুধু একটা শর্ত—ও কিছু উদ্ভাবন করলে ওরা তা কাজে লাগানোর প্রথম সুযোগ পাবে। ওদের মধ্যে এই ধরনের ভাল সম্পর্ক গত আট বছর ধরে চলে আসছে। ডন আরো, আরো ধনী হয়েছে। মতের অমিল হয়েছে মাত্র একবার। "ওরা আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চায়," ও বলল। আমি বললাম, "আমেরিকা যেতে এত আপত্তি কেন?"

"আমি নিজে আমেরিকান হলে আপত্তি করতাম না। ব্যক্তিগত-ভাবে আমেরিকা আমার অসহ্য লাগে। যত নিয়ন বাতি আর মোটরের ভিড়।" আমি বললাম। "আমার বেশ লাগে।"

ডন বলল, "প্রত্যেক মানুষের মনই বদলে যেতে পারে।" আমি বললাম, "কার মন, তোমার না আমার?" আমি বললাম।

"এখনই বলতে পারব না। পরে ভেবে দেখব।"

যা হোক ও আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তাব সোজা নাকচ করেছিল। ওর উদ্ভাবনীশক্তির ওপর অত নির্ভরশীল বলে গ্রেশাম কোম্পানিরও কিছু করার ছিল না। কোম্পানির মালিক, রূপকথার মালিক রজার গ্রেশাম স্বয়ং—রজার বেশ কিছু বছর এত বেশী লোকচক্ষুর আড়ালে বাস করছিলেন যে কেউ তাঁকে জনসাধারণের মাঝে দেখেছে বলে মনে পড়ে না—ওঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। "আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লণ্ডনে নিজস্ব প্লেন পাঠিয়েছিলেন," ডন বলল, "বিরাট ডিসি-৮ প্লেন, পাইলট আর সহকারী সমেত মোট ছ'জন এসেছিল। আমাকে লণ্ডন

থেকে সোজা ক্যালিফোর্নিয়ায় ওঁর নিজস্ব বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। উনি এক অসম্ভব বড় বাগানবাড়িতে থাকেন। মানুষখেকো এ্যালসেশিয়ান কুত্তার দল আর বন্দুকধারী পাহারাদাররা তার ভেতর-বাইরে পাহারা দেয়।"

কিন্তু রজার গ্রেশামের ব্যক্তিত্বও ডনকে টলাতে পারেনি। পরদিন ঐ প্লেনেই ওকে লণ্ডনে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিল। এসব এক বছর আগের ঘটনা। তারপর থেকে ও খুসি মনে দক্ষিণ ইংলাণ্ডের কোথাও কাজ করে চলেছে আর বিভিন্ন দেশের অসহায় নিরাপত্তা সম্পর্কিত গোয়েন্দারা বুড়ো আঙুল চুষছে।

কথা বলতে বলতে ও আরও বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ার আগে ওকে আবার দৈহিক লেনদেনে উত্তেজিত করে তুললাম। পরদিন সকাল ন'টায় ডনের গবেষণাপত্র পড়ার কথা। ও কি করে কথা রেখেছিল বলতে পারব না। কারণ আমাদের ঘুমোতে ঘুমোতে ভোর পাঁচটা হয়ে গিয়েছিল। ঘুম ভেঙে দেখলাম বেলা এগারোটা বাজে। ডন আমার বালিশের নিচে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে চলে গিয়েছে—"শুয়ে থেকো। আমি লাঞ্চ খেতে দুপুরে আসব।" রাতের কথা মনে পড়ল। আরো মনে পড়ল, ও যখন বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে সেখানে একজন ওর ওপর নজর রেখে চলেছে। ততক্ষণে আমি নিঃসন্দেহ যে ওর ওপর নজর রাখা নিষ্প্রয়োজন।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম মিঃ ব্রাউনকে ফোন করব কিনা। শেষে স্থির করলাম, করব না। কারণ ডন সম্পর্কে আমার ধারণায় একমত হলে উনি আমাকে প্রথম যে প্লেনে আসন মিলবে তাতেই ইংল্যাণ্ডে ফিরতে হুকুম করবেন। তাতে কাজের অছিলায় ডনের সঙ্গে আরো কিছুদিন কাটানোর সুযোগ হারাতে হবে।

সুতরাং ফোন করলাম না। বাথটবের কল খুলে দিয়ে বেয়ারাকে বললাম আমি স্নান সারার পর ঝাড়ুদার যেন কামরা পরিষ্কার করে দেয়। স্নান সেরে দু'জনের লাঞ্চ পাঠিয়ে দিতে বললাম। এক বোতল

বেআইনী শ্যাম্পেনও অর্ডার দিলাম। মাদক-নিষিদ্ধ বম্বেতে শ্যাম্পেন চাওয়া প্রায় কোহিনূর হীরের বরাত দেওয়ার সমান। ডন ফিরে আসার সময় নাগাদ তার অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। গতরাতের অত্যাচার সয়ে ঠিকঠাক থাকলেও মাথার পরচুলটা খুলে ফেলে দিলাম।

ডন চুমু দিয়েই আমাকে একটু দূরে সরিয়ে ভাল করে দেখে বলল, "বারে! আমার বাদামী রাণী যে মাথায় সোনালী চুলের টোপর পরেছে দেখছি!" আমি বললাম, চুলের রঙটা খাঁটি, কিন্তু।

ডন বলল, "আমি বিশ্বাস করি না। ঐ রঙ স্বাভাবিক হতে পারে না। বাদামী দেহের পক্ষে তা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।" আমি বললাম, "আমি প্রমাণ দিতে পারি।"

"তবে প্রমাণ দাও।"

বরফের বালতিতে শ্যাম্পেন ঠাণ্ডা হতে থাকল। আমি প্রমাণ দিলাম।

প্রমাণ দিতে আর নিতে আমরা এমন বাঁধন ছাড়া ছেলেমানুষির খেলায় মেতেছিলাম যে আবছা সন্ধ্যের লঘু পদ সঞ্চারের আগে হুঁশ হয়নি। তারপর একান্ত অনিচ্ছেয় পোষাক বদলিয়ে ডিনার খেতে নামলাম। ডিনার খেতে খেতে শুনলাম বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লণ্ডনে ফেরার হুকুম পেয়েছে। খুব খারাপ খবর। কারণ ও ঠিক করেছিল কয়েক সপ্তাহ ভারতে থেকে, যে জায়গাগুলো মনে আছে সেগুলো আবার দেখবে। কিন্তু ওর কোম্পানির ইচ্ছে তার বিপরীত। সুতরাং আমি কি নিজের প্রভাব খাটিয়ে পরের প্লেনে ওকে লণ্ডনে পাঠাতে পারব? লণ্ডন থেকে কোন ফোন এসেছিল বলে কেউ আমাকে জানায়নি। অবশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইচবোর্ড ত আমার প্রভাবক্ষেত্রের অন্তর্গত নয়। অতএব খুসি মনে খবর পাঠানোর জন্য হোটেলের লবিতে চললাম।

আমার সহজাত বুদ্ধি ভুল করেনি। ডন সত্যিই কেবল বক্তৃতা সেরে দেশে ফিরে চলেছে। খিড়কি পথে বা অপর কোন সন্দেহজনক জায়গায় কারো সঙ্গে গোপনে দেখা করেনি। পরদিনের লণ্ডন ফ্লাইটে আমার ডিউটি থাকার কথা ছিল। ঐ প্লেনে ডনের জন্য একটা সীট নিলাম। "সেরা সুন্দরী এবং সবচেয়ে যৌন আবেদনময়ী এক হোস্টেস তোমার দেখ-ভাল করবে," আমি ডনকে বললাম।

"আমি ভেবেছিলাম তুমিও ঐ ফ্লাইটে আসবে," ডন বলল।

সারা সন্ধ্যাটা ঐ রকম হাল্কা হাসি-ঠাট্টায় কাটল। হাসতে হাসতে দম ফাটার জোগাড় হলেও কতক্ষণে নিজের কামরায় ফিরে যাব, এ চিন্তা কখনই মন থেকে যায়নি। যাক, অবশেষে ফিরলাম। সে রাতটা আগের রাতের চেয়ে ভাল কাটল। ইতিমধ্যে দু'জনে দু'জনের দেহ নিবিড় করে জেনে ফেলেছি বলে অভিসারে আগের মত অতখানি দুঃসাহসিকতা না থাকলেও, নবলব্ধ অভিজ্ঞতা সে ঘাটতি পূরণ করল। ডন বিয়ের প্রস্তাব করলেই মিঃ ব্রাউনকে যে পদত্যাগপত্র পাঠাব মনে মনে তার মুসাবিদা করতে করতে ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

চার

বিমান উড়ান সংক্রান্ত কাজকর্ম সামলাতে পরদিন সকালে ঘণ্টা কয়েকের জন্য ডনের সঙ্গ ছাড়তে হল। লক্ষ্য করলাম, আমার যোগসূত্র তখনো ওর ওপর নজর রেখে চলেছে। ওরা অবশ্য আমার আর ডনের সম্পর্কে আপত্তিজনক কিছু পাবে না। তবু ঐ কাজ করে যদি মিঃ ব্রাউনের বিভাগ খুশি থাকে, ত থাক। অন্য যাত্রীদের সঙ্গে ডনও প্লেনে উঠে আসতে ঈষৎ নত হয়ে হাতজোড় করে নমস্কার জানালাম। ওকে সীট দেখিয়ে দিতে ও যে আমাকে চেনে তা হাবভাবে একটুও বুঝতে দিল না। ওকে বললাম, কয়েকটা কাজ সেরেই ওর কাছে এসে

বসব। তারপর প্রথম শ্রেণীর অন্য যাত্রীদের ঠিকমত বসানোর ব্যবস্থা করতে চললাম। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী মাত্র চারজন : দু'জন ভারতীয়, একজন এশীয়, চতুর্থজন ইউরোপীয়। স্বল্পব্যয় (ইকনমি) শ্রেণীর একটি মেয়ে জানাল, ঐ শ্রেণীতে মাত্র কুড়িজন যাত্রী হয়েছে। এ যাত্রায় কোম্পানির মোটেই লাভ হবে না।

প্লেন আকাশে ওঠার পরই ক্যাপ্টেন সিং-কে অভিবাদন করলাম। ওর সঙ্গে আগেও ডিউটি করেছি। আমি আজ লাল-চুল বিলিতি মেম আর কাল মেঘ-কালো চুল ভারতীয় যুবতী কেন সাজি, এ প্রশ্ন ওর মনে উদিত হয়ে থাকলে, ও তার উল্লেখ করল না। ওর এবং অন্যান্য কর্মীদের লাঞ্চের অর্ডার নিয়ে চীফ স্টুয়ার্ডকে জানালাম। আমার কাজ আপাততঃ শেষ।

প্রথম শ্রেণীতে আরো দু'টি মেয়ের ডিউটি ছিল। ডনকে ধরে মোট পাঁচজন যাত্রী হওয়ার দরুণ ওদের খাটনির ঠেলায় কাহিল হওয়ার কথা নয়। তাই ডনের কাছে বসতে চললাম। আমরা সন্তর্পণে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে, দু'জনে দু'জনের চোখে চেয়ে বসে রইলাম। কথা বলার উপায় ছিল না। চোখ কিন্তু কথা কওয়া থামায়নি। লাঞ্চ পরিবেশনের সময় আসতে আধ ঘণ্টার জন্য উঠতে হল। যতবারই লাঞ্চ নিয়ে ওর সীটের পাশ দিয়ে গেলাম, আমার একটু করে থামতে হল আর ও পাছায় হাত বোলাল। এয়ার হোস্টেসের পক্ষে এটা নিছক ছেলেমানুষি আর অত্যন্ত অশোভন আচরণ। কিন্তু আমি বেপরোয়া। পরে আবার ওর কাছে বসলাম। গল্পে গল্পে বিকেল কেটে গেল। ওকে আইভানের কথা বললাম। ও সহানুভূতিভরে আমার হাতে হাত বোলাল। ও যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তার কথা বলল। মেয়েটি লিউকেমিয়ায় মারা যায়।

প্রশিক্ষণের দরুণ আবেগ প্রবণতা পুরো না কাটলেও আমার প্রকৃত জীবিকা সম্পর্কে সত্য গোপন করতে তেমন অসুবিধা হল না। হয়ত মনে লুকানো লজ্জার জন্যই ঐ রকম চাপতে পেরেছিলাম। ভেবেছিলাম

তখনই সত্যি কথা জানালে ও সঙ্গে সঙ্গে অনেক উল্টো-পাল্টা ভেবে বসবে। পরে ওকে সবই জানাতে পারব। আমি এয়ার হোস্টেস; অধিকাংশ সময় লণ্ডনেই থাকি; ওখানে আমার ছোটখাটো, সুন্দর একটা ফ্ল্যাট আছে, যেটাকে প্রয়োজন বোধে দু'জনের উপযুক্ত করে নেওয়া চলবে—আপাততঃ এটুকু জানাই ভাল।

বম্বে যাওয়ার পথে প্রতিকূল বাতাস পেয়েছিলাম! এবার অনুকূল বাতাসে নির্দ্ধারিত সময়ের পঁয়ত্রিশ মিনিট আগে খার্তুম-এ নামলাম। আরো দূরের যাত্রীরা বিমান বন্দরের নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় আধ ডজন খাতুমের যাত্রী শুল্ক এবং বিদেশী আগমণ নিয়ন্ত্রণ বেষ্টনীর আড়ালে মিলিয়ে গেল। দু'জন নতুন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী উঠে এল। চেহারা আর কথাবার্তা থেকে মনে হল আমেরিকান। ওরা গভীর আলোচনায় ডুবে গেল। হয়ত যে তৈল শোধনাগারটা সবে বেচে এসেছে কিংবা যে হীরের খনিটা কিনে এসেছে তার সম্পর্কে কথাবার্তা। প্লেন আবার আকাশে উঠতেই ওদের কিছু পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করতে চাইলাম। ওরা একটু অভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করল। আমি ডনের কাছে ফিরে গেলাম। তেমন দুশ্চিন্তার আর কোন হেতু ছিল না। নিশ্চিন্তে ঝিমোতে লাগলাম। গত দু'রাতে সামান্যই ঘুমিয়েছি। লণ্ডনে পৌঁছেই সারতে হবে এমন অনেক কাজ জমেছিল। এই অবসরে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

চোখ খুলতে, ঠিক কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম আর কেনই বা ঘুম ভেঙে গেল বুঝতে পারলাম না। নিশ্চিত না হলেও মনে হল ইঞ্জিনের গতিবেগ কিছু বদলিয়েছে। প্লেন চড়া যাদের কাছে ডাল-ভাত হয়ে গিয়েছে তারা সুপরিচিত উড্ডয়ন গতিক্রমের সামান্যতম হেরফের ও বুঝতে পারে। ডন ভেতর দিকের সীটে বসেছিল। ওকে দেখে হাসতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম ও আমাকে পেরিয়ে দু'সারি সীটের মাঝ-

খানে কিছু দেখছিল। ও অত মন দিয়ে কী দেখছে দেখতে গিয়ে দেখলাম একটা বন্দুকের নল মাত্র ইঞ্চি কয়েক দূরে আমার দিকে তাক করে আছে। খার্তুমে যে দু'জন আমেরিকান উঠেছিল তাদের একজন বন্দুকটা ধরে আছে।

বন্দুকটা ভাল করে দেখার আগেই ওরা আর সব যাত্রীকে তাক করে নল ঘোরাল। আর যাত্রী বলতে বম্বেতে ওঠা এশীয়টি ছাড়া সবাই। এশীয়টি আমার দিকে পেছন করে, ইকনমি ক্লাসের যাত্রীদের দিকে চেয়ে, চলাচলের পথে দাঁড়িয়েছিল। ইকনমি ক্লাসের যাত্রীদের মুখভাব দেখে বুঝছিলাম, ওর হাতেও বন্দুক আছে। অপর আমেরিকানটি কোথায় আছে জানার জন্য এদিক ওদিক তাকালাম। দেখলাম ফ্লাইট ডেকের দরজা খোলা। ও সহকারী পাইলটকে কিছু বলছে। দেখা গেল ক্যাপ্টেন সিং-এর হাতদুটো সীটের পাশ দিয়ে ঝুলছে। ঘুম চোখে এই পরিস্থিতি হজম হতে আমার বেশ কয়েক সেকেণ্ড লাগল। বুঝলাম, প্লেন ছিনতাই হচ্ছে। পরিস্থিতিটা সত্যি হবার পক্ষে একান্ত হাস্যকর মনে হল। কিন্তু আমি একটু নড়ে বসার চেষ্টা করতেই বাস্তব রূপায়িত হল। আমেরিকানটি অলস ভঙ্গীতে আমার দিকে এমন বন্দুকের নল ফেরাল যে নলের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পেলাম। "যেমন আছ তেমনই থাকো, ডার্লিং" ও বলল, "তুমি ঝামেলা না বাধালে আমরাও বাধাব না।"

অন্ধের যষ্টির মত ডনের হাত ধরার জন্য হাত বাড়ালাম। তাতে কিছুটা স্বস্তি পাওয়ার কথা, কিন্তু পেলাম না। শুধু বন্দুক দেখতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, আমরা ঊনত্রিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে চলেছি। আমেরিকানটা পাগলামি করে গুলি চালিয়ে যদি অভ্যন্তরীণ বায়ু চাপে ভরা প্লেনের কেবিন ফুটো করে দেয় তবে সবার কপালে ঘটবে নির্ঘাৎ মৃত্যু। ও তা জানে কিনা, কে জানে। বরং ওকে বলে দেওয়া ভাল। "আশা করি, আপনি সত্যিই ঐ বন্দুকটা ছুঁড়বেন না?" আমার কথায় প্রত্যয় ফুটল না। আমেরিকান বলল,

"প্রয়োজন না হলে ছুঁড়ব না, ডার্লিং।"

আমি বোঝালাম, "ছুঁড়লে কেবিন ফুটো হয়ে যাবে।" "আমি জানি ডার্লিং," আমেরিকান মোলায়েম হেসে বলল, "কিন্তু ওসব নিয়ে তোমার ঐ সুন্দর মাথাটা এত ঘামাতে হবে না। আমরা এখানে বেশীক্ষণ থাকছি না।"

ডনকে পেরিয়ে জানলার বাইরে তাকালাম। বুঝলাম, প্লেনটা নিচে নামছে। আমরা এক মরুভূমির ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। হাতের ওপর ডনের হাতের চাপ পড়ল। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি কতক্ষণ ঘুমিয়েছি বলতে পারো?" ডন বলল, "পঁয়ত্রিশ মিনিট।"

আমরা কোথায় পৌঁছেছি, চট করে আন্দাজ করতে চেষ্টা করলাম। মোটামুটি পূর্ব নির্দ্ধারিত পথ ধরে উড়ে থাকলে কায়রোর বেশী দূরে হওয়ার কথা নয়। মিশরের সঙ্গে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের যে রকম সম্পর্ক তাতে কায়রোয় আটক হওয়ার কথা ভেবে পুলকিত হতে পারলাম না। প্লেনে এমন কী মহামূল্য বস্তু আছে যা পেতে এই আধুনিক ঠগরা এত আগ্রহ? মালপত্রের তালিকায় কী নথিভুক্ত করা হয়েছে তা আমার জানা ছিল না। যাই হোক, অবশ্যই মূল্যবান কিছু আছে। তেমন লোভনীয় কিছু না পেলে ত' কেউ শুধু শুধু একটা প্লেন ছিনতাই করতে চাইবে না।

আবার বাইরে তাকালাম। হ্যাঁ, কায়রোই বটে নীলনদ দেখা যাচ্ছিল। পূব দিকে মেকাট্রন পাহাড়ের উঁচু চূড়া ছ'টো দেখা গেল। এর আগে মাত্র দু'বার কায়রোয় থাকলেও, চিনতে ভুল হল না। ফ্লাইট ডেকে চোখ পড়তে দেখলাম দ্বিতীয় আমেরিকান একটু পেছিয়ে দাঁড়িয়ে, সহকারী পাইলটকে প্লেন চালাতে নির্দ্দেশ দিচ্ছে। বুদ্ধি মন্দ নয়। ডিসি-১০ খুব বড় প্লেন। অনেক যত্ন করে চালাতে হয় বিশেষতঃ সহকারী পাইলটের একার দায়িত্বে চালানোর কথাই নয়।

আমি নিজের সীট-বেল্ট গলিয়ে নিলাম। ডনকেও তাই করতে বললাম। ভাবছিলাম আমেরিকানটা ক্যাপ্টেনের বদলে বরং সহকারী

পাইলটকে বন্দী করলে ভাল করত। আমার কাছাকাছি দাঁড়ানো আমেরিকান বসার কোন চেষ্টাই করল না। ইকনমি ক্লাসের ওপর নজর রাখতে থাকা এশীয়টিও বসল না। নামতে গিয়ে প্লেনটা যদি জোরে ধপাস করে মাটিতে পড়ে, ওরা এদিক-ওদিক ছিটকে পড়বে। আমরাও সুযোগ পেয়ে যাব। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, ওটা দুরাশা। কারণ ওরা এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লেও প্লেনটা রান্‌ওয়ে ধরে এত দূর এগিয়ে যাবে যে পেছনে হটে না এসে আবার উড়তে পারবে না। এবং কেউ যদি ওৎ পেতে থাকে, কেউ অবশ্যই থাকবে, সে তার নির্বাচিত জায়গায় প্লেনটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করবে। আমাদের পছন্দসই জায়গায় যেতে দেবে না।

ইকনমি ক্লাস থেকে শিশুর কান্না শোনা গেল। একবার মনে হল, শিশুটিকে সামলানোর জন্য ওখানে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে দেখব নাকি? অপর হোস্টেসদেরও দেখতে পেলাম না। বুঝলাম, ওরা বাধ্য হয়ে নিজের জায়গায় বসে আছে। সুতরাং দাঁতে দাঁত চেপে সহকারী পাইলট যাতে নিরাপদ অবতরণ ঘটাতে পারে সেই প্রার্থনা করতে লাগলাম। প্রতিকুল পরিস্থিতি স্মরণ করে, ওর কাজের প্রশংসা করতে হয়। ইঞ্জিনের বিপরীত-ঘূর্ণনের গর্জন তুলে প্লেনটা দৌড়ে অর্দ্ধেক রানওয়ে পেরোল। ডন আস্তে আস্তে আমার মুঠি থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। দেখলাম ওর চেটোয় আমার নখের গভীর দাগ পড়েছে। ওর কাছে মাফ চাইব ভাবলাম। কিন্তু চোখ তুলে দেখলাম ও ঠিক আমার কথা ভাবছে না। স্পষ্ট বুঝলাম আমেরিকানটা আর ওর মাঝখানে আমি যদি বসে না থাকতাম, ও তবে নির্ঘাৎ বন্দুক ছিনানোর জন্য ঝাপিয়ে পড়ত। ডন অধ্যাপক, যার কাজ কারবার বইপত্র নিয়ে। অপর দিকে বন্দুকের গুলি যে মানুষের কী ক্ষতি করতে পারে তা দেখেছি। ডনের ভাগ্যেও তাই ঘটবে, আমি তা দেখতে পারব না। তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে টেনে মন ফেরানোর চেষ্টা করলাম। এক মুহূর্তে মনে হল, অসফল হলাম।

ওর হাতের পেশীগুলো ফুলে উঠল। ফিসফিস করে বললাম, "ডন, করো না!"

ও এমন করে তাকাল যেন আমাকে চেনে না। তারপর ধীরে ধীরে ওর উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি মিলিয়ে গেল। পেশীগুলোও সহজ হল। প্লেনটা রানওয়ে ছেড়ে, পাশে ধীরে চক্কর কাটার চত্বরে মোড় নিতে, আমি আবার সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারলাম।

দেখলাম প্লেনের লক্ষ্য এয়ারপোর্টের প্রধান বাড়িগুলো নয়। সেগুলো বাঁয়ে পড়ে রইল। প্লেনটা দূরতম প্রান্তের বাইরে কয়েকটা মেরামতি হ্যাঙ্গারের দিকে চলল। ইঞ্জিন বন্ধ হওয়া অব্দি ফ্লাইট ডেকে দাঁড়ানো আমেরিকান সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার পর ইকনমি ক্লাস থেকে ভেসে আসা শিশুর কান্নায় প্রায় কান-তালা লাগার উপক্রম হল।

প্লেনের দেহে কয়েকটা ঠোকাঠুকির শব্দ শোনা গেল। একজন আমেরিকান যাত্রী নির্গমণের দরজাটা খুলতে এগোল। একটু পরে গাঢ় রঙের বেমানান স্যুট গায়ে অনেকগুলো বাদামী রঙের মানুষে প্লেন ভরে গেল। ওদের একজন ঝড়ের গতিতে কি যেন এক ভাষায় আমেরিকানকে কিছু বলল। ও রেগে যাত্রী কেবিনের দিকে ইসারাও করল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমেরিকান উত্তর দিল। শেষে ওরা একমত হয়ে হুকুম করল, "সবাই বেরিয়ে যাও!" দ্বিতীয় আমেরিকান এশীয়কে হুকুমের পুনরাবৃত্তি করতে বলে সামনের কেবিনের দিকে এগোল। আমরা ইতিমধ্যে সীট-বেল্ট খুলে দাঁড়িয়েছিলাম।

প্লেন থেকে বের করে আমাদের রুটি-সেঁকা রোদে এনে দাঁড় করাল। অতঃপর কয়েক গজ দূরে এক হ্যাঙ্গারে ঢোকাল। হ্যাঙ্গারের ভেতরে আরো গরম। ধাতব ছাদ, রোদের তাপ অনেক বেশী বাড়িয়ে দিচ্ছিল। শিশুটি আবার কান্না জুড়ল। মনে হচ্ছিল বেশ কয়েক

বছর বয়স কমাতে পারলে আমিও ওর সঙ্গে যোগ দিতাম।

আমেরিকান বন্ধুরা এবং কয়েকজন মিশরীয় আমাদের তিরিশটি হতভম্ব মানুষের দলের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখছিল। ক্যাপ্টেন সিং আর কারো সাহায্য ছাড়াই প্লেন থেকে নেমে আসতে পেরেছেন দেখে ভাল লাগল। ওঁর পাগড়ির নিচে চুঁইয়ে পড়া রক্তের শুকনো ক্ষীণ রেখা। সর্বাঙ্গ রাগে গগগণ করছিল। উনি একজন মিশরীয়কে চেঁচিয়ে কি যেন বললেন। তাতে কাজ না হওয়ায় একজন আমেরিকানকে বললেন। 'আন্তর্জাতিক ঘটনা,' 'বিমান চালকের স্বাধীনতা', 'বিমান ছিনতাই' ইত্যাদি বাক্যাংশ শুনতে পেলাম। একজন আমেরিকান বন্দুকের ধাক্কায় ওঁকে চুপ করিয়ে দিল। সব সম্পদ এক নিমেষে খোয়া যাওয়া এক মানুষের মত উনি আমাদের দলে এসে যোগ দিলেন।

ডনের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলাম বলে পরবর্তী ঘটনাগুলো পরিষ্কার দেখতে আর শুনতে পেয়েছিলাম। হঠাৎ একটি নতুন মানুষকে দেখা গেল। হ্যাঙ্গারের দরজায় প্রতিফলিত সূর্যালোকে তার অবয়বরেখা ক্রমে প্রতিভাত হল। বিপুলায়তন হ্যাঙ্গারের সামনে ওকে দূর থেকে ছোটখাট লাগছিল। কিন্তু আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে বুঝলাম লোকটা শুধু সাড়ে ছ'ফুট লম্বাই নয়, গড়নও পর্বত প্রমাণ। ঘাম-ভেজা স্যুট ভেদ করে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। ওর এক পা ফেলার সঙ্গে তিন পা ফেলে একটি বাদামী মানুষও এল। একটি আমে-রিকান এগিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করল। তারপর তিনজন মিলে আমাদের দিকে এল। কাছে আসতে বুঝলাম নবাগতের আয়তনই শুধু চোখে পড়ার মত নয়। শরীরে লোমের বালাই নেই। এমনকি চোখের পাতাও নেই। গায়ের চামড়া পুরো সাদা, যেন ধোবার ভাটিতে কাচা। অবয়ব সাধারণভাবে মঙ্গোলীয়। ছোট ছোট কালো বোতামের মত চোখদু'টোর দৃষ্টি অস্বচ্ছ, নিষ্প্রভ। এর আগে অনেক ভয় পাওয়ানো চেহারার মানুষ দেখেছি, কিন্তু এটি তাদের সবার জ্যাঠা-মশায়। শিশুটি আবার কেঁদে উঠল। এবার ওকে একটুও দোষ

দিতে পারলাম না। কিন্তু আরো জঘন্য ঘটনা ঘটা বাকি ছিল। ও আমার আর ডনের থেকে তিন পা দূরে দাঁড়াল। ওর বিশাল দেহের ঘামে বমি পাওয়ানোর সঙ্গে সস্তা সাবানের গন্ধ মিশে আমার নাক জ্বলে গেল। আমার দিকে তাকিয়েই ও নিমেষে ডনের দিকে নজর ফেরাল। "প্রফেসর বেটম্যান?" ওর গলার স্বর তীক্ষ্ণ, ফ্যাসফেসে, বিশাল চেহারার সঙ্গে বেমানান।

বুঝতে পারলাম, ডনের শরীর শক্ত হয়ে গেল। তবু ওর কণ্ঠস্বর আগের মতই মাপা, অ-কম্পিত শোনাল। "হ্যাঁ, আমিই প্রফেসর বেটম্যান।"

"আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে আসুন।" লোকটি পেছন ফিরে এগোতে যাচ্ছিল, এমন সময় ডন জবাব দিল।

"আমি যাব না।" দৈত্যটি আমাদের দিকে ফিরল। চোখ-মুখে বেশ অবাক হওয়া ভাব। স্পষ্টতঃ ও ওর হুকুম বিনা প্রশ্নে তামিল হওয়া দেখতে অভ্যস্ত। ডন মাপা গলায় বলে চলল, "আপনারা বিমান ছিনতাই মানুষ চুরি, কুটনৈতিক অপরাধ এবং আরো অনেক জঘন্য অপরাধ করেছেন। আমি আপনাদের কথা শুনতে বাধ্য নই।"

"আপনি অবশ্যই বাধ্য। অযথা নিজের বিপদ ডাকবেন না," দৈত্য সাপের মত হিসহিস করে বলল। "উনত্রিশ জন যাত্রীর ভাগ্য আপনার হাতে। আপনি আমাদের সঙ্গে এলে আর সবাইকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আপনি ঝামেলা বাধালে সবাইকে খুন করা হবে, এই মহিলাকে প্রথম।" ও একটা গন্দা আঙুল দিয়ে আমাকে ইঙ্গিত করল। মনে হল, আমার হাঁটুতে আর জোর নেই। ফাঁকা আর আসল ভীতির তফাৎ বোঝার ক্ষমতা তখনো হারাইনি। বুঝলাম, এর মত আসল জুজু আগে কখনো দেখিনি। ডনও তাই ভাবছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে ডন আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে নিল। ওর সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আমিও ব্যাকুল হয়ে হাত বাড়ালাম। ও সরে গেল। আমি আরেকটু এগোনোর চেষ্টা করতে

একজন আমেরিকান পথ রোধ করল। আমেরিকানটি বলল, "তুমি এখানেই থাকো, ডার্লিং।"

"ডন!" আমি ডাকলাম। কান্নায় চোখ ভরে উঠেছিল। ও আমার দিকে ফিরে হাসল। সেই নরম হাসি, গত কয়েক দিন ধরে যা আমার সব কিছু জেনেছি। ও আবার দৈত্যের পিছু-পিছু চলল। ওরা হ্যাঙ্গারের বাইরে একটা অফিসের দিকে যাচ্ছিল। বাদামী পাহারাদাররা আমাকে হ্যাঙ্গারের বড় দরজার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

আর সবাইয়ের সঙ্গে চলতে চলতে আমি ডনের ওপর থেকে নজর সরাইনি। দেখলাম, ওরা অফিসে ঢুকল। অফিসের একাংশের কাঁচের দেওয়াল দিয়ে দেখা গেল দৈত্য পেছন ফিরে ডনকে কিছু বলল। ডন মাথা নাড়ল। পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে চলতে চলতে চালাকি করে হ্যাঙ্গারের বড় দরজার সামনে একটু থেমে যা দেখলাম, তাতে আমার অন্তর প্রার্থনা করে বলল, ঐ দৃশ্য না দেখতে পেলেই ভাল হত। দেখলাম, দৈত্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু বের করে আনল। ও ক্ষিপ্রগতি ডনের মুখের সামনে হাত নিয়ে যেতেই একটা ধাতব বিদ্যুৎ চমক হল। ডন দৃষ্টির অন্তরালে ঢলে পড়ল। একটু পরে আমেরিকান দু'জন চ্যাংদোলা করে ওকে বাইরে নিয়ে এল। অত দূর থেকেও দেখতে পেলাম ডনের মুখ রক্তে ভরে গিয়েছে।

পাঁচ

প্রায় নিজের অজ্ঞাতে আবার প্লেনে ফিরে এসেছিলাম। আমি ধাতস্থ হতে হতে প্লেন অনেকখানি ওপরে উঠে রোম অভিমুখে চলছিল। ওড়ার আগেই ক্যাপ্টেন সিং বেতার যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। আনুপূর্বিক ঘটনা রোমের গোচরীভূত করে তাকে আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারির রূপদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির সূত্রপাত করেছিলেন।

ঘটনাটা আমার ব্যক্তিগত বিয়োগ ব্যথার বাড়া কিছু মনে হয়নি।

ঘটনার ব্যাপকতর ব্যাখ্যা সেখানে অর্থহীন। আমার আর ডনের মধ্যে কিছু গড়ে উঠেছিল বুঝে অন্য হোস্টেসরা যাত্রার এই পর্বে আমাকে আপন মনে থাকতে দিয়েছিল, ভাগাভাগি করে কাজ করেছিল। ঝঞ্ঝাট চুকে গিয়েছে বলে যাত্রীরা সরগরম হয়ে উঠেছিল। ওরা এমন ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিল যার সম্পর্কে অনেক গাল-গল্প করতে পারবে। ভীতির পর নেমে এসেছিল মুখরতা। যেন কেবিনে একগাদা পাখির ছানা এসেছে। ইকনমি আর ফার্স্ট ক্লাসের মধ্যে ব্যবধান তুলে দেওয়া হয়েছে। পানীয়ের অঢেল সরবরাহে সবাই খুশি। খুশির জোয়ারে অস্পৃষ্ট আমি এক বিষণ্ণ বিহঙ্গী, যে জানলার বাইরে চেয়ে আছে কিন্তু কিছুই দেখছে না।

ডন সম্পর্কে আমার ধারণা যে নির্ভুল, এটা স্পষ্ট। যে নির্বোধ গুলো ওকে বম্বে রওনা হতে দিয়েছিল, মনে মনে তাদের রসাতলে পাঠালাম। যে লোকটি আসল মাইক্রোফিল্মের সন্ধান করছিল সে ফিল্ম না পেয়ে ফিল্মের সূত্রে হাত দিয়েছে। ফিল্মে এমন কিছু থাকতে পারে না যা ডনের মস্তিষ্কে লুকানো নেই। ওরা সেই মস্তিষ্কে হাত বাড়িয়েছে। ভগবানকে ব্যাকুল প্রার্থনা জানালাম, ডন যেন ওর গোপন তথ্য আঁকড়িয়ে না থাকে। মিঃ ব্রাউনের কাজ আরম্ভ করা থেকে জেনেছি, যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং চতুর প্রতিপক্ষের হাতে সবকটা তুরুপের তাস থাকে তার বিরুদ্ধে খুব বেশীক্ষণ কোন খেল্ খেলা যায় না। লুকানো কথা বের করার এত রকম প্রক্রিয়া আছে যে তা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। প্রশিক্ষণের সময় ওগুলো সম্পর্কে শুনেই ঘেন্নায় আমার বমি পেত। দৈত্যটাকে দেখে মনে হয়েছিল আমি যা শুনিনি এখন অনেক পদ্ধতি ওর আয়ত্ত।

হায় ডন! বেচারী ডন! আমার ডন—ও আমাকে বাদামী প্রেমিকা বলে ডাকত। চোখের জল থামাতে পারছিলাম না। নীরবে গাল বেয়ে পড়ছিল। জিভে নোনা স্বাদ পাচ্ছিলাম। বাকি পথটা একটু একটু করে মরতে মরতে চললাম।

রোমে অবতরণ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে। ডজনখানেক গাড়ি আর ডজন দু'য়েক মোটর সাইকেল আরোহী পুলিশ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সব যাত্রী আর প্লেনের কর্মীকে এক একটা মোটরে তুলে, জনতা আর সংবাদদাতাদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে, ঐ প্রয়োজনে আলাদা করে রাখা এয়ারপোর্টের একটা অফিসে নিয়ে গেল। ভারতীয়, বৃটিশ, আমেরিকান এবং সুইস দূতাবাসের প্রতিনিধিরা, ইতালীয় সরকারের ছ'জন এবং মিশরীয় সরকারের একজন অতি বিব্রত প্রতিনিধি আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। মিশরীয় ভদ্রলোক যতবার মুখ খুলতে যান অমনি সবাই ওঁকে চেঁচিয়ে থামিয়ে দিচ্ছিল। উনি কাউকে কিছু বোঝাতে পারছিলেন না।

ঠিক যা ঘটেছিল তার বাস্তব চিত্র খাড়া করার উদ্দেশ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা আমাদের একত্র এবং পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। স্পষ্টতঃ আমরা এক আন্তর্জাতিক ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। দুনিয়ার খবর কাগজের সংবাদদাতারা অফিসের বাইরে আমাদের সঙ্গে কথা বলার দাবীতে মুখর হয়ে উঠেছিল। আমি যথাসম্ভব ভাল করে প্রশ্ন-গুলোর উত্তর দিলাম। ঐ পরিস্থিতিতে তা আদৌ সহজ কাজ নয়। বারবার ডনের রক্তমাখা মুখ মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্না উথলিয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, পদস্থ সরকারী কর্মীরা জিজ্ঞাসাবাদ থামাবে না, অথচ ওদের থামিয়ে দেওয়ারও উপায় ছিল না। ওদের কাছে আমি আর যে কোন এয়ার হোস্টেসের সমান, যার যতটুকু আপাতদৃশ্যমান তার বেশী অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে নেই। মিঃ ব্রাউনও ওদের আমার গোপন ভূমিকার কথা জানানো প্রয়োজন মনে করেননি।

ঘন্টা দু'য়েক পরে যাত্রীদের লণ্ডনগামী প্লেনে তুলে দেওয়া হল। আমাদের প্লেনের কর্মীরা পরদিন বম্বে ফিরে যাবে। যাত্রীরা চলে যাওয়ার পর সংবাদদাতাদের ঘটনাটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার আগ্রহ কমে গেল। তখন আমাদের নির্ঝঞ্ঝাটে একটা মিনিবাসে তুলে দিল। এয়ারপোর্ট থেকে রোম শহরের পথে ক্যাপ্টেন সিং ছাড়া সবাই চুপ

করে ছিল। ক্যাপ্টেন এক একটা তীক্ষ্ণ, হ্রস্ব মন্তব্য করছিলেন, যা একটুও মানসিক চাপ কমানোর সহায়ক হয়নি। এতক্ষণে চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। হোটেলে পৌছতে পৌছতে আমি প্রকৃতপক্ষে অনুভূতিগুলো অসাড় করে ফেলতে পেরেছিলাম। হোটেলে নাম লিখিয়ে সোজা নিজের কামরায় চলে গেলাম, কারো সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারলাম না।

কামরায় পৌঁছেই ফোনে মিঃ ব্রাউনকে জানালাম, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। অসুস্থও লাগছে। পরদিন বম্বের বদলে লণ্ডনে ফিরতে চাই। উনি জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ?"

"কারণ ক্লান্তিতে আমার অবস্থা শোচনীয়। তাছাড়া আপনার ওপর আর আপনার হতচ্ছাড়া বিভাগের ওপর বিরক্তিতে গলা পর্যন্ত ভরে গিয়েছে, বলে," আমি বললাম। পরক্ষণেই প্রশিক্ষণের প্রভাবে নিজেকে সংযত করে যোগ করলাম, "আশা করি আপনি আমার যথাযথ পরিস্থিতি জানেন, স্যার ?"

নাতিদীর্ঘ যতির পর মিঃ ব্রাউন জবাব দিলেন, "একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে অসফল হয়েছেন বলে অভদ্র ব্যবহার করবেন, এটা একান্ত অযৌক্তিক, মিস গ্রেগ হার্ডি।" আমি বিস্ফোরণ ঘটানোর আগেই উনি যোগ করলেন, "আর, মনে রাখবেন, আপনি গোপন লাইনে কথা বলছেন না।"

জবাবে বললাম টেলিফোনে আড়িপাতার সম্ভাবনায় উনি ভীত হতে পারেন, আমার ভয় পাওয়ার কারণ নেই। তবু আমার দুঃখ ওঁকে অবশ্যই স্পর্শ করেছিল। আমার অপমানজনক কটূক্তির ভাণ্ডার উজাড় হওয়ার পরও দেখলাম উনি ফোন ছাড়েননি। "স্পষ্ট বুঝতে পারছি আপনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছেন," উনি চমক-লাগানো অন্তর্দৃষ্টিসহ বললেন, "আগামীকাল দুপুরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। ততক্ষণ নিজের কামরায় থাকুন। কারো সঙ্গে বলবেন না।"

আমি আরেকটা কটূক্তি করলাম। কিন্তু উনি ততক্ষণে ফোন ছেড়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ডনের কী হয়েছে উনি তা জানেন কিনা, তা জিজ্ঞেস করে লাভ হত না। জানার উপায় থাকলে ইতিমধ্যে জেনেছেন, এবং উনি সে খবর জানাতে না চাইলে কারো তা ওঁর থেকে বের করার উপায় নেই। তাছাড়া যে বিশেষ জগতে ওঁর এবং আমার আনাগোণা তার অভিজ্ঞতা বলে কোন পরিস্থিতির কী পরিণতি ঘটল তা আন্দাজ করার যথেষ্ট জ্ঞান আমার হয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম ডনের একমাত্র মারাত্মক কিছু হওয়া সম্ভব। আমার রক্তাক্ত হৃদয়ক্ষত খুঁচিয়ে গভীরতর করার কী প্রয়োজন। তিনটে ঘুমের বড়ি খেয়ে নিলাম। ওদের সুনিপুণ ক্রিয়ায় এমন স্বপ্নহীন ঘুম হল যে সকাল দশটার আগে উঠতে পারলাম না।

গভীর ঘুমের গহ্বর থেকে জাগরণে উঠে আসতে ঘটনাগুলো যেন বাষ্পচালিত হাতুড়ির মত সজোরে আঘাত করল। যতক্ষণ ঘুমিয়ে-ছিলাম শরীরযন্ত্র ততক্ষণে মনোবেদনাগুলো দেহের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্টে আটকিয়ে রেখেছিল। তার রেশ বয়ে গেলেও, বেদনা আর মনের ব্যাপ্তি জুড়ে কালো ছায়া ফেলছিল না। এমন এক ক্ষুদ্র পরিসরে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল যেখানে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এবার প্রশিক্ষণ প্রয়োগের পালা। প্রশিক্ষণের গুণে, কোন বেদনাকেই আমার যন্ত্রে পরিণত হওয়া মসৃণ ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন ঘটাতে দিতাম না। প্রতিটি ব্যথার শ্রেণী বিভাগ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে তুলে দিতাম। তারপর অবসর মত ঐ ভাণ্ডারে খোঁজ-খবর নিতাম। সুতরাং শুকনো চোখে বিছানা থেকে উঠে আগামী দিনের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হলাম। কামরার পরিচারিকাকে কয়েকটা পোষাক কিনে আনতে পাঠালাম। ওর ভাব দেখে মনে হল, ও আমার শাড়ীটা পেলে খুশি হবে। শাড়ীটা দিয়ে দিলাম। পরের বার এয়ার ইণ্ডিয়ার ডিউটি পড়লে শাড়ীটার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তা হোক, আমি তখন নাচার। বাথটবে আধ-শোয়া অবস্থায় এসব ভাবছিলাম। বুঝলাম, ইতিমধ্যে আমি

আবার এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে ডিউটি করার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি। অর্থাৎ ফোনে মিঃ ব্রাউনকে যাই বলি না কেন, আসলে চাকরি ছাড়ার একটুও ইচ্ছে নেই। ধারাবাহিকতায় কিছু স্বস্তি মেলে বৈকি, এবং দুঃখ বোধের তীব্রতা রোধ করতে হলে অতীতে যা করেছিলাম তা করে চলাই সুবুদ্ধির কাজ। মিঃ ব্রাউন সম্ভবতঃ এত বিরক্ত হননি যে এ আশা বিফল হবে। গতরাতে ওঁকে অবশ্য, খুবই কড়া কথা বলেছি, এবং অধস্তনরা আবেগবাহিত হবে উনি তা আদৌ পছন্দ করেন না। তবু আর ভেবে লাভ নেই। যা হবে, অল্প পরেই তা জানা যাবে। বাথটব থেকে উঠে পড়ে, নতুন পোষাক পরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এগারোটা পঁয়তাল্লিশে ফোন বাজল। আমি কি অনুগ্রহ করে ভেনেতো স্ট্রীটে এরিয়ানি ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট কোম্পানির অফিসে দেখা করতে পারব? বললাম, কুড়ি মিনিটের মধ্যে দেখা করছি। নতুন হ্যাণ্ডব্যাগে পাসপোর্ট আর অন্যান্য কাগজপত্র ঠেসে, দেখা করতে চললাম।

ভেনেতো স্ট্রীটে একটা নামজাদা কাফে'র ওপরতলায় দু'টো ছোট-ছোট ঘর নিয়ে এরিয়ানি কোম্পানির অফিস। রোমের যানবাহনের দ্বিপ্রাহরিক ভিড় ঠেলে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে কুড়ি মিনিট লাগল। সেনর বের্তোলি'র সঙ্গে দেখা করলাম। এর আগে ওঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল। আমাকে দেখে ছোঁক-ছোঁক করা ভদ্রলোকের স্বভাব। হয়ত এই ভেবে করতেন যে, নইলে ইতালীয় পুরুষ হিসেবে মানায় না। কিন্তু স্পষ্ট বুঝলাম, মিঃ ব্রাউন ফোনে সব কিছু বলে রেখেছেন বলে আমি ঘরে ঢুকতে উনি দাঁড়িয়ে উঠে এখন পুরনো যুগের শিষ্টাচারসহ অভ্যর্থনা করলেন যা ওঁর জানা আছে বলে কখনো ভাবিনি। যে হাতদু'টো এ যাবৎ এড়াতে শিখেছিলাম তারাই ভদ্রভাবে আমার হ্যাণ্ড-ব্যাগের ভার লাঘব করল, এবং বসবার জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে

দিল। এবার নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে হাতের চোটোহু'টো জোড়া করে বসে, বিষাদ ভরা বাদামী চোখ দিয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন। ইতালীয়তে বাক্যালাপ সুরু করার আগে বেশ কয়েকবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বেচারী মিস গ্রেগহার্ডি! আপনার জন্য দুঃখ হয়। মিঃ ব্রাউন চমৎকার মানুষ বটে। অনেক জ্ঞান বুদ্ধি। কাজেও খুব দক্ষ। তবু ইংরেজ ত'। হৃদয়ের কথা কি করে জানবেন?"

বুঝলাম, উনি সব জানেন। ডন সম্পর্কে আমার মনোভাব ত' গোপন ছিল না। যে আধ ডজন লোক মিঃ ব্রাউনকে ঘটনা জানিয়েছে তারাই বের্তোলিকেও জানিয়ে থাকবে। সে ব্যক্তি এমন হওয়া সম্ভব যার পরিচয়ও আমি জানি না। অত্যন্ত ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করাই মিঃ ব্রাউনের বিভাগের কর্মীদের রীতি। দেখা গিয়েছে কোন এক বিষয়ে একই সময়ে তিনজন পৃথক ভাবে কাজ করেছে, প্রত্যেকে ভেবেছে সে একা ঐ কাজে নিযুক্ত। এতে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস-ভঙ্গের সম্ভাবনা কম। বুদ্ধিটা মন্দ নয়। তবু কখনো কখনো উল্টো ফল দেখা গিয়েছে। একবার এক সহকর্মী বিপক্ষের লোক মনে করে আমাকে মাথায় ডাণ্ডা মেরে, হাত-পা বেঁধে একটা নোংরা খুপরির মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা আটকিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু বের্তোলি তখনো বকে চলেছিলেন,, "আমার মত কোন মানুষ না হলে তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারবে না। মিঃ ব্রাউন মানুষকে সংকেতলিপি মনে করেন। উনি ভাবতে পারেন না যে মানুষ আসলে ধমনীতে কামনা-বাসনার টগবগে রক্ত প্রবহমান এক প্রাণী, যে ভালবাসা পেতে আর দিতে চায়", উনি আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "বেচারী মিস গ্রেগহার্ডি! সত্যিই বেচারী······"

ওঁকে এখন না থামিয়ে দিলে থামবেন না। বললাম, "আপনি সত্যিই সহানুভূতিশীল আর দয়ালু মানুষ, সেনর। কিন্তু, এখন ওসব কথা থাক, সেনর।"

সেনর হঠাৎ অস্বস্তিতে পড়ে হাত হু'টো এমন নাড়াচাড়া করতে

লাগলেন যেন কী করবেন ঠাহর করতে পারছেন না। অবশেষে টেবিলের ওপর ডান হাত রেখে তার ওপর বাঁ হাত চাপিয়ে সহজ হলেন। "আমি অত্যন্ত দুঃখিত··· ··আপনি বুঝতেই পারছেন, আমি নিরুপায়," উনি নিস্তেজ হাসলেন, এবং আমার হাবভাবে আশ্বস্ত হয়ে, যোগ করলেন, "মিঃ ব্রাউন ঘটনাটির পুর্ণ বিবরণ চেয়েছেন। আপনি তাই আজ বিকেলে লণ্ডন রওনা হবেন। যাত্রী হিসেবে।" উনি আমাকে একটা প্লেনের টিকিট এগিয়ে দিয়ে, বললেন, "এর মধ্যে আমি মিঃ ব্রাউনকে ফোন করব। ওঁকে জানানোর মত আপনার কিছু থাকলে, জানিয়ে দিতে পারি।"

"যেমন ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

বের্তোলি গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, "যেমন ধরুন······উনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানতে চান······জানতে চান······"উনি একটু থেমে আবার বললেন, "আপনার সঙ্গে প্রফেসর বেটম্যানের যে ধরনের সম্পর্ক ছিল সে পরিপ্রেক্ষিতে কি এমন কিছু জানানোর নেই যা এখনো আমরা জানি না ?"

"আপনারা কী জেনেছেন আগে তাই শুনি, তারপর বলতে পারব।"

"আমরা জেনেছি বেটম্যান বম্বেতে কারো সঙ্গে যোগাযোগ করেননি, এবং তাঁকে কায়রোতে বিমান থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর কিছু জানি না।"

"আর কিছু নেই ও।"

"কিন্তু বেটম্যান কি আপনাকে কোন কিছু বলেছেন, যখন আপনার ·······কিছুই বলেননি ?"

আমার শুধু মনে পড়ল ডন বলেছিল, ও আমাকে ভালবাসে। কিন্তু সে ত' আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার ভাগ বের্তোলি বা মিঃ ব্রাউনকে দেওয়া যায় না। তাতে সোজা জবাব দিলাম, "না, কিছু বলেনি।"

"ওঁর বম্বে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে কোন ইঙ্গিতও নয় ?"

"তা অবশ্য বলেছেন," আমি বললাম, "বলেছেন, বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টো গবেষণাপত্র পড়তে গিয়েছিলেন।"

ডান হাতের আন্দোলনে আমার বক্তব্য উড়িয়ে দিয়ে বের্তোলি বললেন, "আমরা সবাই তাই জেনেছি। কিন্তু, তাই যে সত্যি হবে এমন কোন কথা নেই।"

"আর কী কারণ থাকতে পারে?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"মিঃ ব্রাউন আশা করেন আপনি সে কারণটা বলতে পারবেন।"

"মিঃ ব্রাউনকে বলবেন····· থাক, আমিই বলব," আমি উঠে দাঁড়ালাম।

"মিঃ ব্রাউনকে কী বলব, মিস্ গ্রেগহার্ডি?" বের্তোলির চাউনি হঠাৎ এত হিমশীতল হয়ে গেল যে ওঁকে আর ইতালীয় মনে হচ্ছিল না। ওঁর সম্পর্কে একটা গল্প মনে পড়ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিবিরোধী দলে কাজ করতে করতে উনি নাকি পাঁচটি শিশু আর স্ত্রী সমেত জার্মান গেস্টাপো'র এক হোমড়া-চোমড়াকে নিজের হাতে খুন করেছিলেন।

"বলবেন, বেটম্যানের সংস্থা যার ওপর কাজ করছিল সম্ভবতঃ প্রতিপক্ষও এখন তা জেনে ফেলেছে। আরো বলবেন, যারা বেটম্যানের মত সন্দেহভাজনকে সন্দেহ দুষ্ট জায়গায় যেতে অনুমতি দেয়, তাদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত। বলবেন······"

"সবুর করুন, মিস গ্রেগহার্ডি। প্রফেসর বেটম্যান তাঁর কাজের ধরণ আমাদের প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন, আপনি তা অত জোর দিয়ে কি করে বলছেন?"

"বলছি, কারণ টাক-মাথা লোকটাকে আপনারা দেখেননি, আমি দেখেছি। লোকটা নিজের কাজে যথেষ্ট দক্ষ······"

"টাক-মাথা? কোন টাক-মাথা লোক?"

"যে আমাদের জন্য কায়রোয় ওৎ পেতে বসেছিল, সে।"

"লোকটার বর্ণনা দিতে পারবেন, প্লিজ?'

মনে পড়ল, এয়ারপোর্ট থেকে পাঠানো রিপোর্টে বিমান ছিনতাই-কারীদের কথা বললেও, আমি প্রতিটি ব্যক্তির পৃথক বর্ণনা দিইনি। বের্তোলিকে টাক-মাথা লোকটার বর্ণনা দিলাম। কাজটা তেমন কঠিন কিছু নয়। অর্দ্ধেক শুনেই উনি চাবির গোছা খুঁজতে লাগলেন। বর্ণনা শেষ হতে আলমারি থেকে একটা ফাইল বের করলেন। তারপর যাদুকরের টুপির মধ্যে থেকে খরগোস বের করা খেলার মত ফাইল ঘেঁটে একটা ফটো আমার দিকে ঠেলে দিলেন। এক নজরেই কায়রো এয়ারপোর্টের টাক-মাথা দৈত্যকে চিনতে পারলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "লোকটা কে?"

বের্তোলি কয়েকবার মাথা নাড়িয়ে, মুখে চুক্-চুক্ শব্দ করে বললেন, "লোকটা দারুণ বিপজ্জনক। ওর আসল নাম জানি না। আমরা নাম দিয়েছি 'হিজড়ে।' মনে পড়ল, লোকটার গলার স্বর অত্যন্ত পাতলা, তাই ঐ নাম পেয়েছে। "কঠোর মানুষটিই যদি কায়রোর ঘটনার নায়ক হয়, তবে সম্ভবতঃ আপনার অনুমান সঠিক, মিস গ্রেগহার্ডি। প্রফেসর বেটম্যানের পক্ষে বেশীক্ষণ যোঝা সম্ভব হবে না।"

আমার দেহ আবার অবশ হয়ে গেল। ঘরের আবহাওয়া শ্বাসরোধ-কর লাগল। পেছনের জানলা দিয়ে আসা পচা নর্দমার গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল। "আর কোন কথা যদি না থাকে, সেনর বের্তোলি, আমি এখন উঠব।"

উনি আবার খাঁটি ইতালীয় হয়ে গেলেন। হাত ধরে আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন। চোখ দু'টো সমবেদনায় ভরা। ভদ্রতা করে বেশ কবার আমার হাতে চুমু খেলেন। এমনকি ট্যাক্সিতে তুলে দিতে একতলায় নামলেন। তখন লাঞ্চের সময়। রোম শহরটা ভেতর দিকে গুটিয়ে গিয়েছে। আর, পড়ে থাকা ধড়টা বিদেশী পর্যটকরা ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। বের্তোলি ফুটপাথে মানুষের ভিড় ঠেলে ট্যাক্সির সারির মাথায় পৌঁছে আমার জন্য দরজা খুলে ধরলেন। আবার আমার হাতে চুমু দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। জানলা দিয়ে ঝুঁকে

বললেন, "বিদায়, মিস গ্রেগহার্ডি। পরের বার রোমে এলে দেখা করবেন। আপনার কিছু দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করব।"

বের্তোলি আবার স্বরূপ ধারণ করছিলেন। উনি সব কাজ ভুলে পাশে বসে পড়ার আগেই ড্রাইভারকে আমার হোটেলে নিয়ে যেতে বললাম। মিনিট পাঁচেকের পথ। তাই মিনিট সাতেক পর একটু দুশ্চিন্তা হতে লাগল। বের্তোলির সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় পথ-ঘাট লক্ষ্য করিনি বলে জায়গাটা চিনতে পারলাম না। সামনে ঝুঁকে, ড্রাইভার আর যাত্রীদের বসার জায়গার মাঝখানের পার্টিশনে জোরে টোকা দিলাম। ড্রাইভার কিন্তু নিরুদ্বিগ্নভাবে গাড়ি চালাতে থাকল। বুঝলাম বিপদে পড়েছি। দরজা-জানলা খোলার চেষ্টা করে লাভ হবে না জেনেও চেষ্টা করলাম। সব তালা দেওয়া। পার্টিশানটা ও।

বিপদে কাজে লাগার মত কিছু মেলে কিনা দেখতে হ্যাণ্ডব্যাগ খুঁজলাম। হায়, গোয়েন্দা কাহিনীর চটকদার মহিলা গোয়েন্দাদের মত আমার লিপষ্টিক কোন খাটো পাল্লার পিস্তল নয়, কিংবা প্রসাধনের সেট নয় দু'মুখো রেডিও। নখ পালিশ করার করাতটাও এমন পলকা যে ওতে ঐ কাজ ছাড়া আর কিছু হয় না। এমনকি সিগারেট লাইটারটারও তেল ফুরিয়ে গিয়েছে। না, কিছু করার নেই। শেষে এই ভেবে সান্ত্বনা পেলাম যে, যেই আমাকে অপহরণ করুক না কেন যা আমার দেওয়ার উপায় নেই সে ঠিক তাই চাইবার মত অসভ্য নাও হতে পারে।

ছয়

রোম শহরের মিনিট কুড়ি বাইরে এ্যাপিয়ান হাইওয়ে-তে এসে ট্যাক্সি বড় রাস্তা ছেড়ে কয়েক শো' গজ পথ আধ-পাকা পথ ধরে চলে থেমে গেল। একটু পরে কেউ বাইরে থেকে দরজা খুলল। "হ্যালো ডার্লিং?" এরোপ্লেনের আমেরিকানটা আমাকে সম্বোধন করল।

ওকে অন্য রকম দেখাচ্ছিল। যখন প্রথম দেখি ওকে প্লেনের এক যাত্রী মনে হয়েছিল, আর পঁচিশজনের সঙ্গে যার বিশেষ পার্থক্য নেই। তারপর যখন বন্দুক বের করে এক স্বতন্ত্র সত্তা পেল, আমি তখন ঘটমান বর্তমানে এত নিমজ্জিত যে ওকে তেমন খুঁটিয়ে দেখতে পারিনি। চেহারা, মাঝামাঝি লম্বা গড়ন। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। কদম ছাঁট চুল। রোগাটে, কঠোর মুখ। চোখদু'টো নীল, ঠাণ্ডা। যেন কোন নামজাদা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সুদক্ষ, ক্ষমতাবান পদাধিকারী। ডিসি-১০ বিমানটা ওরা যেভাবে ছিনতাই করেছে তা থেকে ওদের দলকে নিঃসন্দেহে সুদক্ষ বলা চলে।

ও বন্দুক নিয়ে আসেনি। হয়ত ভেবেছে আমার মত শিকার ধরতে বন্দুক নিষ্প্রয়োজন। ভাবলাম এই বেলা ওর অহমিকা চুপসিয়ে দিই। ও আমাকে ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে আসতে বলল। বেরিয়ে এসে আমি ওর যেখানে আঘাত করলে সবচেয়ে সুফল পাওয়া সম্ভব সেখানে সজোরে এক লাথি কষে দিলাম। বিমান বাহিনীর স্কুলে আমার শিক্ষয়িত্রী বেসি এই কৃতিত্ব দেখে গর্বিত হতেন, কারণ আমেরিকানটা জ্ঞান হারিয়ে কুঁকড়ে মাটিতে পড়ল। আমি ছুট লাগালাম। ট্যাক্সি ড্রাইভার আগেই অর্দ্ধেক ট্যাক্সির বাইরে এসেছিল। সেও পিছু পিছু ছুটল। কিন্তু ওর দৌড়নোর প্রয়োজন ছিল না। কারণ আমি স্রেফ উল্টো দিকে ছুটছিলাম। ঐ জায়গাটা ঘিরে থাকা গাছের সারি থেকে আমি তখন প্রায় দশ ফুট দূরে, এমন সময় অপর আমেরিকানটা হাজির হল। ও বন্ধুর মত খালি হাতে আসেনি। ও বন্দুক তাক করল। আমিও থামতে বাধ্য হলাম। "দুষ্টু খুকু," ও বলল, "এখুনি তুমি জ্যাকের যে দশা করেছ ও তাতে একটুও খুশি হবে না, খুকু।" ওর কথায় ন্যুইয়র্ক বন্দর শ্রমিকের টান। জ্যাক্‌কে দেখে ঝানু ব্যবসাদার মনে হয়। আর, এ সোজা কথায় এক মস্তান।

আমরা জ্যাক্‌কে দলে নেওয়ার জন্য পেছিয়ে গেলাম। জ্যাক্‌ এর মধ্যে টলমল করে উঠে, অসুস্থ অবস্থায় ট্যাক্সির পেছন দিকে

দাঁড়িয়েছিল। আমাকে বাগে পেয়ে ও এমন জোরে এক চড় কষাল যে ওর বন্ধু পেছন থেকে ধরে না ফেললে আমি পনেরো ফুট দূরে ছিটকে পড়তাম। ও আরেক চড় কষানোর জন্য তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু বন্ধু হ্যাঙ্ক্ (নামটা পরে জেনেছিলাম) সাময়িক বিরতি ঘোষণা করায়, থেমে গেল—"এখানে আর নয় জ্যাক্। ওকে ডেরায় নিয়ে যাওয়া অব্দি সবুর করো।"

একবার মনে হল ওর কথা জ্যাকের কানে যায়নি। কিন্তু জ্যাকের চোখের আগুন হঠাৎ নিভে গেল, নিজেকে অনেকটা সামলিয়ে নিল। এমনকি একটু হেসেও ফেলল—বুভুক্ষু কুষ্ঠ রোগীর রসিকতা পরিবেশনের চেষ্টার মত হাসি। "আমি নিজে মেজাজ খারাপ করতে চাইনি ডার্লিং," ও বলল, "এবার চলো।"

ড্রাইভার ইতিমধ্যে ট্যাক্সিতে গিয়ে বসেছিল। ও বড় রাস্তার দিকে ট্যাক্সির মুখ ফেরাল। আমি ট্যাক্সির নম্বর মনে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। যদি কাজে লাগে। কিন্তু নম্বরটা হয়ত ভুয়া।

গাছপালার সারির মধ্যে দিয়ে কিছু দূর চলার পর একটা সরু পথে পড়লাম। রাস্তার মুখে একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। হ্যাঙ্ক্ তার ড্রাইভারের সীটে বসল। জ্যাক্ আমায় এক ঠেলা দিল। পেছনের সীটের সামনে মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়লাম। জ্যাক্ আমার দেহটাকে দু'হাতে যেমন খুসি খাবলিয়ে, ঠেসে দিয়ে, পাছার ওপর এক পা রেখে বসল। ওর হাতে ধরা বন্দুকের নলটা রইল ধুলো বোঝাই কার্পেটে চেপ্টে থাকা আমার মুখ থেকে ইঞ্চি কয়েক দূরে। কয়েক মিনিট পরে ও পাছার ওপর রাখা পাটা দিয়েই পরণের নতুন স্কার্টটা কোমর অব্দি তুলে দিল। এর পর যা ঘটবে তার জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষ করতে লাগলাম। ও কিন্তু স্রেফ পাটা আবার পাছার ওপর রাখল ও ঐটুকুতেই সন্তুষ্ট। তা ভালই। এক সময় আমার লজ্জা-সরম যেটুকু ছিল মিঃ ব্রাউনের চাকরি নেওয়ার পর থেকে তা পুরোপুরি ত্যাগ করেছিলাম। তার সঙ্গে নিজের কাঁচা বয়সটাও।

মিনিট কুড়ি পরে গাড়িটা একেবারে অচেনা এক জায়গায় থামল। আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে একটা বাড়িতে ঢোকানোর মধ্যে লক্ষ্য করলাম আমরা এক সরু গলিতে দাঁড়িয়ে। সারি সারি বাড়ি গলির দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে। যেন কোন শহরতলি অঞ্চল। কিন্তু খোদ রোমেরই কোন অঞ্চল হওয়া বিচিত্র নয়। হ্যাঙ্ক্ ড্রাইভারের সীটে বসে রইল। আমরা নামার পর ও গাড়ি নিয়ে চলে গেল। জ্যাক্ আমাকে একটা বাড়ির একতলার ঘরে নিয়ে চলল। দু'টো নোংরা নোংরা খাট, একটা টেবিল আর গোটা কয়েক চেয়ার ছাড়া ঘরে আসবাব বলতে বিশেষ কিছু নেই। এক সারি সিঁড়ির ধাপ ওপরে উঠে গিয়েছে। আরেক সারি নিচে, ভূগর্ভে। জ্যাক্ আমাকে নীচের সিঁড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে চলল। আমি নিশ্চয় ইতস্তত করেছিলাম। ও আবার সেই কাষ্ঠ হাসি হাসল। "এগোও ডার্লিং. আর ঝামেলা করো না।"

ঠিক করেছিলাম, ঝামেলা করব না। ওর কথা মত এগিয়ে চললাম। পেছন পেছন ও, বন্দুক হাতে। ধাপগুলো পাথরের। বেশ পুরনো, ক্ষয়ে যাওয়া। সিঁড়িটা নিচের দিকে বেঁকে গিয়েছে। তারপরই একটা দরজা। "খোলো, ডালিং।" ধাক্কা দিতে, দরজাটা খুলে গেল। আরো দু'ধাপ নেমে মেঝে পেলাম। ওপর থেকে যথেষ্ট আলো আসছিল। জ্যাক্ দরজার পাশে ঝুলন্ত একটা তেলের বাতি জ্বালাল। দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা চেয়ার ছাড়া ঘরটা শূন্য। বেশ খানদানি চেয়ার। সুন্দর নক্সা কাটা হাতল আর পায়া। হেলান দেওয়া জায়গাটা বেশ উঁচু। তার পেছনে কোন অভিজাত ঘরের মোহর অঙ্কিত। ঐ জরাজীর্ণ বাড়িতে জিনিষটা একান্ত বেমানান। "বসো, ডার্লিং। আরাম করে বসো," জ্যাক্ আপ্যায়ন করল।

আমি বসে পড়লাম। এমন ভাব ফোটানোর চেষ্টা করলাম যেন তেমন ভয় পাইনি। খুব বিশ্রী একাকী, আর অসহায় লাগছিল। বের্তোলি বিদায় জানাতে এসে দেখলেন আমি একটা ট্যাক্সিতে উঠেছি। ফলে মিঃ ব্রাউনের লোকজন যখন দেখবে লণ্ডন এয়ারপোর্টে নামা

যাত্রীদের মধ্যে আমি নেই, তার আগে বুঝতেও পারবে না যে আমি সম্ভবতঃ অপহৃত হয়েছি। জ্যাক্ সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে খেলা আরম্ভের জন্য অপেক্ষা করছিল। মিনিট পাঁচেক পরে ওপরতলায় শব্দ হল। হ্যাঙ্ক্ এল। "গাড়িটা কোথায় রেখে এলে?" জ্যাক্ জিজ্ঞেস করল।

"যেখানে সচরাচর রাখি, সেখানে," হ্যাঙ্ক্ জবাব দিল। ও তারপর আমাকে দেখল। আগেই দেখেছি জ্যাক্ যেমন আমাকে চোখ দিয়ে গিলে খেতে চায়, হ্যাঙ্ক্ কিন্তু একটুও সে রকম নয়। ওর ভাবটা অনেক বেশী জান্তব। ও শুধু দেখে খুসি হবার পাত্র নয়। ওর হাতে সরু দড়ির একটা তাল। জ্যাকের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "এবার সুরু করব?"

"করলে মন্দ হয় না" জ্যাক্ বলল। ও উঠে দাঁড়াল। দু'জনে আমার কাছে এল। "উঠে দাঁড়াও, ডার্লিং," জ্যাক্ বলল, "জামাকাপড় খোলো।"

আমি একটু ইতস্তত করছিলাম। জ্যাক্ এক চড় মারল। ও আবার হুকুম করার আগেই আধা উলঙ্গ হয়ে, জামাকাপড় হাতে নিয়ে দাঁড়ালাম। ওগুলো নিয়ে কি করব বুঝতে পারছিলাম না। হ্যাঙ্ক্ ওগুলো কেড়ে নিয়ে ঘরের অপর প্রান্তে ছুঁড়ে দিল। "বসো, ডার্লিং।" জ্যাক্ বলল। ওর হুকুম মত, চেয়ারের হাতল বরাবর দু'হাত মেলে বসলাম। এক মিনিটে হ্যাঙ্ক্ আমাকে বেঁধে ফেলল—হাতদু'টো হাতলের সঙ্গে, আর পা দু'টো চেয়ারের পায়ের সঙ্গে। কোমরেও কয়েক প্যাঁচ ঘোরাল। জ্যাক্ এবার আশ মিটিয়ে দেখতে পারবে। হাল ফ্যাশনের ব্রা আর প্যান্টিজ্ ঐ অবস্থায় আমাকে আবরণ করতে অপারগ। ইতিমধ্যে হ্যাঙ্কের চোখ-মুখের রঙ বদলিয়ে গিয়েছিল। ও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। ও বলল, "ওর ব্রাটা খুলে দাও।"

জ্যাক্ ব্রায়ের হুক খুলতে লাগল। যাতে খুব বেশী সহযোগী

না দেখায় তাই আমি পিঠটা যথাসম্ভব চেয়ারে ঠেসে রেখেছিলাম। হ্যাঙ্ক্ অশ্রাব্য খিস্তি আরম্ভ করল। খিস্তির বর্ষণে আমার বমি উল্টে আসে আর কি। "এবার ডার্লিং, আসল কথা সুরু করি," হাতের কাজ থামিয়ে, জ্যাক্ বলল, "আমরা ওকে পাকড়াও করার আগে বন্ধুর সঙ্গে তুমি কয়েকটা দিন খুব মজা লুটেছ। তোমাদের মধ্যে কি কি ঘটছে আমরা জানতে চাই।"

"কে বন্ধু, ডন?" আমি সাময়িকভাবে ওর কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম।

"হ্যাঁ, ডন। ফূর্তি ছাড়া তুমি ওর থেকে কিছু পাওনি? ও কিছু বলেনি?" জ্যাক্ বলল। ওরা কী বলতে চায় আমি একটুও বুঝতে পারছিলাম না। ওদের তা বললাম। জ্যাক্ বলল, "ডন তার কাজ-কর্ম সম্পর্কে কিছু বলেনি? সুরক্ষার জন্য কোন ছোট প্যাকেট দেয়নি?

"কিছু দেয়নি," আমি বললাম।

"লক্ষ্মী মেয়ের মত বলে ফেলো, ডার্লিং। একগুঁয়েমি করো না।"

"আমি ত' আগেই বলেছি এতে কেবল সময় নষ্ট হবে," হ্যাঙ্ক্ হঠাৎ বলে উঠল, "ডন শুধু সুন্দরীকে নরম গদিতে দলাই-মলাই করেছে। কোন কিছু দেয়নি।" ও এমন করে আমাকে দেখছিল যেন এক হ্যাংলা মানুষ মাংসের টুকরো দেখছে।

"ডন আমাকে কিছু দিয়েছে একথা কি ডন আপনাদের বলেছে?" হ্যাঙ্ক্কে বিভ্রান্ত করে দিতে জিজ্ঞেস করলাম।

"ডন কিছু বলেনি," জ্যাক্ বলল, "কোথাও একটা গরমিল হয়ে গিয়েছে।"

পেছনে মাথা ঘুরিয়ে ওকে দেখতে চেষ্টা করে বললাম, "তার মানে?"

"মোটা—মোটকা-কে মনে আছে ত'? মোটকা'র উৎসাহ চেপে বসলে রক্ষা নেই। ও খ্যাপামি করে দারুণ আনন্দ পায়। ঐটি বুঝে, সব বলে ফেলো।"

"ডন ত' মারা গিয়েছে……"আমার মুখ থেকে বেরোনো কথাটা বিবৃতির মত শোনাল, প্রশ্নের মত শোনাল না।

"হ্যাঁ, সবাই দেখেছে, ও মরে গিয়েছে," জ্যাক্ বলল, "তাই না, হ্যাঙ্ক্?"

হ্যাঙ্ক্ মাথা নেড়ে হাসল। "ঐ রকম ভাবে মরতে এর আগে কাউকে দেখেনি। আমি পুরোটাই দেখেছি।"

"এবার তাহলে, ডার্লিং, বন্ধুর সব কথা বলে ফেলো—ও কি বলেছে, কি দিয়েছে, এবং জিনিষটা শেষে কার কাছে তুলে দিতে বলেছে, সব বলো," জ্যাক্ বলল।

ওদের আবার বুঝিয়ে বললাম ডন এমন কিছু বলেনি কিংবা দেয়নি যা ওদের বা আর কারো সামান্যতম কাজে লাগতে পারে। জ্যাক্ তা বিশ্বাস করতে চাইলেও হ্যাঙ্ক্ চাইল না। ও আসলে আমায় নিয়ে উন্মত্ত খেলা খেলে কিছুটা উত্তেজনা পেতে চাইছিল। জ্যাক্ ব্রায়ের হুক খোলার চেষ্টা ছেড়ে কাপহুটোর মধ্যে হাত গলিয়ে হ্যাঁচকা টান দিল। খুব ভাল ব্রা হলেও, ঐ ধকল সইতে পারার কথা নয়।

জ্যাকের হঠাৎ যেন শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে গেল, এমনকি হ্যাঙ্ক্ও থ' হয়ে গেল। তারপরই হ্যাঙ্ক্ আমার বুকহু'টো নিয়ে এত কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ল যে আমি যন্ত্রণায় অধীর হয়ে উঠলাম। যন্ত্রণা সহ্য করতে অবচেতন মনে ডুবে যেতে চাইলাম। রতিক্রিয়া সংক্রান্ত অনেক ভাল ভাল কথা মনে করে নিজেকে ভোলাতে লাগলাম। এমন সময় হ্যাঙ্ক্ থামল, আর জ্যাক্ বাদামী রঙের একটা সিগারেট ধরাল। ও বেশ মৌজ করে কয়েক টান দিল। তারপর যা করল তাতে আমি নরক-যন্ত্রণায় ডুবে গেলাম।

চেতনা ফিরে গিয়ে দেখি আমি একা। ট্যারা চোখে চেয়ে দেখি আমার আরেকটা স্তনবৃন্ত গজিয়েছে—আদি এবং সনাতন বৃন্তহু'টো থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে একটা দগদগে লাল চিহ্ন। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। কেউ যখন আঘাত পায়

এবং সমবেদনা পাওয়ার মত কাউকে কাছে না পায়, তখন সে কান্না রোধ করতে পারে না। অত প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও, আমি পারি না। অশ্রু উথলে উঠছিল। কতকটা অন্যের ওপর রাগেও বটে। নিজের ত্রুটির দরুন ফাঁদে পড়লে অত খারাপ লাগত না। খেদের জোয়ার বারবায় অশ্রুর প্লাবন আনছিল। তবু, আমি বাস্তববাদী। তাই মনে হল চোখের জল ফেলে মন হাল্কা হলেও, কোন কাজের কাজ হবে না। চতুর্থ স্তনবৃন্ত গজাতে না চাইলে, বন্ধুদ্বয় ফিরে আসার আগে পালানোর ফন্দি আঁটতে হবে।

দড়ির বাঁধন খুব আঁটসাঁট হলেও ডান হাতটা একটু নাড়াচাড়া করতে পারছিলাম। নিঃশ্বাস ছেড়ে পেটটা ভেতরে টেনে নিলাম। দেহের মাঝখানের বাঁধন একটু ঢিলে হল। ফলে ডান হাত আরেকটু বেশী কাজে লাগাতে পারলাম। আমার শিক্ষায়িত্রী বেসি ঠিকই বলত, একটা গোটা দড়ি দিয়ে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁধলে তা তেমন আঁট হয় না। প্রত্যেক অঙ্গ আলাদা এক একটি দড়ির টুকরো দিয়ে বাঁধতে হয়। মিনিট তিনেকের মধ্যে একটা হাত সম্পূর্ণ মুক্ত করে নিতে পারলাম। কিছু পরে আরেকটা বিশ্রীভাবে ছড়ে যাওয়া হাতও মুক্ত হল। এবার পায়ের বাঁধন খুলে, পোষাক পরার পালা।

ব্রা-টা পুরো অকেজো হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য, ঠিক থাকলেও, পোড়া ক্ষতের জন্য পরতে পারতাম না। আর যা হোক, দেশটা ইতালি। সোফিয়া লোরেন অভিনীত ছবিগুলো দেখে মনে হয় ইতালিতে কেউ ব্রা পরে না।

ওপরতলায় কোন পায়ের শব্দ হচ্ছিল না, যদিও তা থেকে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। হাতিয়ারের খোঁজে চারদিক চেয়ে পেলাম ভাঙা চেয়ারের একটামাত্র পা। ভেবে চিন্তে স্থির করলাম, ঐ হাতিয়ার নিয়েই ওদের মোকাবিলা করতে বেরোব। দরজাটা খোলা ছিল। এত নিঃশব্দে, পা টিপে ওপরে উঠলাম যে ইঁদুরও আমার কেরামতি মেনে নেবে। একতলার মেঝে অব্দি উঠে, উঁকি দিয়ে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। বাকি ধাপ উঠে, তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে রাস্তাটা

ভালো করে দেখে নিলাম। বাইরে ঘন অন্ধকার। হঠাৎ একটা গাড়ির হেডলাইটের আলোয় জানলা ভরে যেতেই চট করে লুকোলাম। ইঞ্জিনের শব্দও শোনা গেল। বুঝলাম ওরা এসেছে।

দরজার কপাটের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। পায়ের শব্দে বুঝলাম, ওদের একজন গাড়িতেই রয়ে গিয়েছে। হ্যাঙ্ক্ ঘরে পা দিতে যে মুহূর্তে আমি হ্যাঙ্ক্‌কে দেখলাম সেও ঠিক তখনই আমাকে দেখল। ওর বদলে জ্যাক্ হলে আরো খুশি হতাম। বুকদুটো তখনো ব্যথায় টন-টন করছিল। হ্যাঙ্ক্ কিন্তু একটুও অবাক না হয়ে ডান হাত দিয়ে জ্যাকেটের থেকে কি যেন বের করে আনার চেষ্টা করল। ওকে সে সুযোগ দিলাম না। এক লাথিতে কপাটটা পুরো বন্ধ করে দিয়ে চেয়ারের পায়াটা সজোরে ওর মাথায় কষিয়ে দিলাম। ও ছ'ফুট দূরে মুখ থুবড়িয়ে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত ওর কী দশা হল তা দেখার অপেক্ষা না করে ওর প্যান্টের বেল্ট থেকে ঝুলন্ত পিস্তলটা খুলে নিয়ে ভাল করে দেখে নিলাম। '৪৫ সাইজের, অত্যন্ত শক্তিশালী অটোমেটিক পিস্তল। ওর প্যান্টের পকেটে আরেকটা পিস্তল পেলাম। জানলা থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম জ্যাক্ গাড়িতে অপেক্ষা করছে। ও লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল। বুঝলাম, ওদের পরিকল্পনা যে ভণ্ডুল হয়েছে ও তা জানে না। ভূগর্ভস্থ কামরা থেকে আমাকে বের করে আনতে হ্যাঙ্কের যে সময় লাগার কথা ততটুকু অপেক্ষা করে রইলাম। তারপর দু'হাতে দু'টো পিস্তল নিয়ে, পা দিয়ে দরজা খুলে নিলাম।

স্পষ্টতঃ খুশি হয়ে জ্যাক্ পেছনে ঝুঁকে গাড়ির পেছনের সীটের বাঁ দিকের দরজা খুলে দিয়ে বলল, "চলে এসো, ডার্লিং।" গাড়িতে এক পা দিয়েই ওর নাকের ওপর পিস্তল উঁচিয়ে ধরলাম। ও সম্ভবতঃ ভাবল, আমি মেয়ে বলে পিস্তল কাজে লাগাতে পারব না। কিন্তু পর মুহূর্তে পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে নিজের পিস্তলের জন্য হাত বাড়াল। আমার আর উপায় রইল না। ওকে গুলি করলাম।

সাত

"ঐ কাজটা করে আপনি যে কী বোকামি করেছেন তা বুঝেছেন, মিস গ্রেগ্‌হার্ডি?" মিঃ ব্রাউন বললেন।

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্যার। তখন ভাল-মন্দ বুঝে কাজ করার মত সময় পাইনি।"

মিঃ ব্রাউন চোখ তুলে সোজা আমার দিকে তাকালেন। মুখ রাগে থমথমে। অফিসে পৌঁছেই মিসেস মেননের থেকে শুনেছিলাম উনি দারুণ চটে গিয়েছেন। রাগলে একটুও ভালমানুষ থাকেন না। চেঁচামেচি ত' করবেনই না, এমন কি একটুও চড়া গলায় কথা বলবেন না। কিন্তু যার ওপর চটেছেন তাকে এমন কাজে পাঠাবেন যা যে কোন আনাড়িও করতে পারে, এবং সে যথেষ্ট অনুতপ্ত হয়েছে এই ধারণা হওয়া অব্দি তার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন। একবার চটে গিয়ে উনি আমাকে এক পাইলটের ওপর নজর রাখার ডিউটি দিয়েছিলেন। পাইলটটি কোন ছোটখাট এক বিদেশী এয়ার লাইনের চাকরি করত। তাদের ছিল গোটা দুই ডাকোটা আর কয়েকটা বিশ্বযুদ্ধের পর উদ্বৃত্ত হওয়া এ্যাভ্রো-এ্যান্‌সন্‌ প্লেন, যেগুলি আফ্রিকার গোল্ড-কোস্ট থেকে অতলান্তিক উপকূলের দ্বীপগুলোর মধ্যে যাতায়াত করত। ওদের প্লেনে আমারও ডিউটি পড়ত। ঐ অঞ্চলে এত বিশ্রী গরম যে তাপমাত্রা কখনই ৯৬°'র নিচে নামত না। যাত্রীরা কখনই নিজেদের ছাগল-ভেড়া ছাড়া প্লেনে উঠত না। এক নাগাড়ে আট সপ্তাহ ঐ লাইনে ডিউটি করতে হয়েছিল। তার মধ্যে, যার ওপর নজর রাখার কথা ভোর থেকে সন্ধ্যা অব্দি সেই আমার পেছনে ছোঁক-ছোঁক করে অস্থির করে তুলত। কপালগুণে প্লেনের যান্ত্রিক স্ব-চালন ব্যবস্থার কথা ও জানত না। জানলে, আমাকে সারা দিন দৌড় করিয়ে ছাড়ত। যা হোক

কোন ভ্রান্ত কর্মচারীকে জাহান্নমে ঠেলে দেওয়ার আগে মিঃ ব্রাউন তার ত্রুটিগুলো খোলাখুলি পরীক্ষা করতেন, যাতে সে ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে।

আমরা একবার রোমের ঘটনার আলোচনা সেরে, তার বিশ্লেষণ করছিলাম। আমি জ্যাক্ বেচারীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে, গাড়ি নিয়ে রোমে সেনর বের্তোলির সঙ্গে যোগাযোগ করছিলাম। ওঁকে বললাম, একজন মৃত এবং আরেকজন অর্দ্ধমৃত বিদেশীকে লোপাট করার ব্যবস্থা করুন। বের্তোলি কাজ হাসিল করতে করতে আমি লণ্ডনের মাঝ-পথ পেরিয়ে গেলাম। মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করার পর জানতে পারলাম জ্যাক্‌কে যথাস্থানে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু চাপ বেঁধে পড়ে থাকা এক গাদা রক্ত ছাড়া আর সব চিহ্ন মুছে দিয়ে হ্যাঙ্ক্ পালিয়ে গিয়েছে। এবং বোর্তালির অত প্রভাব সত্ত্বেও জ্যাক্‌কে কবর দেওয়া নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। অন্ততঃ জানাজানি এড়ানো যায় নি। মিঃ ব্রাউনের চটার এও একটা কারণ। অন্য কারণও ছিল। "আমি কি একথা সত্যি বলে ধরে নিতে পারি যে প্রফেসর বেটম্যানের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল?" মিঃ ব্রাউন বললেন। "হ্যাঁ, পারেন স্যার," আমি বললাম।

মিঃ ব্রাউন বললেন, "সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠ?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, যতটা ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব।"

"আমি কি এও ধরে নিতে পারি মিস গ্রেগহার্ডি, যে এই ঘনিষ্ঠতা শুধু দৈহিক স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল না?" আমি উত্তর দিলাম, "যদি জানতে চান প্রফেসর বেটম্যানের প্রেমে পড়েছিলাম কিনা, আমি বলব পড়েছিলাম।"

উনি মাথা নাড়লেন। "আপনাকে নিয়ে কী যে করব, আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না।"

মিঃ ব্রাউন এক বিরক্তি ধরানো বুড়ো ভণ্ড। কেবল মাত্র ডিউটি সংক্রান্ত কাজ হাসিল করার উদ্দেশ্যে যদি ডনের অঙ্কশায়িনী হতাম,

উনি তবে খুশি হতেন। ঐ কারণেই উনি সুন্দরীদের কাজে লাগান। কিন্তু ডনের কাছে নিজের প্রাণ-মন হারিয়ে যে অমার্জনীয় অপরাধ করেছি উনি তার জন্য আমাকে রাগে ঝলসাতে চাইছিলেন। "ঐ কাজের দরুন আপনার এই চাকরির স্থিতি কতটা প্রভাবিত হবে ইত্যাদি গভীর তাৎপর্যগুলো পরে আলোচনা করব," উনি সাড়ম্বরে বলে চললেন, "কিন্তু ওরা প্রফেসর বেটম্যানের থেকে কতটা জানতে পেরেছে তা অনুমান করার চেষ্টাই বর্তমানে আরো গুরুত্বপূর্ণ।" "ওরা কিছু জানতে পারেনি," আমি সোজা জবাব দিলাম।

উনি বললেন, "কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি অত্যন্ত বেশী নিশ্চিত।" আমি বললাম, "ডন···প্রফেসর বেটম্যান যদি ওরা যা চায় তা বলে দিতেন তবে রোমে ওদের আমাকে ধরার প্রয়োজন হত না, স্যার। আমাকে ধরার অর্থ একটা ত্রুটি সংশোধনের শেষ চেষ্টা।"

"কি করে ?" মিঃ ব্রাউন জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, "অত্যুৎসাহের দরুণ প্রফেসর বেটম্যানকে খুন করে ওদের শেষ আশা এই সম্ভাবনায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল যে বেটম্যান হয়ত তাঁর কাজ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেছেন, কিংবা সুরক্ষার জন্য আমাকে কিছু দিয়েছেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা ওদের অধিকতর প্রিয় মনে হওয়ার কথা।"

"বেটম্যান কিছু দিয়েছিল নাকি ?" আমি বললাম, "না, স্যার দেননি। কারণ ওঁর দেওয়ার কিছু ছিল না। আমি আগেও একথাই বলেছি। ডন বেটম্যান শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাপত্র পড়ার জন্য বম্বে গিয়েছিলেন। সপ্তাহ কয়েক আগে বম্বের সমুদ্র থেকে একটি লাশ উদ্ধারের ঘটনার এ কাহিনীর সঙ্গে একটুও সম্পর্ক নেই। এর সঙ্গে ঘটনাটির যোগ কেবল দৈবক্রমে কাছাকাছি সময়ে ঘটা পর্যন্ত। আমাদের সবার বরাত একদিক থেকে ভাল কারণ ওরা যে গোপন তথ্য খুঁজছিল তা আদায় করে নেওয়ার আগেই প্রফেসর মারা গিয়েছেন।" ডনের মৃত্যুর কথাটা অত ন্যাড়াভাবে বলতে গিয়ে আমার চোখে জল এল।

মিঃ ব্রাউন তাতেও খুশি হলেন মনে হল না। "আপনি প্রফেসর বেটম্যানকে মারা যেতে দেখেননি, দেখেছেন ?"

"না, স্যার, দেখিনি। কিন্তু দেখেছি হিজড়েটা প্রফেসরকে কি যেন করল। সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসরের দেহ রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল। ঠিক তারপরই আমাদের প্লেনে উঠতে হয়েছিল বলে বাকিটা দেখার দুর্ভাগ্য হয়নি।"

তবু উনি খুশি হলেন মনে হল না। "আমেরিকানটাকে গুলি করে মেরে আপনি খুব ভুল করেছেন। ফাইল থেকে ওকে চিনতে পেরেছেন ?" আমি বললাম, "না, স্যার, পারিনি।"

"সুতরাং এত বড় একটা কাণ্ডের মধ্যে কেবল ঐ 'হিজড়েটা'কে সনাক্ত করা গিয়েছে ?"

"হ্যাঁ, স্যার। সেনর বের্তোলিই সনাক্ত করেছেন। আমি এখনো জানি না ও কে ?"

"আপনি আপনার বাড়ির-পড়া ঠিক মত তৈরি করছেন না, মিস গ্রেগহার্ডি," মিঃ ব্রাউন খুব ঠেস মেরে বললেন। 'বাড়ির-পড়া' মানে সারা বিশ্বের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর থেকে পাওয়া নামজাদা বজ্জাতদের ফটোর সঙ্গে তাদের পূর্ণ বিবরণ যা অবসর সময়ে আমাদের কণ্ঠস্থ করে ফেলার কথা। কিন্তু গত ক'মাসে উনি আমাকে তেমন অবসরই দেননি।

"আমি আমার ত্রুটি সংশোধন করব, স্যার।"

"হ্যাঁ, করবেন, মিস গ্রেগহার্ডি। গোড়া থেকে লোকটির পরিচয় জানা থাকলে আমরা অনেক ঝামেলা এড়াতে পারতাম।" তা কি করে হত, আমি বুঝতে পারলাম না। পরিচয় জানা থাকলেও, কোন-মতেই টেকোটাকে রুখতে পারতাম না। কিন্তু, মিঃ ব্রাউনকে তা বলে লাভ নেই। "আপনার মতে, এই পরিস্থিতিতে আমরা বেটম্যান সম্পর্কে আমাদের ফাইলটা বন্ধ হয়ে গেল ধরে নিতে পারি ?" মিঃ ব্রাউন জিজ্ঞেস করলেন। ওঁর কাছে ঐ পরিস্থিতির একমাত্র তাৎপর্য

বেটম্যান সম্পর্কে ফাইলটা চিরতরে বন্ধ করে ধূলো বোঝাই একটা ক্যাবিনেটে ঠেসে রাখতে সীমাবদ্ধ। আমি বললাম, "হ্যাঁ, স্যার, আমি তাই মনে করি।

"আপনি কি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে আপনি কোন ভুল করেননি?" আমি ইতিবাচক মাথা নাড়ালাম। "আপনি আমাকে হতাশ করলেন, মিস গ্রেগহার্ডি।"

"আমি লজ্জিত, স্যার। কিন্তু, কি করে হতাশ করলাম জানতে পারি, স্যার?"

"মনকে আরো পেছন দিকে ফিরিয়ে ভাবুন, মিস গ্রেগহার্ডি। ভাল করে ভাবুন।"

আমি ভাবতে লাগলাম। অনবরত ডনের কথা মনে পড়তে থাকল: যে অবস্থায় ওকে শেষবার দেখেছি, সে অবস্থায় নয়, ওকে প্লেনে উঠতে দেখে যখন আমি এগিয়ে গিয়ে ওকে সীটে বসিয়েছিলাম, সেই অবস্থায়। "না, স্যার কিছু মনে পড়ছে না···এক মিনিট। হ্যাঁ, মনে পড়েছে।"

"আঃ। তাই বলুন।" আমি যেন পরশমাণিক পেয়েছি, মিঃ ব্রাউন এমন ভাবে বললেন।

"না, স্যার, ফাইলটা বন্ধ করা যাবে না।"

"কেন যাবে না, মিস গ্রেগহার্ডি?"

সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা মৃত লোকটির জন্য। প্রফেসর বেটম্যানের সংস্থা এবং তাঁর আতত্রয়ীদের যোগসূত্র এখনো নিঃশেষ হয়নি।"

"বাহাদুর, মিস গ্রেগহার্ডি, বাহাদুর। এবং···?"

"ওরা দু' দু'বার চেষ্টা করেছে। তৃতীয়বারও করবে ভেবে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।"

"ঠিক তাই," মিঃ ব্রাউন প্রায় হেসে বললেন। "কপাল ভাল, সমস্যাটা আমাদের ঘাড় থেকে নামতে চলেছে। আপনাকে আগেও বলেছি, গ্রেশাম কোম্পানি চায় বেটম্যানের বিভাগ আমেরিকায় গিয়ে

কাজ করুক। বেটম্যানের অবর্তমানে ওদের প্রস্তাবে কেউ বাধা দেবে না। কল্পনা করুণ, পুরো বিভাগটা আরেক সপ্তাহের মধ্যে ইংল্যাণ্ড থেকে উঠে যাবে।"

"কল্পনা করে আমাদের লাভ কোথায়? বেটম্যানই ত' মারা গিয়েছেন।"

মিঃ ব্রাউন বিশ্রী হাসলেন। "আমি জানতাম, আপনার মতামত নিরপেক্ষ হবে না। যেকোন গবেষণা যৌথ প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়। বেটম্যান অবশ্য ঐ প্রচেষ্টার অগ্রদূত ছিলেন। তবু, উনি না থেকেও কাজটা একই রকম চল্‌তে থাকবে।"

ঐ মুহূর্তে কেউ যদি আমাকে একটা ছুরি হাতে দিয়ে বলত, মিঃ ব্রাউন অথবা হিজড়ের দেহে বসিয়ে দিন, আমি মিঃ ব্রাউনের দেহে বসিয়ে দেওয়া শ্রেয় মনে করতাম। এমন সময় যে প্রসঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশী ভয় উনি তারই অবতারণা করলেন। "বেটম্যান সম্পর্কে আমার পূর্ব ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলে আপনি কি করতেন মিস গ্রেগহার্ডি? ধরুন যদি ওঁকে খুন করতে বলতাম?"

"আমি যদি নিশ্চিত হতাম যে উনি দোষী, সেক্ষেত্রে খুন করতাম।"

"যদি নিশ্চিত হতেন, তবে?" আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "আমি বলায় হত না, আপনি নিজে নিশ্চিত হলে খুন করতেন?" আমি আবার সায় দিলাম। "বেশ, আপনি অন্ততঃ সত্যি কথা বললেন," মিঃ ব্রাউন এমন করে বললেন যেন সত্যি কথাটা অনুচ্চারণযোগ্য নোংরা কথা, "আমার মনে হয়, আপনার এখন ছুটি নেওয়া প্রয়োজন।"

"হ্যাঁ, স্যার," আমি জবাব দিলাম। ঠিক তক্ষুণি ছুটি নেওয়ার প্রস্তাবে আমার দেহ যেন হিম হয়ে যাচ্ছিল। তবু মিঃ ব্রাউনের মত বদলানোর উপায় নেই। এমন সময় উনি আশার একটি ক্ষীণ রজ্জু ছুঁড়ে দিলেন, "আমি আপনার সব ডিউটি বাতিল করে দিতে পারি, কিংবা আপনি কেবল এয়ার হোস্টেসের ডিউটি করতে থাকুন-এ দুটি প্রস্তাবের যেটি আপনার পছন্দ, মিস গ্রেগহার্ডি।"

আমি আশার সূত্রটি বাগিয়ে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "আমি এয়ার হোস্টেসের ডিউটি করে যেতে চাই।"

"বেশ, যে রুট পছন্দ, মিসেস মেননকে জানাবেন। উনি ব্যবস্থা করে দেবেন।"

"ধন্যবাদ, স্যার," আমি উঠে দাঁড়ালাম। দরজা অব্দি গিয়ে ফিরে দাঁড়ালাম। আর যা হোক ওঁর কথার তিন-চতুর্থাংশ সত্যি, এবং দোষ স্বীকার করলে উনি অন্তত: আমার শ্বাসরোধ করবেন না। বললাম, "আমি অত্যন্ত লজ্জিত স্যার। আর কখনো এরকম ভুল করব না।"

হঠাৎ ওঁকে প্রায় রক্ত-মাংসের মানুষ মনে হল। উনি বললেন, "হয়ত তৃতীয়বারটা আপনার পক্ষে শুভ হবে, মিস গ্রেগহার্ডি। কিন্তু ঐ কাজটা নিজের অবসর মত করার চেষ্টা করবেন।"

আমি হয়ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, "কোন কাজের কথা বলছেন আপনি ?"

"প্রেমে পড়া," উনি জবাব দিলেন। ঘরের আলোর জোর কম থাকলেও আমি হলফ করে বলতে পারি, কথাটা বলতে গিয়ে উনি লজ্জায় রাঙা হয়ে গেলেন।

আট

নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখি ফোন বাজছে। আমার মোটরগাড়ির সেলসম্যান বন্ধু নেমন্তন্ন করে বলল, ডিনারের জন্য অনেক কথা তোলা আছে। জানালাম ডিনারে যেতে পারব না, পরে ওকে ফোন করব। অফিসের গোমড়া মুখো স্কট ডাক্তার আমার ক্ষতে মলম-পটি লাগিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তখনো বেশ ব্যথা ছিল। তার সঙ্গে মনের খচখচে ব্যথা যুক্ত হয়ে সামাজিক লেনদেনের সব ইচ্ছে মুছে দিয়েছিল।

মিসেস মেননকে ফোনে জানালাম আর তিন দিনে ডিউটিতে যোগ

দিতে পারব। আমার পছন্দ ইউনাইটেড এয়ারলাইনের ন্যুইয়র্ক-লস্ এঞ্জেলস্ সার্ভিস। বেশ বড়সড় কোম্পানি। ওদের খুব সুনাম ছিল। আমেরিকান বন্ধু একটা প্রতিদ্বন্দ্বী লাইনে ফ্লাইট-ক্যাপ্টেনের চাকরি করত। আমি না চাইলে ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রশ্ন নেই। ইউনাইটেড এয়ারলাইনের কাজ আরো এইজন্য বেছেছিলাম কারণ, ডন যাই বলুক না কেন, আমি আমেরিকাকে ভালবাসতাম। আমেরিকার পূব আর পশ্চিম উপকূলের পার্থক্য; সুপটু, কেজো এবং প্রচণ্ড গতিময় ন্যুইয়র্ক আর আরামপ্রদ উত্তাপে ভরা লস্এঞ্জেলস্ আমার মন টানত। এক থেকে আরেক উপকূলে উড়ে যাওয়ার ডিউটি মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রকৃষ্ট উপায় মনে হত। বেশ কর্মব্যস্ত লাইন। ফলে মনের খেদ লালন করার অবসর মিলত না।

মিসেস মেননকে বলেছিলাম তিন দিন পরে ডিউটিতে যোগ দেব। ঠিক করেছিলাম ঐ ক'দিন নিজের মনে থাকব। ডনের স্মৃতি লালন করতে করতে নিজেকে শক্ত করে নেব। ভেবেছিলাম ডনকে মনের মণিকোঠায় স্থাপন করব। আমার মনের ঐ অবস্থাকে চলমান পৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রবৃত্তি বলা চলে না। আমি শুধু ডনকে মনের মন্দিরে চির ভাস্বর করে রাখতে চেয়েছিলাম। কারণ ঐ স্মৃতিটুকুই যে বাকী জীবনের একমাত্র অবলম্বন। আমাদের পরিচয় মাত্র তিনদিনের। ওর নিজের সম্পর্কে ও যতটুকু জানিয়েছিল তার বেশী আর কোন কিছু জানতাম না। শুধু একবার ও কোথায় থাকে, কোথায় কাজ করে, কাদের সঙ্গে কাজ করে জানার ইচ্ছে হয়েছিল।

ক্যামলাণ্ড জায়গাটা শুনতে যেমন অপরিচিত বাস্তবে তেমনি দূর। পৌছনোও মুস্কিল। যা হোক পরদিন বিকেল সাড়ে চারটেয় ওখানে পৌছলাম। গ্রামে একটা পানশালা আছে। পানশালার মালিক-মালিকানী সাধারণতঃ ঘর ভাড়া না দিলেও নতুন মুখ দেখে খুশি হল।

আমার মৃদু আপত্তি না শুনে ওরা ছেলেকে তার ছোট বোনের ঘরে শুতে পাঠিয়ে, আমাকে তার ঘরে থাকতে দিল।

ছোট ব্যাগটা খুলে বসে গোছগাছ করতে করতে নিজেকে আবার মানুষের মত লাগছিল। আয়তনে ছোট হলেও ঘরটার স্বাভাবিকত্ব আশ্বাসপ্রদ। এক দেওয়ালে জনপ্রিয় বিট্‌ল্ গাইয়েদের একটা ছবি। তার পাশে অভিনেত্রী স্যাণ্ডি শ'-এর ছবি ঝুলছে। চাল থেকে তিনটে বিশ্রী মডেল এরোপ্লেন ঝুলছে। ঘরে ঢোকার মিনিট দু'য়েকের মধ্যে তিনটের একটাকে অনিচ্ছাকৃত ধাক্কায় নষ্ট করে ফেলে, মনে মনে বললাম পরে একটা নতুন কিনে দিতে হবে। গৃহস্বামিনী ডোরা গিবন একটা ড্রয়ার ছেড়ে দিলেন। তাতে আমার জিনিষপত্র রাখলাম। উনি পোষাকের আলমারির একটা অংশ আর গোটা কয়েক হ্যাঙ্গারও দিলেন।

নিজেকে একটু পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে একতলায় গিবনদের সঙ্গে চায়ের নেমন্তন্নে যোগ দিতে চললাম। ওরা অল্প বয়সী দম্পতি। সবে এডেন থেকে এসেছে। এডেনে ওদের ছোটখাটো আমদানি-রপ্তানির কারবার ছিল। বৃটিশ রাজ অবসানের পর দেশে ফিরে জমানো পুঁজি দিয়ে ক্যামল্যাণ্ডের পানশালটি কিনেছে। ঐ ব্যবসায়ে নিজেদের পেট চললেই ওরা খুসি। সেদিক থেকে কারবারটা মন্দ নয়। জিম গিবন একটু বেশী হাসিখুশি মানুষ। ডোরাও ভারি মিষ্টি মেয়ে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি ডোরাকে লণ্ডনে কেনাকাটা করতে কিংবা থিয়েটার দেখতে এলে আমার ফ্ল্যাট ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

পানশালা খুলল সাড়ে পাঁচটায়, কিন্তু সাড়ে ছ'টার আগে কেউ এল না। তারপর হঠাৎ ভারী ওয়েলিংটন বুট আর টুইডের পোষাকপরা বড়সড় চেহারার লোকে জায়গাটা ভরে গেল। মেয়ে মাত্রই এক এক সময় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে চায়। সেটা তার মনোবল বৃদ্ধির সহায়ক। সে সন্ধ্যায় আমার মনোবল পাঁচশো গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমবেত পুরুষমণ্ডলী ছিল মানুষ হিসেবে চমৎকার। অপরিচিতাকে পেয়ে ওরা স্কুলের ছেলেদের মত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। কারণ

অপরিচিতাটি লণ্ডন থেকে আগত এক চোখ ধাঁধানো যুবতী ; দ্বিতীয়ত সে পরেছে এক মোটামুটি খাটো স্কার্ট ; এবং তৃতীয়ত তেমন নোংরা গপ্পো না হলে তার শুনতে আপত্তি নেই। সাড়ে আটটা নাগাদ পানশালা ভরে গেল। ডোরা কাউন্টার থেকে ঝুঁকে, দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "এবার প্রফেসর বেটম্যানের কয়েকজন লোক আসছে।"

ভিড়ের ফাঁক দিয়ে শুধু দু'জন পুরুষকে দেখতে পেলাম। ওরা নিজেদের ওভারকোট খুলছিল। পরিপাটি ধূসর রঙের স্যুটপরা মাঝবয়সী লোকটিকে প্রফেসর মনে হল। আলু থালু স্পোর্টস জ্যাকেট আর লাট হওয়া প্যান্টপরা সঙ্গীটি ওর থেকে কম বয়সী। সম্ভবতঃ তিরেশের কাছাকাছি। দেখে খেলোয়াড় মনে হয়। ওর নাকটা কোথায় যেন একটু ভাঙা। তাতে মুখটা একটু ভাঙাচোরা দেখালেও, আকর্ষক লাগে। ডোরা ডাকতে, ওরা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। ডোরা পরিচয় করাল, "ইনি পিটার স্মাইথ, ইনি টিম হরবেরি। আর, এ বেলা গ্রেগহার্ডি। ডন বেটম্যানের বান্ধবী"।

ওরা দু'জনই কি করবে ঠিক করতে পারল না। ওরা একদিকে যা ঘটে গিয়েছে তার জন্য সমবেদনা জানাতে, অপরদিকে ডনের এক বান্ধবীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করতে চাইছিল। অল্প বয়সী পিটার ও ক্যামল্যাণ্ডের মত অজ পাড়াগাঁয়ে এক মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া সুন্দরীর অভাবনীয় আবির্ভাবে ফুর্তি চেপে রাখতেই পারছিল না। "ডনের সঙ্গে কি আপনার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল?" নিজের গ্লাসে পানীয় ভরে নিয়ে হরবেরি জিজ্ঞেস করল।

"খুব ঘনিষ্ঠ", আমি বললাম, "তবে, খুব বেশী দিনের নয়।" যে প্লেন থেকে ডন অপহৃত হয়েছে সে প্লেনে আমিও ছিলাম, একথা বললাম না। বললে, ওরা আরো খুঁটিয়ে জানতে চাইত। অথচ আমার সেই মর্মন্তুদ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে ইচ্ছে করছিল না।

"আশ্চর্য, ডন কখনো আপনার কথা বলেনি", হরবেরি বলল।

"বললে খুব মজা হত," পিটার বলল, "নিজের ব্যক্তিগত জীবন

সম্পর্কে আমাদের নেতা দারুণ স্পর্শকাতর ছিল দেখছি।"

ওর কথার প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ হঠাৎ কর্কশ ভাবে আঘাত করল। হরবেরি ওর দিকে আড় চোখে তাকাল। পিটার ঈষৎ রক্তিম হয়ে পানপাত্রে নাক ডোবাল। "ডনকে হারিয়ে আমাদের খুব খারাপ লাগছে, হরবেরি বলল, "কিন্তু আপনার নিশ্চয় আরো খারাপ লাগছে কি বলেন?"

বুঝলাম, হরবেরি কথা বের করতে চায়। আমি বললাম, "আমার খুবই খারাপ লাগছে, যদিও তেমন বেশী দিনের পরিচয় নয়।" ঠিক কতদিনের পরিচয়, ঐ জায়গাটায় হেঁয়ালি রেখে দিলাম।

"ভারি বিশ্রী ঘটনা," হরবেরি বলল, "আমরা, অবশ্য, জানি না ওর ঠিক কী ঘটেছে। হয়তো কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। ও ফিরে এলেই সব জানা যাবে।"

লক্ষ্য করলাম ওরা ডন সম্পর্কে বর্তমান কালে কথা বলছিল। ওরা জানত না যে ডন খুন হয়েছে। ওরা জানত প্লেন থেকে অপহৃত হওয়ার পর ও নিখোঁজ হয়েছে। সুতরাং ওর সম্পর্কে অতীত কাল প্রয়োগ করে আমি এক মারাত্মক ভুল করেছি। এবার সাবধান হতে হবে। এ পার্থক্যটা ধরতে না পারলেও, ওরা সন্তর্পণে অনুসন্ধান চালাতে লাগল। হরবেরি বলল, 'ডন নিখোঁজ হয়েছে জেনেও আপনি এখানে এসেছেন শুনে অবাক লাগছে।"

পানপাত্র থেকে নাক তুলে পিটার বলল, "ওসব কথা ছাড়ো, টিম।"

হরবেরি হাসল, "তা না হয় ছেড়ে দিলাম। এমন এক সুন্দরীর সান্নিধ্য পেয়ে আমিও খুবই আনন্দিত। শুধু বলছিলাম, আমি একটু অবাক হয়েছি।"

"আমি নিজের কাজে ব্রাইটন-এ এসেছিলাম," আমি বললাম, "তাই ভাবলাম ফেরার পথে এ জায়গাটাও দেখে যাই। ডনের মুখে এ জায়গার কথা অনেক শুনেছি।" পিটার একথা মেনে নিলেও, হরবেরি সন্তুষ্ট হল না। বুঝলাম, ও বেশ ভোগাবে।

এমন সময় একটা ক্যারম বোর্ড দেখতে পেয়ে পিটার আমাকে

অধিকতর লজ্জার হাত থেকে উদ্ধার করল। ও বলল, "আপনি ক্যারম খেলেন, মিস গ্রেগহার্ডি?" বললাম, আমি ক্যারম খেলি। আমরা বোর্ডের দিকে এগোলাম। আগে থেকে ক্রীড়ারত কয়েকজনকে পিটার বলল, "তোমরা এবার ওঠো। আমরা খেলব।" হরবেরি এসে বলল, "আমি আপনাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে পারি?"

"অবশ্যই পারেন," আমি বললাম, "আপনি থাকলে মনোবল পাব। আমি খুব খারাপ খেলি।"

"পিটারও ভাল খেলে না। কিন্তু ও তবু মানবে না। আমি আপনাদের জন্য পানীয় নিয়ে আসছি," হরবেরি বলল।

হরবেরি ফিরতে ফিরতে আমি পিটারের থেকে বেশ কয়েক পয়েন্ট এগিয়ে গিয়েছি। পিটার তা বলে মন খারাপ করছিল না। ওর গুটিগুলো কিছুতেই পকেটে ঢুকছিল না। হরবেরির হাত থেকে এক গ্লাস পানীয় নিয়ে ও বলল, "ইনি কেবল সুন্দরীই নন। অনেক গুণেরও অধিকারী।

"আমি সম্পূর্ণ একমত," হরবেরি জবাব দিল। পরের বার স্ট্রাইকার পেয়ে অনেক টিপ করেও গুটিগুলো পকেটে ফেলতে পারলাম না। হরবেরি আমাকে বেশ ঘাবড়িয়ে দিয়েছিল।

সাড়ে দশটায় জিম হাঁকল, বন্ধ করার সময় হয়েছে। এগারোটা বাজতে দশে পানশালা ফাঁকা, হয়ে রইলাম শুধু আমি আর জিম। পরদিন পিটারের লাঞ্চ আর ডিনারের নেমন্তন্ন এড়াতে পারলেও, কথা দিতে হয়েছিল যে ঐ সন্ধ্যায় ও আমাকে পানশালার একই কোণে দেখতে পাবে। ডোরা আর জিমের সঙ্গে আমি পানপাত্রগুলো ধুয়ে মুছে রাখছিলাম। ডোরা বলল, "চমৎকার মানুষ"—অর্থাৎ পিটার স্মাইথ আর টিম হরবেরি। আমি সায় দিলাম, "সত্যিই চমৎকার।"

"টিম মাঝে মাঝে গোমড়া মুখো হয়ে গেলেও, যখন হাত-পা ছড়িয়ে গল্প করে তখন ভারি অমায়িক মানুষ," ডোরা বলল।

"ওরা ঠিক কী কাজ করে?" প্রশ্ন করলাম।

"ঠিক কী করে তা জানি না। শুনেছি খুব গোপনীয় ধরনের কাজ ওদের। কোন বাইরের লোক, এমন কি ফেরিওলাদেরও কারখানার ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না।"

পানশালা পরিষ্কার করে, এক কাপ চকোলেট খেতে আমরা রান্না ঘরে গেলাম। রাস্তা থেকে আধা আলোয় ঘরের কড়িকাঠ গুণতে গুণতে মাঝরাত নাগাদ ঘুমে তলিয়ে গেলাম। সকাল সাড়ে ন'টায় এককাপ চা নিয়ে এসে, ডোরা আমার ঘুম ভাঙিয়ে জানাল, "নিচে একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।" জিজ্ঞেস করলাম, "কে?" গতরাতে আলাপ হওয়া পিটার স্মাইথ আর টিম হরবেরি ছাড়া আর কারো কথা মনে এল না।

"ভদ্রলোকের নাম মিঃ জেমিসন। উনি কাজ করেন······ঐ প্রফেসর বেটম্যান যেখানে কাজ করেন, সেখানে।"

"উনি কী চান, ডোরা?"

"আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, সুন্দরী।" আমরা দু'জনই দরজার দিকে তাকালাম। দোরগোড়ায় একটি লোক দাঁড়িয়ে। স্বল্পবাস পরে ঘুমানো আমার অভ্যাস। তড়িঘড়ি বেশবাস সামলাতে লাগলাম। আর, ডোরা আমার হয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল, "সত্যি, মিঃ জেমিসন, এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। আমি ত' আপনাকে বললামই, মিস গ্রেগ্‌হার্ডিকে আপনার কথা বলছি।"

"পাছে উনি জানলা গলে পালান, এই ভেবে, বুঝলেন না······?" পাক-খাওয়া চেহারার ছোটখাটো মানুষটি। উজ্জ্বল লালচে মুখ। পেছন দিকে ওল্টানো বালি-রঙ চুল। চেক শার্ট আর লেবু-রঙ টাইয়ের সঙ্গে টুইডের স্যুট আর ওয়েলিংটন বুট পরে ওর গায়ের রঙ খোলতাই হয়নি। ফ্যাকাশে চোখের ধারগুলো গোলাপী, অনেকটা শুয়ারের চোখের মত। লোকটাকে দেখে একটুও ভাল লাগল না।

"জানলা গলে পালাবে, আপনি কী বলছেন?" ডোরা বলল।

"ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন্ না, মিসেস গিবন," ও আমার দিকে ইঙ্গিত করল।

ডোরা প্রথমে হতভম্ব হয়ে, শেষে বলল, "আমার স্বামীকে ডেকে আনছি।"

"ওসব করতে হবে না, ডোরা," আমি বললাম, "মিঃ জেমিসন যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে এতই ব্যগ্র হন বুঝতে হবে তার সঙ্গত কারণও আছে।"

"বুদ্ধিমতী মহিলা," জেমিসন বলল, "আপনি এগোন, মিসেস গিবন।"

"আপনিও এগোন, মিঃ জেমিসন," আমি বললাম, আমি পোষাক পরে নিয়ে পনেরো মিনিট পরে একতলায় নেমে আপনার সঙ্গে কথা বলছি।"

ও জানলাটা দেখে সম্ভবতঃ সিদ্ধান্ত করল জানলাটা আমার পালানোর পক্ষে অত্যন্ত ছোট। বলল, "ঠিক আছে, পনেরো মিনিট।" ও পেছন ফিরে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ডোরা হতভম্ব ভাব এবং এবং কৌতূহল মিশ্রিত চাউনি নিয়ে আমায় দেখছিল। বিছানা থেকে উঠে, আমি বললাম, "লোকটি কি করে ডোরা?"

"সিকিউরিটি বিভাগে কি যেন করে," ডোরা বলল, "বড় একটা পানশালায় আসে না। ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?" আমি বললাম, পরিচয় নেই। ডোরা যোগ করল, "জানলা গলে পালানোর কথা ও কি যেন বলছিল? ওটা সত্যিই বাড়াবাড়ি। এডেনে ঐ ধরনের আচরণ অনেক দেখা গেলেও আমাদের ক্যামলাগে তা ভাবতেও পারি না।"

"ও নিয়ে ভেবো না," আমি বললাম, "ও কি চায় জেনে নিয়ে ওকে বিদায় করে দিচ্ছি।" ডোরা বেজার ভাবে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চলে গেল। আমি পোষাক পরতে লাগলাম।

জেমিসন শূন্য পানশালায় অপেক্ষা করছিল। জিম বার কাউণ্টারে ছিল। আমি ঢুকতে জেমিসন উঠে দাঁড়াল—কিছুটা শিষ্টতা আর কিছুটা সতর্কতার জন্য। ও ভূমিকা ছাড়াই প্রশ্ন করল, "আপনি প্রফেসর বেটম্যানের বান্ধবী?"

"ধরে নিন তাই।" দেখলাম, আমার জবাবে ও একটু হতচকিত হল।

"আপনি টিম হরবেরিকে বলেছেন যে আপনি……"

"আমি টিমকে যাই বলে থাকি না কেন তা আপনার জ্ঞাতব্য নয়। তাছাড়া, আপনি যেভাবে আমার শোবার ঘরে ঢুকে পরে, অভব্য মন্তব্য করে আমাকে এবং আমার গৃহস্বামিনীকে অপ্রস্তুত করেছেন তা অত্যন্ত আপত্তিজনক। আমি এত বিরক্ত হয়েছি যে যে-কথা জানার জন্য আপনি স্পষ্টতঃ উদ্‌গ্রীব হয়েছেন তা আপনাকে বলব না।" মনে মনে বললাম, যেমন শুয়োর-মুখো মানুষ, এবার নাক উঁচু করে কেবল দুর্গন্ধ শুঁকে বেড়াও।

ওর লাল মুখ আরো লালচে হল। ও এ ধরনের কথা শুনতে অভ্যস্ত নয়। বিশেষতঃ এক যুবতীর কাছে। "শুনুন, মিস গ্রেগ্‌হার্ডি—ওটা অবশ্য, যদি আপনার আসল নাম হয়ে থাকে—তবে……"

"আপনার ধারণা, আমি ভুয়া নাম ব্যবহার করি?"

"এ অঞ্চলে সন্দেহজনক চালচলন দেখলে তা তদন্ত করা আমার কাজ। গতরাতে আপনার সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে আপনি ঐ শ্রেণীতে পড়েন।"

"আমি পিটারকে ক্যারমে তিন গেমে হারিয়ে বাজি জিতে তা দিয়ে ওকে আর টিমকে এক গ্লাস করে জিন খাইয়েছি—এটাই কি আপনার মতে সন্দেহজনক চালচলন?"

"আপনি যে প্রফেসর বেটম্যানের বান্ধবী তা কি অস্বীকার করতে চান?"

"আমি আদৌ অস্বীকার করছি না।"

"আমিও ভেবেছিলাম, আপনি অস্বীকার করবেন না," জেমিসনের কণ্ঠস্বর কিছুটা আশ্বস্ত শোনাল। "ক্যামল্যাণ্ডে আপনার কাজের ধরণটা জানতে পারি?"

"টিম কি আপনাকে সেটাও বলেনি?"

"আমি আপনার থেকে শুনতে চাই, মিস গ্রেগ্‌হার্ডি।"

"আমি ব্যক্তিগত কাজে ব্রাইটনে এসেছিলাম। ভাবলাম, ফেরার পথে এ জায়গাটাও দেখে যাব।" আমার সাফাই গতরাতের মত নির্ভরযোগ্য শোনাল না।

"প্রফেসর বেটম্যান এখানে নেই জেনেও?" আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। "আপনার জবাব শুনে পুরো সন্তুষ্ট হতে পারলাম না, মিস গ্রেগ্‌হার্ডি," জেমিসন সাড়ম্বরে জানাল।

"আপনার সন্তুষ্টিবিধান আমার কর্তব্যের তালিকায় পড়ে না, মিঃ জেমিসন।"

আমার শ্লেষ অগ্রাহ্য করে ও বলল, "আরো কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।"

"দুঃখিত, যেতে পারব না।"

"দুঃখিত, যেতে পারব না,—মানে?"

"মানে প্রথম প্রাপ্তব্য যানবাহনে লণ্ডনে ফেরা ছাড়া আমি আর কোথাও যাব না।"

ওর গালে সাদা দাগ দু'টো আবার ফুটে উঠল। "শুনুন, মিস গ্রেগহার্ডি......"

আমি স্থির করেছিলাম ওকে আর বাড়তে দেব না। বললাম, "বরং আপনি শুনুন—নিজের কর্মস্থলে আপনি একজন কেউ-কেটা হতে পারেন, কিন্তু এটা সে জায়গা নয়। আমি ধরে নিচ্ছি, প্রফেসর বেটম্যানের সংস্থার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা আপনার কাজ। সুতরাং সে কাজটাই করুন। আমাকে অযথা বিরক্ত করলে, পুলিশ ডেকে এক মহিলার শোবার ঘরে জোর করে ঢোকার অভিযোগে আপনাকে

ফাঁসিয়ে দেব।" আমি রেগে, পেছন ফিরে পানশালার বাইরে পা বাড়ালাম। কিন্তু, বোকার মত শেষ খোঁচাটী দেওয়ার লোভ সামলাতে না পেরে যোগ করলাম, "আপনি নিজের দায়িত্ব ঠিকমত সম্পাদন করলে হয়ত ডনকে বুঝিয়ে বিদেশে যাত্রা থেকে নিরস্ত করতে পারতেন। তাহলে এসব কিছুই ঘটত না।"

স্পষ্ট বুঝলাম, ওতেই কাজ হল। ও চট করে ছুটে এসে শক্ত মুঠিতে আমার এক হাত ধরল। "প্রফেসর বেটম্যানের বিদেশে যাত্রা বাতিল করা প্রয়োজন ছিল কেন বলছেন?" জেমিসনের চোখদুটো রাগে শুয়ারের মত পাক খাচ্ছিল। শেষ রক্ষা করার জন্য আমি একটা ধাপ্পা দিলাম, "উনি তাহলে ইংল্যাণ্ডেই থাকতেন।"

কাজ হল না। ওর মুঠি আরো শক্ত হল। ওর চেহারা অনুপাতে কব্জির জোর অবিশ্বাস্য রকম বেশী। "কিন্তু, সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে, আমি ওঁকে সাবধান করতে যাব কেন?"

"আমার হাত ছাড়ুন, মিঃ জেমিসন।"

"আপনি এখনো আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।"

ওকে আরেকটা সুযোগ দিলাম। "আপনি আমার হাত না ছাড়লে, আপনার হাত ভেঙে দেব," আমি বললাম। ও মুঠি আরো শক্ত করল। সুযোগ বুঝে, আমার পা দিয়ে, ওর পায়ে এক প্যাঁচ কষে দিলাম। দু'চোখে আগুন ঝরাতে ঝরাতে ও ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মেঝে থেকে উঠে পড়ল। তারপর, দরজার বাইরে গিয়ে হাঁকল, "এই, তোমরা দু'জন এসো ত।" সঙ্গে সঙ্গে দু'টি শক্ত-সমর্থ, বড়সড় চেহারার যুবক ভেতরে চলে এল। ওদের গায়ে নিরুপত্তা কর্মীর পোষাক। তেমন সুযোগ পেলে ওদেরও তাক লাগিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমার আর বাধা দেওয়ার শক্তি ছিল না। ধরা দিলাম।

পানশালা থেকে মাইল তিনেক চলার পর গাড়িটা এক বিশাল বাগানবাড়ির গেটে ঢুকল। পুরনো ইটের সীমানা দেওয়ালের ওপর কাঁটা-তারের বেড়া। দেওয়াল থেকে দশ ফুট ভেতরে আরেক সারি কাঁটা-

তারের বেড়া। গেটের পাশে বেশ চোখে পড়ার মত পাহারা-কুঠরী। পথে, বেশ কিছু পথের ব্যবধানে দুটি তল্লাশি কেন্দ্র। তারপর মূল বাড়িগুলোর দিকে গাড়ি চলল। খানদানি বড় বাড়িটাকে ঘিরে অনেক-গুলো নতুন বাড়ি। অনেকগুলো অনুচ্চ বাড়ির সারির শেষে গাড়ি থামতে, জেমিসন আমায় নামতে বলল। গাড়ি থেকে নেমে ওর পেছু পেছু একটা বাড়িতে ঢুকলাম। তাগড়া জোয়ানদুটিও সঙ্গে এল। একটা বারান্দা পেরিয়ে অফিস। জেমিসন আমাকে অফিসে বসতে বলল।

জেমিসন চলে গেল। আমি জোয়ানদুটির হেফাজতে রইলাম। আমার আকৃতির কোন মেয়ে প্রকৃতই কোন সমস্যার হেতু হতে পারে না, ওরা একথা ভেবে থাকলেও কখনই আমার ওপর থেকে চোখ সরাল না। দুর্বুদ্ধির দরুণ ফাঁদে পা দিয়ে উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। জেমিসন সম্ভবত সন্দেহ করেছিল আমি এক গুপ্তচর। কারণ সপ্তাহ দুয়েক আগে বোঝা গিয়েছিল যে ওদের সংস্থার নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোন চোরা ফাটলের ফলে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি ঘটেছে। তার ওপর ঐ অঞ্চলে এমন অপরিচিতা সুন্দরীর আবির্ভাব, যে যতটা জানা তার পক্ষে সঙ্গত তার চেয়ে অনেক বেশী জানে, ওর সন্দেহ ঘনীভূত করেছে। হয়ত লণ্ডনে ফোন করে জেমিসন আমার সম্পর্কে যতটা সম্ভব জেনে নিচ্ছিল। ও মিনিট দশেক পরে ফিরে এল। দোরগোড়ায় একটু ইতস্ততঃ করল। বোধহয় ভাবল, লোকদু'টিকে চলে যেতে বললে, ও অসুবিধেয় পড়বে না ত'? শেষে লোকদু'টিকে বলল, তোমরা ঘরের বাইরে অপেক্ষা করো। হ্যাটর‍্যাকে কোট ঝুলিয়ে রেখে জেমিসন নিজের চেয়ারে বসল। "এবার সুরু থেকে সুরু করা যাক। প্রথমে, আপনার নাম কী?"

"আমার নাম ইসাবেলা গ্রেগ হার্ডি।" আমার ঠিকানাও জানালাম।

"দ্বিতীয়, আপনি কী করেন?"

"আমি এয়ার-হোস্টেস।"

"কোন লাইনের ?"

"এয়ার ইণ্ডিয়া।" এয়ার-ইণ্ডিয়া অভারতীয়দের হোস্টেস রাখে না, একথা জেমিসন জানে কিনা বোঝা গেল না।

"তৃতীয়, আপনি কী উদ্দেশ্যে ক্যামল্যাণ্ডে এসেছেন ?"

"আমি ডোনাল্ড বেটম্যানের প্রেমে পড়েছিলাম। তাই, ও যেখানে কাজ করে সে জায়গাটা দেখার ইচ্ছে হয়েছিল।"

ওর শুয়ারের মত চোখছ'টো যতটা সম্ভব বড় হল। "আপনি বললেন, 'প্রেমে পড়েছিলাম'—অর্থাৎ তা অতীতের ঘটনা। তাই নয়, মিস গ্রেগ্ হার্ডি ?"

"আমি ভুল করে 'পড়েছিলাম' বলেছি।"

"অতীত কাল প্রয়োগের অর্থ কি আপনি আর ডোনাল্ড বেটম্যানের প্রেমানুরক্ত নন ?"

"আমি শুধু প্রফেসর বেটম্যান সম্পর্কে অতীতকাল প্রয়োগ করেছি, মিঃ জেমিসন।"

"বেটম্যান সম্পর্কেই বা অতীতকাল প্রয়োগ করলেন কেন ?"

"বেটম্যান ত' মারা গিয়েছেন, মিঃ জেমিসন। মারা যাননি ?"

ভাব দেখে মনে হল, ও এতক্ষণে আমাকে পাকড়াতে পেরেছে। "কি করে জানলেন, বেটম্যান মারা গিয়েছেন ?" প্রশ্নটা যেন ওর হাতে একটা গদা।

অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি সত্যি কথা বললে প্রতিপক্ষ তা যাচাই করে সন্তুষ্ট হয়, আমিও সহজে রেহাই পেয়ে যাই। এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে ডনের সঙ্গে আলাপের কথা জেমিসনকে বললাম। আরো বললাম, আমরা তিনদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি। কায়রোর ঘটনার যতটুকু দেখেছি তাও বাদ গেল না। উপরন্তু, রোমের ঘটনাও। "তার মানে, আপনি বলতে চান ওরা আপনাকে সত্যিই নির্যাতন করেছে ?" জেমিসন জিজ্ঞেস করল। আমি আর লজ্জা-সরম আঁকড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ব্লাউজ খুলে, ব্রা আলগা করে দেখালাম। ক্ষতটা তখনো বিশ্রী

রকমের দগদগে। বেশ কাজ হল। ও এতক্ষণে আমার প্রতি পুরুষোচিত সহানুভূতিশীল হল। "আপনি আরেকটু বসুন, মিস গ্রেগ্‌হার্ডি জেমিসন অফিসঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুদক্ষ নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে আমার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য ও তখনো এয়ার-ইণ্ডিয়া কিংবা বম্বের তাজ হোটেলে ফোন করতে পারত; বোম্বের পুলিশকে ফোন করলে ওরা হয়ত বের্তোলির সঙ্গে যোগাযোগ করে দিত, পাসপোর্ট অফিস, আমার বাড়িওলা কিংবা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ইত্যাদি যাকে খুসি ফোন করে আমার প্রকৃত পরিচয় জেনে নিতে পারত। যা হোক শেষ পর্যন্ত ও কাকে যোগাযোগ করল বুঝতে পারলাম না। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এসে জানাল, ইচ্ছে করলে আম যেতে পারি। আমাকে গাড়িতে তুলে দিতে এসে বলল, "আরেকটা কথা বলুন, মিস গ্রেগহার্ডি—মানুষকে ঐ রকম চিৎপাত করে ফেলার কৌশল কোথায় শিখেছেন?"

"ওটা ত' এয়ার-হোস্টেসদের নিয়মিত শিক্ষার অঙ্গ বিশেষ।"

"সত্যি! আমি এতটা বুঝিনি। আপনার যাত্রা শুভ হোক, মিস গ্রেগহার্ডি।"

পানশালায় ফিরে নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে গিবন দম্পতিকে ওদের আতিথেয়তার জন্য অনেক ধন্যবাদ দিলাম। আর এক ঘণ্টাও ক্যামল্যাণ্ডে থাকতে ভাল লাগছিল না। একটা ট্যাক্সি ধরে নিকটতম স্টেশনে পৌঁছলাম। ছ'ঘণ্টা পরে লণ্ডনে। তার তিন ঘণ্টা পরে ন্যুইয়র্কের পথে পাড়ি দিলাম।

নয়

আগেও বলেছি ন্যুইয়র্কে গেলে আমি সঞ্জীবিত হই। ন্যুইয়র্কের মানুষ দারুণ ফুর্তিবাজ। আমাকে তা প্রত্যক্ষ ভাবে স্পর্শ করে। কিন্তু সেবার ন্যুইয়র্ক পৌঁছে আমার মনে তেমন আনন্দ ছিল না।

এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা রেক্স হ্যারিস-এর অফিসে ছুটলাম। রেক্স আমেরিকায় মিঃ ব্রাউনের প্রতিনিধি। ও অনেক পোড় খাওয়া এক প্রাক্তন সি, আই, এ, কর্মী। বিয়াল্লিশের কিছু ওপরে বয়স রেক্সকে একটু বেশী বয়স হওয়া কলেজের ছোকরা মনে হয়। ওর তারুণ্যের বন্যার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে মাঝে-মাঝে খেই হারিয়ে ফেলি। আমি ওর অফিসে ঢুকছি দেখে, ও পারলে লাফিয়ে এসে অভ্যর্থনা করত। কিন্তু পঙ্গু বেচারী হুইলচেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে নিজের টেবিল থেকে এমন সোজা আমার দিকে এগিয়ে এল যে পায়ে হুইলচেয়ারের ধাক্কা লেগে বেসামাল আমি ওর কোলে বসে পড়লাম। আমার হাতদু'টো সুদ্ধু আমাকে বাহু বন্ধনে বেঁধে ও সোৎসাহে চুমু দিতে লাগল। "বেলা ডার্লিং, তোমার খাসা চেহারাটা আগের মত উত্তেজক রাখতে পেরেছ, না পারোনি?"

বলতে চাইলাম, কেমন দেখছ? কিন্তু তার আগেই ও হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে গেল। এক টুকরো কাগজ তুলে নিয়ে আমাকে ইসারায় কাছে ডাকল। "লণ্ডন জানাল, তুমি আসছ। তখন থেকে রুদ্ধশ্বাসে তোমার পথ চেয়ে আছি।"

"কারণ তুমি এক কমোন্মাদ বুড়ো, এবং আবার বজ্জাতির খেলা খেলতে অধীর হয়ে উঠেছ।" আমাদের দু'বছরের পরিচয়। এর আগে ও কখনো আভাসেও আমার প্রতি এত আগ্রহ প্রকাশ করেনি। সে আভাস পেলে আমি ধরা না দিয়ে পারতাম না। হুইলচেয়ার দেখে দমে যেতাম না।

"আঃ, বেলা, ডার্লিং, তুমি এই পুরনো স্যাঁতসেঁতে শহরটায় একরাশ সূর্যের আলো নিয়ে এসেছ। এসো, আরেকটা চুমু দাও।" ওকে চুমু দিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। "আশা করি তুমি দিনের আলোয় ঐ খাটো স্কার্ট পরে রাস্তায় বেরোতে চাইবে না।"

"এটা বিশেষ করে তোমার জন্য পরেছি। লণ্ডনের সুন্দরীরা এর চেয়ে লম্বা স্কার্ট পরা ছেড়ে দিয়েছে, রেক্স।"

"আঃ লণ্ডন! আর কি লণ্ডনের ঘুম জড়ানো গীর্জার চুড়াগুলো দেখার সুযোগ পাব?"

"তার বদলে আজকাল হিলটন হোটেল, প্লেবয় ক্লাব আর আমেরিকান এক্সপ্রেস-এর চূড়া চোখে পড়বে।"

"এই ত' প্রগতি।" ও বলল, "তুমি দেখছি তু'দিন আগে এসে পৌঁচেছ।" আমি বললাম, "তুমি তাতে অখুসি?"

"মোটেই নয়। আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে, এই যা। ওরা জানিয়েছে, তুমি স্রেফ এয়ার-হোস্টেসের ডিউটি করবে। তাই কৌতূহল।" আমি বললাম, "তাতে কোন অসুবিধে হবে নাকি?"

"না, বেলা, আমি ইউনাইটেড এয়ারলাইনে তোমার কথা বলে দিয়েছি। এবার রেক্স চাচাকে খুলে বলো দেখি, তুমি আসলে কোন ধান্ধায় ঘুরছ?" আমি বললাম, "আমার কোন ধান্ধা নেই, বিশ্বাস করো।"

"উঁহু, বেলা, সত্যি কথাটা বলে ফেলো দেখি। বুড়ো ব্রাউন নিশ্চয় গোপনে কোন কাজ হাসিল করতে চায়। বলো ত' ব্যাপারটা কী?"

"সত্যি বলছি, রেক্স কোন ব্যাপারই নেই। ইদানিং খুব ক্লান্ত হয়েছি বলে সাদামাটা এয়ার-হোস্টেসের কাজের ওপর আর কিছু করতে চাইনি। এর মধ্যে কোন গোপন কথা নেই।"

"কিন্তু, ঐ কাজ খুঁজতে এদেশে কেন, বেলা? আর সব কিছুর সঙ্গে কি ইংল্যাণ্ডের এয়ারলাইনগুলোও শেষ হয়ে গিয়েছে?"

"আমি আমেরিকায় আসতে চেয়েছিলাম, আর কিছু নয়।"

"তার মানে আমাকে না দেখে থাকতে পারছিলে না, এই ত?" রেক্স বলল। "ঠিক ধরেছ," আমি সায় দিলাম।

আমার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওর মুখভাব গম্ভীর হল। তোমার হাত পায়ের জায়গায় জায়গায় ছড়ে গিয়েছে, যা এক সুন্দরীর পক্ষে বেমানান। "শুধু ছড়েই যায়নি, ক্ষতও কিছু হয়েছে, রেক্স।"

"কোন প্রেমলীলার স্বাক্ষর নাকি ওগুলো?" আমি মাথা হেলিয়ে

সায় দিলাম, "কতকটা তাই। কিন্তু মিঃ ব্রাউনের ধারণা, আমি একটা কাজ পণ্ড করে দিয়েছি—ওগুলো তার সাক্ষী।"

"তুমি পণ্ড করেছিলে?" আমার মাথা হেলিয়ে সায় দিলাম, "হ্যাঁ, এক রকম তাই বলা চলে।"

"আমাকে বলবে না, বেলা?" জবাব দিলাম, "কোন্‌টার কথা বলব, পণ্ড হওয়া কাজটা না অন্যটা?"

"যেকোন একটা, কিংবা দু'টোই। অতলান্তিক মহাসাগরের এপারে সহজে বইতে পারার চওড়া কাঁধ শুধু এই রেক্স চাচারই আছে।"

ঠিক করলাম ওকে ডনের কথা বলব। গোপন রিপোর্টগুলো থেকে ও ইতিমধ্যে ডন আর গ্রেশাম কোম্পানি সম্পর্কে জেনেছিল। কিন্তু ডন আর আমার সম্পর্কের কথা জানত না। ওকে বললাম। ও মন দিয়ে আনুপূর্বিক শুনে বলল, বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ জমে উঠেছে। কোথাও ডিনার খেতে গেলে কেমন হয়?" অত দীর্ঘ পথ উড়ে এসেও তখনো আমার ক্লান্ত লাগছিল না। ভাবছিলাম ন্যুইয়র্কে প্রথম কয়েক ঘণ্টা একাকিনী কাটানো মোটেই আনন্দদায়ক হবে না। ওকে বললাম, "আমার এখানে থাকার জায়গা এখনো খুঁজে উঠতে পারিনি।"

"তোফা!" রেক্স বেল টিপল। একটু পরে শীলা বার্দোৎ ঘরে এল। ও রেক্সের সেক্রেটারি। সাতাশ বছরের তন্বী, চোখ বাঁধানো সুন্দরী। "আমাদের সংরক্ষিত ফ্ল্যাটে এখন্‌ কে আছে, শীলা?"

"এখন ফাঁকা আছে," শীলা জবাব দিল। "বেশ, তবে বেলা ওখানে থাকবে," রেক্স বলল।

শীলা মৃদু হেসে বলল, "এখানকার কাজ সেরে আমার থেকে ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে নিও, বেলা।" ও চলে গেল।

উঠে দরজা বন্ধ করে এসে আমি রেক্সকে বললাম, "তুমি ওকে বিয়ে করছ না কেন?" "শীলা এখনো সে প্রস্তাব করেনি, বেলা," ও জবাব দিল।

"ও যে তোমার জন্য হাত ধুয়ে বসে আছে তা ত জানো," আমি বললাম। নিজের পঙ্গু পায়ের দিকে চেয়ে রেক্স হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে বিষণ্ণতা ঢাকতে অতঃপর চওড়া হেসে বলল, "কোথায় খেতে যাবে বলো?"

"তুমিই ঠিক করো। আমি মুখ-হাত ধুয়ে আরো সুন্দর হতে চললাম। ঘণ্টা দেড়েক পরে ডেকো।"

"ঐ খাটো স্কার্টটাই পরো, কিন্তু," অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে আসার উদ্দেশে রেক্স চেঁচিয়ে বলল। পথে শীলা আমাকে ফ্ল্যাটের চাবি দিল। ওকে বললাম, তুমি আজ আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবে। ও অনুরোধ কাটানোর অছিলা খুঁজে পাওয়ার আগেই বললাম, ঘণ্টা খানেক পরে আমার ফ্ল্যাটে এসো। লিফট করে নিচে নামতে নামতে নিজেকে অঘটন-ঘটন পটিয়সী মনে হচ্ছিল। ফুল এবং পুরুষ এই দুটি বস্তুর প্রতি আমার দুর্বলতা থাকলেও জোড় মেলানোর ব্যাপারেও আমি অদ্বিতীয়। বিশেষতঃ শীলা আর রেক্সের মত জুটি হলে ত' কথাই নেই।

রেক্সের ড্রাইভার এসে অফিস বাড়ির লবিতে আমার সঙ্গে দেখা করে, কোম্পানির বিলাসবহুল গাড়িতে তুলল। রেক্সের ছদ্ম পেশা জনসংযোগ এবং বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান। সে প্রতিষ্ঠান খুবই ভাল চলত। ওদের ফ্ল্যাটটি খুব আরামদায়ক। ড্রাইভার আমার জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে এসে রাখল। ফ্ল্যাটের চারদিক ঘুরে দেখে নিয়ে আমি কেন্দ্রীয় তাপ সঞ্চালনের সুইচ টিপে দিলাম। তারপর একপাত্র পানীয় ভরে নিয়ে বাথরুমে গেলাম।

সন্ধ্যাটা নিখুঁতভাবে কাটল বলতে পারলে ভাল হত, কিন্তু তা বলতে পারব না। শীলাকে ডিনার টেবিলে দেখার প্রাথমিক চমক কাটার পর রেক্স আদর্শ গৃহস্বামীর মত আবরণ বজায় রাখল। ও বলল, "ন্যুইয়র্কের দুটি সেরা সুন্দরীই এখানে হাজির। আমি ধন্য।

ওটা, অবশ্যই মনের কথা নয়। কিছুতেই ওর খুসি উপচানো ভাব ফুটছিল না। ও যে শীলাকে মনে-প্রাণে ভালবাসে, বেশ কিছু দিন ধরে এটা বেদনাদায়ক ভাবে প্রকট হয়ে উঠলেও রেক্স নিজের পঙ্গু পায়ের জন্য প্রথমে প্রস্তাব করতে ইতস্ততঃ করত। অপরপক্ষে শীলাও নিজে প্রস্তাব করার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারত না বলে এগোত না। ওরা দু'জনের এত কাছাকাছি আর উপযুক্ত হয়েও যে আরো নিবিড় হতে পারত না, এটাই দুঃখের। আমি সাধ্য মত চেষ্টা করলাম। কিন্তু শীলার অল্প পরিচিত একটি লোক আমাদের টেবিলে এসে পড়ায় সে চেষ্টা থেমে গেল। লোকটি শীলাকে নাচের সঙ্গী হতে অনুরোধ করল। শীলা প্রত্যাখ্যান করছিল। কিন্তু রেক্সের সরব জবরদস্তিতে ওর নাচতে যেতে হল। রেক্সকে বলে ফেললাম, "তুমি এক মুখ্যু হতচ্ছাড়া।"

"আমি জানি, বেলা। তুমি বরং নিজের ব্যাপারে মন দিলে আমি ধন্যবাদ দেব।" তাই করতে হল। শীলা ফিরে আসার পর পার্টি ভেঙে গেল। রেক্স প্রথমে শীলাকে বাড়িতে ছেড়ে আমাকে ছাড়ল। ওকে ভেতরে এসে এক গ্লাস পানীয় খেতে বললাম। ও প্রত্যাখ্যান করে বলল, "আগামীকাল দেখা করো। লাঞ্চের সময় এসো।"

অনেক রাত হলেও আমার ক্লান্তি আসেনি। বন্ধু ফ্লাইটইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে পাঠানোর কথা ভাবলাম। কিন্তু সে যা চাইবে, তা দিতে মন চাইছিল না। টেলিভিশন চালু করে মাঝরাতের শো দেখতে লাগলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে টিভি'র সামনে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা দু'য়েক পরে ঘুম ভেঙে টলতে টলতে বিছানায় গেলাম। সকাল এগারোটায় শীলার ফোনে ঘুম ভাঙল।

"ডাকে একটা ফটো এসেছে। তুমি এক্ষুণি অফিসে এসো।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?" ও জবাব দিল, "মিঃ ব্রাউনের তাই হুকুম।"

"এক ঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি, শীলা।" বিছানা থেকে উঠে এক কাপ

কফি বানিয়ে নিলাম। ফ্রিজে খাবার ঠাসা। প্রাতরাশের দুশ্চিন্তা নেই। মিঃ ব্রাউম তখনো আমার অস্তিত্ব স্বীকার করেন জেনে চাঙ্গা বোধ করছিলাম।

শীলা গত সন্ধ্যার প্রসঙ্গ না তুলে আমাকে রেক্সের অফিসে পৌঁছে দিল। রেক্স বলল, "গুড মর্নিং, বেলা। এসো, এটা দেখো।" 'এটা' মানে ফটোটা। তেমন ভাল না উঠলেও পরিষ্কার মানুষ চেনা যা'চ্ছিল। হ্যাঙ্ক্-এর ফটো। ফটো দেখে আমার বুকের ক্ষতে আবার ব্যথা মোচড় দিল।

"তুমি একে চেনো?" রেক্স জিজ্ঞেস করল। বললাম, "চিনি।"

"তোমার পরিচিত লোকগুলি খুবই বদ দেখছি," "রেক্স ফটোটা সরিয়ে রাখল। আমি বললাম, "কেন? তুমিও ওকে চেনো নাকি?"

"ওর নাম হ্যাঙ্ক আলমেড়ো। পুরনো অপরাধী। তেমন নামজাদা না হলেও অত্যন্ত বদ। ভাড়াটে গুণ্ডার কাজ করে। এবং তা করতে গিয়ে কার ওপর কত অত্যাচার হবে তার তোয়াক্কা রাখে না।"

"আমি জানি, রেক্স। আমার ক্ষতগুলোই তার সাক্ষী।"

"ও সাধারণতঃ জ্যাক্ কেলি বলে আরেকটা গুণ্ডার সঙ্গে চলাফেরা করে।"

"আমি তাকেও চিনি রেক্স," আমি বললাম। ও বলল, "তুমি দেখছি অনেক গুণ্ডাকেই চেনো?"

"তা, চিনি বই কি। কিন্তু, রেক্স, ওরা দু'জন আমেরিকাতে কাজ-কর্ম চালায় নাকি?"

"হ্যাঁ, চালায়। সাধারণতঃ আমেরিকার বাইরে ওদের গতিবিধি আল্কাত্রাজ্ দ্বীপ পেরোয় না।"

"ওরা প্রভাবক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে," আমি বললাম, "খার্তুম, রোম আর কায়রোয় ওদের দেখেছি।"

"ওরা ওসব জায়গায় কী করছিল?" রেক্স প্রশ্ন করল। "ওদের কাজের ফল স্বরূপ ওদেরই একজন মরতে চলেছে," আমি বললাম।

"কোন জন, বেলা?" "জ্যাক্ কেলি।"

"উচিত লোকের উচিত সাজা হয়েছে। কে ওর অমন দশা করল?"

"আমি করেছি," আমি সহজভাবে বললাম।

"কি করে ঐ দশা করলে, বেলা?" রেক্স অধীরভাবে প্রশ্ন করল।

"ওকে গুলি করে মেরেছি। নইলে, ও আমাকে মারত," আমি বললাম।

"বেশ করেছ," রেক্স বলল। ও বেল টিপতে শীলা ঘরে এল। মিঃ ব্রাউনকে এই তার পাঠাও: 'বেলা হ্যাঙ্ককে সনাক্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ডাকযোগে পাঠাচ্ছি।' আমি বললাম, "আমি তারে এটুকু যোগ করতে চাই: রোমে যে গুণ্ডাটা খতম হয়েছে বেলা তাকেও সনাক্ত করেছে। তার নাম জ্যাক্ কেলি।"

রেক্স বলল, "তাহলে তারটা এই রকম হবে: বেলা হ্যাঙ্ক আর মৃত জ্যাক্ কেলিকে সনাক্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ডাকযোগে পাঠাচ্ছি।" শীলা ঘাড় নেড়ে বুঝেছে জানিয়ে চলে গেল। রেক্স ড্রয়ার থেকে হ্যাঙ্কের ফটো বের করে আবার দেখল। বলল, "অদ্ভুত ব্যাপার ত'! হ্যাঙ্কের দৈহিক শক্তি প্রচুর হলেও চার বছরের গেঁয়ো ছোঁড়ার চেয়ে বেশী বুদ্ধি মগজে নেই। জ্যাক্ আর ও অতদূর দেশে এমন কাজ কিকরে করে?"

"ওদের যা বলা হয়েছে ওরা তাই করেছে," আমি বললাম। "তা বুঝলাম। কিন্তু ওদের হুকুম করল কে?" রেক্স বলল।

"কেন হিজড়ে......" আমার কথা শেষ হল না। রেক্স বলে উঠল, "না, হিজড়ে বড়-সড় ষড়যন্ত্রের কাজ করে, যার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা জড়িয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ কি আণবিক বোমার খদ্দের হয়? তাছাড়া ঐ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপারে কেউ কোন মতেই গুণ্ডাদের কাজে লাগায় না।"

"তবে আর কেউ ওদের কাজে লাগিয়েছে, এবং তাদের পরিকল্পনাও যে বেশ সুবৃহৎ এবং জটিল তাতে আমি নিঃসন্দেহ, রেক্স।"

"ওরা কি তোমাকে মার-ধর করেছে?" "বিশেষ করেনি," আমি মিথ্যে কথা বললাম।

"বেচারী বেলা। তুমি তোমার দেশ আয়ার্ল্যাণ্ডের কোন ছেলেকে নিয়ে ঘর-সংসারী হচ্ছে না কেন?"

"হচ্ছি না দু'টো কারণে। প্রথমতঃ আমার আইরিশ ছেলেদের ভাল লাগে শুধু তাদের মাতাল অবস্থায়। দ্বিতীয়তঃ আমি নিজের কাজ ভালবাসি বলে।"

"তুমি এক দারুণ ছিদ্রান্বেষী মেয়ে। চলো, কোথাও লাঞ্চ খেতে যাই।"

এবার শীলাকে আমাদের সঙ্গে নেওয়ার ভুল করিনি। আমরা একটা ছোট্ট ফরাসী রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেলাম। ওরা রেক্সকে চেনে। ওরা দু'টো তক্তা ফেলে দিল। সেই তক্তা বেয়ে রেক্সের হুইলচেয়ার উঠে এল। কফি খাওয়ার আগে ওর একটা কথা মনে পড়ল। ও বলল, "ইউনাইটেড এয়ারলাইনে তোমার চাকরির কথা পাকা হয়েছে। আগামীকালের লস্-এঞ্জেলস্ ফ্লাইটে প্রথম ডিউটি।"

"আমি এখনো ইউনিফরম পাইনি যে।"

"আজ বিকেলে শীলা ওদের অফিস থেকে নিয়ে আসবে। ওরা তোমার সাইজ জানে। তুমি কবে ন্যুইয়র্কে ফিরবে?"

"যখন ইউনাইটেড এয়ারলাইন ফিরতে বলবে," আমি বললাম, "আগামী কয়েক সপ্তাহ এক সাধারণ এয়ার-হোস্টেস হয়ে থাকব। তার পর যদি মিঃ ব্রাউন আমার দোষ-ত্রুটি ভুলে যান তবে আবার তাঁর কাজ শুরু করব।"

"গত সপ্তাহে মাইকেল টমাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল," রেক্স বলল। মাইকেল আমার আমেরিকান বন্ধু যাকে গতরাতে ফোন করতে চেয়েও করিনি।

"মাইকেল কেমন আছে, রেক্স?" "খুব ভাল। তুমি ওর সঙ্গে দেখা করবে নাকি?"

"করতে পারি," আমি বললাম, "কেন, তোমার হিংসে হচ্ছে নাকি ?" "অত্যন্ত" রেক্স জবাব দিল। দুঃখের কথা, ওকে দেখে এমন লাগল ওর যেন সত্যিই হিংসে হচ্ছে।

শীলার থেকে ইউনিফরম নিয়ে আমি ফিফথ এভিন্যু'র দোকান-গুলোয় কিছু কেনাকাটা করলাম। তারপর একটা সিনেমায় ঢুকে পড়লাম। ফ্ল্যাটে ফিরে নিজের রাতের খাবার বানালাম। ফ্লাইট ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে, এক ঘুমে রাত কাবার। পরদিন সকালে কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে ফোনে শীলা আর রেক্সকে বিদায় জানিয়ে লস্ এঞ্জেলস্ অভিমুখে উড়ে চললাম।

দশ

এরোপ্লেনের যাত্রীদের মূলতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ এক কর্ম সূত্রে যাত্রী, দুই পর্যটক। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা প্লেনে উঠেই আরাম খোঁজে। আর পর্যটকরা উৎসাহ আর উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে ওঠে। কর্মসূত্রে যাত্রীরা প্রথমেই ব্রীফকেস খুলে বসে এবং খাদ্য বা পানীয় মুখে ঢোকানো ছাড়া নিজের কাজ থেকে চোখ তোলে না। পর্যটকরা কিন্তু কোন কিছু ফাঁক যেতে দেয় না। ওরা যদি ডাইনে বসে ত' ওরা যা কিছু দেখতে চায় সেগুলো পড়ে বাঁয়ে। সময়মত সিনেমা না দেখালে অভিযোগ করে। অথচ সিনেমা চলতে থাকলে জানলার পর্দা খুলে রেখে দেয়—যাতে তিরিশ হাজার ফুট নিচে পৃথিবীর কোন দৃশ্য ফাঁক না যায়। গন্তব্যস্থলে দেরীতে পৌছলে অভিযোগ করে, আগে পৌছলেও করে। আবহাওয়া খারাপ হলে ত' অভিযোগ করবেই। ভাল হলেও করবে—ভাল হলে নাকি উত্তেজনা পাওয়া যায় না। আমি

যখন অক্সিজেন মুখোস আর লাইফবেল্ট পরা শেখাই ওরা তখন নাক সিঁটকায় অথচ পরে অভিযোগ করে যে কিছুই বোঝেনি। অনেকে যাতায়াতের গলিতে এমন করে হাত বের করে রাখে যে চলাফেরা করার সময় প্রত্যেকবার ওদের হাতের চোরের মত স্পর্শ এড়াতে পারি না। শুধু এটুকু নয়। প্রায় প্রতিটি যাত্রী অন্ততঃ একবার আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এ সবকিছু সয়ে আমার সব সময় হাসি মুখে চলাফেরা করতে হয়। অনেকটা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, ধাত্রী আর বাড়ির ঝিয়ের শঙ্কর এক নারীর তুল্য। "মিস, এই জানলায় একটা ছিটকিনি নেই।" "মিস, এইমাত্র প্লেনটা একটু নিচে লাফিয়ে পড়ল মনে হল কেন?" "মিস নিচে কি শিকাগো সহর দেখা যাচ্ছে?" "মিস, আমার কফিটা একদম জুড়িয়ে গিয়েছে।"—সারাক্ষণ এই ধরণের কথাবার্তা শুনতে হলে এয়ারহোস্টেসের কাজ কার ভাল লাগে বলতে পারেন?

ইউনাইটেড এয়ারলাইনের লস্ এঞ্জেলস্ ফ্লাইটে অন্য যেকোন ফ্লাইটের বেশী ঝামেলা ছিল না। যেটুকু ছিল আমি তা গ্রাহ্য করিনি। অনবরত হাঁটতে হাঁটতে গোড়ালিতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। ছ' ঘণ্টা পরে মাটিতে নামার আগে কোমরে বেল্ট আঁটতে আঁটতে ক্লান্ত আর মোটামুটি পরিতৃপ্ত বোধ করলাম। অন্ধকারে নামতে নামতে লস্ এঞ্জেলস্ সহরটাকে প্লেনের নিচে ছড়িয়ে পড়ে থাকা যাদু গালিচা মনে হল। প্লেনের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছ'ঘণ্টার সাথী যাত্রীদের বিদায় জানালাম। তারপর নিজ নিজ ডেরা অভিমুখে ছড়িয়ে পড়ার আগে সহকর্মীদের সঙ্গে এক কাপ কফি খেলাম। আমার হোটেলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। অধিকাংশ আমেরিকান হোটেলের মত এটাও সাফ-সুতর, সেবার সুনিপুণ এবং নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গী। আমার তখনকার মানসিক অবস্থায় তা খুব মানানসই। প্রায় ফাঁকা রেস্তোরাঁয় খেয়ে, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার মন নিয়ে কামরায় ফিরে দেখি ফোন বাজছে। "বেলা?" আমি

বললাম, "হ্যাঁ, আপনি কে?"

"আমি মেরি জেফ্রিস।" মেরি আমার পূর্ব পরিচিতা। আমি বললাম, "কি করে জানলে, আমি এই হোটেলে উঠেছি।"

"ন্যুইয়র্ক থেকে শীলা ফোন করেছিল। বলেছে, তোমার একাকী লাগতে পারে। আমি যেন খোঁজ-খবর নিই।" মেরি শীলাকে স্রেফ আমার বান্ধবী হিসেবে জানত। বিয়ের আগে মেরি আমার মত এয়ার হোস্টেস ছিল। আমি এক এক সপ্তাহে এক একটা নতুন এয়ারলাইনে কি করে চাকরি পাই লক্ষ্য করে ও হয়ত অবাক হত, কিন্তু কখনই প্রশ্ন করে বিব্রত করেনি। ওকে খুব ভাল লাগত। তার একটা বড় কারণ ও আমার ভাবী স্বামীর সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। আমার প্রথম ফ্লাইটে ও ছিল প্রথম হোস্টেস, আমি দ্বিতীয়। ক্যাপ্টেন সাধারণতঃ প্রথম হোস্টেসের সম্পত্তি গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু ও ইতিমধ্যে এক কোটিপতির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। (ও এখন ঐ কোটিপতিরই স্ত্রী। সোজা কথায় ও তখন এমন এক সম্ভাবনায় মশগুল, যা যেকোন সাধারণ এয়ার হোস্টেসের স্বপ্নের অতীত।) আমাদের বিয়েতে মেরি সম্মানিতা অতিথি হয়েছিল। আর, তিন মাস পরে বিধবা হয়েও মেরিকে কাছে পেয়েছিলাম। তার ছ'মাস পরে ওর বিয়ে হল, আর ওরা আমেরিকায় গা ঢাকা দিল। এরপর থেকে যখনই আমি ডিউটিতে আমেরিকা যেতাম সম্ভব হলে মেরির সঙ্গে দেখা করতাম। যত ঘন ঘন দেখা হলে দু'জনে খুসি হতাম তা হয়ে উঠত না। কারণ ওদের আমেরিকার ছ'টা বিভিন্ন জায়গায় জমকালো বাড়ি ত' ছিলই, পৃথিবীর আরো কোথায় কী ছড়িয়ে ছিল জানি না। "তুমি একটি বুড়ী হয়ে গিয়েছ, বেলা। আমাকে ফোন করোনি কেন?" মেরি জিজ্ঞেস করল।

"আমি এই সবে এসেছি। এখন সবে শুতে যাচ্ছিলাম।"

"মোটেই শোবে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি তোমার হোটেলে পৌঁছে যাবে।" মেরি ফোন ছেড়ে দিল। ভাবলাম, মন্দ হবে না।

আগামীকাল ডিউটি নেই। তাই ভোরে উঠতে হবে না। পরিপাটি হয়ে নিয়ে মনে হল, কী পরি? মেরি ডাকলে সেটা এক কেতাদুরস্ত ভোজের নেমন্তন, না স্রেফ সাঁতার কাটার আহ্বান তা আগে থেকে বোঝা যায় না। ঠিক করলাম, ব্লাউজ আর স্কার্ট পরি। অন্য পোষাক প্রয়োজন হলে মেরি ধার দিতে পারবে। আমাদের দু'জনের প্রায় একই মাপের পোষাক লাগে।

পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে রোলস্-রয়েসের পেছনের সীটে চেপে বসলাম। যে কৃষ্ণাঙ্গ ড্রাইভারটি চালাচ্ছিল, তার অনেক সমস্যা। ও পার্টিশনের কাঁচ নামিয়ে, জানাল: ওর স্ত্রী দুরারোগ্য চর্মরোগে ভোগে; গাঁজা খাওয়ার অপরাধে ছেলেকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে; আর, ওর স্ত্রী যদি এখনো শক্ত না হয়, তবে মেয়েটা নির্ঘাৎ বেশ্যা হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

একটু আগে বলেছি মেরির স্বামী রোবেলো কেনেডি কোটিপতি মানুষ। খরচের বহর দেখে মনে হয় এক্ষুণি এক কোটি টাকা খরচ করতে তর সয় না। লস্ এঞ্জেলসের অভিজাত বেভার্লি হিলস-এর বাড়িটায় আঠারোটা বাথরুম। অন্যান্য ঘরও অবশ্যই ঐ অনুপাতে আছে। কিন্তু আমি প্রথম হিসেবটাতেই এত প্রভাবিত হয়েছিলাম যে আর কিছুর খোঁজ নেওয়ার কথা ভাবিনি। ওদের সুইমিং পুলের মেঝে মোজাইক টাইলের এবং সে মেঝে ইচ্ছেমত উঁচু করে নাচের মেঝেয় রূপান্তরিত করা যায়। আরো আছে একটা লন আর একটা হার্ড টেনিস কোর্ট। একটা স্কোয়াশ খেলার কোর্ট। একসঙ্গে কুড়িটা গাড়ি থাকতে পারে এমন গ্যারেজ। পাঁচটি বাগান, যার পরিচর্যা করে পাঁচটি জাপানী পর্যবেক্ষক এবং একগাদা কর্মী।

মেরি মেন গেটে অপেক্ষা করছিল। আমরা দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরলাম। ড্রাইভার-বেয়ারারা দেখেও দেখল না। মেরি তারপর আমাকে টানতে টানতে রোবেলো'র সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গেল। রোবেলো চমৎকার মানুষ। মেরির মত সুন্দরী ওকে বিয়ে

করেছে বলে ও আজো ধন্য। ও আমার গালে হাল্কা একটা চুমু দিয়ে বলল, আমার সঙ্গে দেখা হয়ে ওর খুব আনন্দ হয়েছে। বুঝলাম, ওর কথায় কপটতা নেই। ওর কখনো কখনো মনে হত, ও মেরিকে তার বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-পরিজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাই মেরির কোন বন্ধু এসে দেখা করলে, ও তাদের খুশি করার যথাসাধ্য চেষ্টা করত, কারণ ওর ধারণা মেরিও তাই চায়। অথচ মজার কথা হল মেরির জন্য ওর এতটুকু দুর্ভাবনার সত্যিকার কোন হেতু ছিল না। মেরি ওকে প্রকৃতই ভালবাসত। ওর কোটি কোটি টাকা না থাকলেও মেরির ভালবাসার ঘাটতি হত না। রোবেলো ছোটখাট মানুষ। ছিম-ছাম মুখের ওপর দু'টো উজ্জ্বল নীল চোখ। ও মাতাল হওয়ার মত মদ খায় না। মেয়েদের তাড়া করে না। ওর প্রাণ-মন মেরিকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়ায়। ওরা আদর্শ সুখী দম্পতি।

প্রাথমিক অভ্যর্থনার পর মেরি আমাকে ওপরতলায় নিয়ে গেল। পোষাক বদলাতে বলল, "আমরা স্টুডিও দেখতে যাচ্ছি। তুমি যাবে?" আমি বললাম, "তুমি গেলে যাব।"

"তোমার জন্য এক ছোকরাকে রেডি করে রেখেছি, বেলা। সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।" আমি বোধহয় নিজের অজ্ঞাতে নাক সিঁটকেছিলাম। মেরি তক্ষুণি উল্টো সুর ধরল, "তুমি না চাইলে ওকে বাদ দিতে পারি।"

"না, না, বাদ দিও না। ছোকরাটি কে মেরি?"

"রেবেলো'র বন্ধু। কোথায় যেন ওর কয়েকটা পেট্রোলিয়ামের খনি আছে। খুব চমৎকার মানুষ। এখনো বিয়ে করেনি।" মেরির শেষ মন্তব্যটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ও নিজের সৌভাগ্যের কথা মনে রেখে, কেবলই অবিবাহিত কোটিপতি খুঁজে বেড়াত। ও একবার মন্টি কার্লোয় এক গ্রীক জাহাজ মালিকের সঙ্গে, আরেকবার

ভেনেজুয়েলা'র এক কোটিপতি পেট্রোলিয়াম ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার জোট বাঁধানোর চেষ্টা করেছিল। পেট্রোলিয়াম ব্যবসায়ীর মনে কিন্তু বিয়ে ছাড়া আর সবকিছুর পরিকল্পনা ছিল। মেরি তবু খোঁজ ছাড়েনি।

বিশাল রোলস্-রয়েস গাড়ি আমাদের স্টুডিওয় নিয়ে চলল। সচরাচর যে অল্প বয়সী অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের দেখতে পাওয়া যায় তাদের কয়েকজন গা এলিয়ে আরাম করছিল। ওরা চোখ তুলে তাকাল। তারপর আমরা তেমন কেউ-কেটা নই বুঝতে পেরে চোখ ফিরিয়ে নিল।

দেখা গেল আমার কোটিপতি প্রণয়ী ছ'ফুটের ওপর লম্বা। আমার সে পর্যন্ত দেখা পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুপুরুষ। বয়স তিরিশের নীচে। নাম মেলভিল স্টিভেন্স। ও যে বেশ আড়পাগলা তা বুঝতে আমার ত্বু'মিনিটের বেশী লাগল না। আমি ওর প্রণয়িনী বুঝতে পেরে ওর কয়েকজন সঙ্গী আমার দিকে শানিত দৃষ্টি হানল। মেলভিলের আদব-কায়দা নিখুঁত। কথায় একটু টান আছে। শুনে মনে হয় যৌন মাদকতা ভরা। সে সন্ধ্যায় ওর তেমন কাজের চাপ ছিল না। ফলে ও আমার এক চমৎকার সঙ্গী হল। হাতের কাছে একটি আড়-পাগলা পুরুষ থাকলে মন্দ লাগে না, একাধিক জুটলে মাথা গুলিয়ে যায়। সে রাতে মেলভিলের দেখভাল করার একমাত্র বস্তু ছিলাম আমি। মেরি ওকে আমার সম্পর্কে কি বলেছিল জানি না, কিন্তু ও এমন ভাব করছিল যেন আমি বিয়ে না হওয়া বুড়ী পিসিমা আর প্রথম অভিসারে বেরোনো ষোড়শীর মাঝামাঝি একটা কিছু। মেরি সুযোগ পেয়েই আমাকে বাথরুমে পাকড়াও করল, "আমার খুব খারাপ লাগছে, বেলা। সত্যি বলছি, আগের বার যখন মেলভিলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার মনে হয়েছিল ও তক্ষুণি কাউকে বিয়ে করতে চায়।"

"তুমি হয়ত মাতাল ছিলে বলে ঐরকম মনে হয়েছিল," আমি বললাম।

ও স্বীকার করল যে ও হয়ত তখন মাতাল ছিল। মেলভিলের পাগলাটে ভাবের জন্য আমি কিছুই মনে করিনি, একথা বোঝানোর

আগে ওর হাসিখুসি ভাব ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। আমার ভালই লাগছিল। টেবিলে ফিরে আসার পর মেলভিল জিজ্ঞেস করল আমি ওর সঙ্গে নাচতে রাজী হব কিনা।

আমরা মেঝে জুড়ে নাচছিলাম। এমন সময় আমার বন্ধু মাইকেল টমাস-এর মত একজনকে অপর প্রান্তে নাচতে দেখলাম। সে রাতে মাইকেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ইচ্ছে ছিল না। মেলভিলকে বললাম, আমাকে টেবিলে পৌছে দাও। সেখান থেকে আমি সবাইকে দেখতে পাব, অথচ আমাকে কেউ দেখতে পাবে না। মেরি আর রোবেলো অন্য টেবিলে গিয়ে ওদের পরিচিত একজনের সঙ্গে কথা বলছিল। মেলভিল আমাকে ওর এবং ওর বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কে কয়েকটা অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন বিষয়ে কথা বলছিল। আমি তখনো মাইকেলের ওপর চোখ রেখে চলেছিলাম। বোধ হয় মেলভিলের অর্দ্ধেক কথা মনে ঢুকছিল না। হঠাৎ একটা প্রসঙ্গে সচকিত হয়ে বললাম, "কার কথা বলছিলেন?"

মেলভিল বলল, "গ্রেশাম। রজার গ্রেশাম এর কথা বলছিলাম।" আমি প্রশ্ন করলাম, "কেন, তার কি হয়েছে?"

মেলভিল বলল, "আমি বলছিলাম, খবর কাগজ আর পত্রিকাগুলো রজার সম্পর্কে অনেক আজেবাজে কথা ছাপে, যার অধিকাংশই নিছক গালগল্প।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনি ওঁকে চেনেন?" মেলভিল বলল, "আমার রজার গ্রেশামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। কাল সন্ধ্যায় ওঁর প্রাসাদে দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

আমি বললাম, "ওর সম্পর্কে আর কি জানেন?" মেলভিল বলল, "কি আর জানব? উনি আমেরিকার তিনজন সেরা ধনীর একজন, আর উনি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে ভালবাসেন।"

"আমি তা জানি," আমি বললাম, "কিন্তু উনি মানুষ হিসেবে কেমন?" আর কিছু না হোক এই লোকটিই ডনের মালিক, যিনি শুধু

আলোচনা করার উদ্দেশ্যে ডনকে সাত হাজার মাইল উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজের এরোপ্লেন পাঠান, এবং ডনের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে রূপকথার ধন কুবের হয়ে উঠেছেন। কিন্তু মেলভিল আমার কথার জবাব দেওয়ার আগেই মেরি আর রোবেলো আমাদের টেবিলে ফিরে এল।

"আমি যা জানি তা বললাম," মেলভিল বলল, "এর পরের বার আপনি লস্ এঞ্জেলসে এলে আপনাকে ওখানে নিয়ে যাব। মাত্র শ'দুয়েক মাইল পথ। আপনাকে দেখলে বুড়ো রজার চোখ ফেরাতে পারবে না।" "কে চোখ ফেরাতে পারবে না?" উৎসুক মেরি প্রশ্ন করল। মেলভিল বলল, "রজার গ্রেশাম।"

হলফ করে বলতে পারি, আমি ছাড়া আর কেউ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু আমি সোজা মেরির দিকে চেয়ে পানীয়ের জন্য হাত বাড়িয়েছিলাম বলে আমার চোখ পড়ল। সামান্য একটু ক্ষণের জন্য হলেও স্পষ্ট বুঝলাম, রজার গ্রেশামের নাম শুনে মেরি হঠাৎ অত্যন্ত ভয় পেয়েছে।

আমার যা চোখে পড়েছে যেন তা সমর্থন করার উদ্দেশ্যেই মিনিট পাঁচেক পরে মেরি জানাল, মাথাধরায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। ও রোবেলোকে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে অনুরোধ করল রোবেলো বলল, আমার জন্য গাড়ি ফেরৎ পাঠাবে। কিন্তু মেলভিল বলল ওর গাড়িতে আমাকে হোটেলে ছেড়ে দেবে। মেরির সঙ্গে এত দিনের পরিচয়ে এই প্রথম দেখলাম ও আমাকে ওদের দু'জনের সঙ্গে আসতে অনুরোধ করল না। রোবেলোও যেন তা লক্ষ্য করে, বেরিয়ে যেতে যেতে মেরিকে কিছু বলল মেরিও জবাবে ওকে কিছু বলল। ওরা তারপর চলে গেল। একটু এলোমেলো আলাপের পর আমি আবার ইপ্সিত লক্ষ্যে ফিরে এলাম, "মেরি আর রোবেলোর রজারের সঙ্গে আলাপ আছে?"

"না, তেমন নেই মনে হয়," মেলভিল বলল, "রোবেলোর হয়ত আছে। কিন্তু ও রজারকে সহ্য করতে ত' পারেই না, বরং ঘেন্না করে বলা চলে।" রোবেলোর মত হাসি খুসি মানুষ কি করে কাউকে ঘেন্না করতে পারে তা আমার বুদ্ধির অতীত। মেলভিলকে সেকথা বলতে ও জবাব দিল, "রোবেলো অত্যন্ত আদর্শবাদী। ও নীতি বর্জিত মানুষের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।"

'তাহলে মেরির রজার গ্রেশামের সঙ্গে পরিচয় নেই?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আমি নিঃসন্দেহ, রোবেলো পরিচয় ঘটতেই দেবে না। ওদের বাড়িতে আর সবার অবারিত দ্বার। কিন্তু রজার একবার ওদের দরজায় পা দিয়ে দেখুক ত'। রোবেলো ডালকুত্তা লেলিয়ে দেবে।"

তা বটে। তবু রোবেলো আদর্শনিষ্ঠ মানুষ বলে রজার গ্রেশামের নাম শুনে মেরি অমন ভয়ে শিউরে উঠবে কেন? বললাম, "আপনি রজারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন ত?" মেলভিল বলল, "আপনি পরের বার এলে দেব। অবশ্য, রজার আপত্তি না করলে, পারব।"

প্রশ্ন করলাম, "রজার আপত্তি করবেন কেন?" মেলভিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, "আপনি নিগ্রো নন বটে, কম্যুনিষ্ট নন ত?" আমি মাথা নাড়লাম "আমি আমেরিকানও নই।"

"ইংরেজ সম্পর্কে বুড়োর আপত্তি নেই," মেলভিল বলল, "ও বরং ইংরেজ ভক্ত। ওর ধারণা আপনারা ঝুট-মুট সাম্রাজ্য হাতছাড়া করে কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। যাহোক বুড়ো হাড়ে-হাড়ে বজ্জাত। মনে হয় আপনার সঙ্গে ঠিকই আলাপ করতে চাইবে।" মেলভিল চওড়া হাসি হাসল।

ওকে ভারি মিষ্টি লাগছিল। আমি কিছুটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বললাম, "তোমাকে চুরি করে আমার হোটেলে লুকিয়ে রাখতে ইচ্ছে করছে।" "তাতে বিশেষ লাভ হবে না," মেলভিল বলল, "জীবন খুবই

দুস্থ। চলো আমার চেনা এক জায়গায় যাই।"

আমি রাজি হলাম। সমুদ্রের ধার ধরে ঘণ্টা খানেক গাড়ি চালানোর পর একটা বাঁক খুঁজতে।গয়ে মেলভিলের ধারণা হল আমরা মাইল খানেক এগিয়ে এসেছি। ভারী কুয়াশায় পিছল পথে কোন গাড়ি আমাদের পাশ কাটিয়ে এগোনর চেষ্টা করছিল না। উল্টোদিক থেকে আসা গাড়িগুলো এমনভাবে চলছিল যেন ওদের হেডলাইটগুলো অন্ধের যষ্টি। "এই যে, এসে গিয়েছি," মেলভিল হঠাৎ বলল।

ও এত তাড়াতাড়ি বড় রাস্তা থেকে বাঁক ঘুরল যে পেছনের গাড়িটা নিশ্চয় ভাবল রাস্তা মুখ হাঁ করে আমাদের গাড়িটা গিলে খেয়েছে। অনেক অতি-তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরে, কুয়াশা ভেদ করে গাড়িটা সরু, লম্বা, রাস্তা আঁকড়িয়ে ওপরে উঠতে লাগল। আরেকটু বড় গাড়ি হলে ঐ পথে চলতে পারত না। মেলভিলের ছোট্ট মার্সেডিজ গাড়িটা এমন করে একের পর আরেক তীক্ষ্ণ বাঁক কাটাচ্ছিল যেন ওর এতটুকু বিপদের তোয়াক্কা নেই। সৌভাগ্যক্রমে একটু বেশী মদ খেয়ে নিয়েছিলাম বলে আমারও তেমন দুশ্চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল না।

আমার ওকে মেরি-রোবেলো-রজার সম্পর্কে আরো প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু প্রশ্ন তুলতে না তুলতে ওর চোখ রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছিল বলে সে ইচ্ছে চেপে রাখতে হল। আরো কুড়ি মিনিট চড়াই ভাঙার পর সমতল এল। তার মিনিট দু'য়েক পর দু'ধারে দু'টো বিশাল থামের ভেতর দিয়ে গাড়ি ঢোকার রাস্তায় পড়লাম। পঞ্চাশ গজ এগোতে দেখা গেল ছ'টা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অসমতল জমিতে একতলা বাড়িটা এমন ছড়িয়ে আছে যেন শেষ পর্যন্ত কোথায় স্থিতি হবে ভেবে উঠতে পারেনি। কোন জানলা দিয়ে আলো দেখা না গেলেও, প্রাচ্য সুরের রেশ ভেসে আসছিল। নুড়ি বিছানো পথ বেয়ে আমাদের গাড়ি সদর দরজায় থামল। আমি বলে ফেললাম, "আশা করি, এটা এক দুঃস্বপ্নের পুরী হবে না?" মেলভিল আমার হাতে চাপ দিয়ে বলল, "এরা খুব চমৎকার লোক। তোমার ভাল লাগবে।"

আমার সন্দেহ চেপে গেলাম। সদর খোলাই ছিল। আমরা সোজা একটা বড় হলঘরে ঢুকলাম। ঘরটা বাড়ির প্রান্ত অব্দি বিস্তৃত। তারপর একটা বারান্দা। বারান্দার শেষে অনিবার্য সুইমিং পুল। অত বড় ঘরে জন কুড়ি লোক, তাও তিনবার গুণে জানলাম। লুকানো বাতির প্রভাবে জায়গায় জায়গায় কয়েকটা সামান্য আলোর বৃত্ত ব্যতীত ঘর আর বারান্দা প্রায় অন্ধকার। তিনটি যুগল ঘরের কেন্দ্রে বাজনার তালে তালে নাচছিল। কয়েকজন বসেছিল। আর, ঘরের প্রান্তে দু'টি যুগল যৌন সঙ্গমে মেতেছিল।

এ ধরণের যৌন তাণ্ডবে আমার অরুচি। আমার মতে ওতে প্রত্যাশিত আনন্দ ত' পাওয়া যায়ই না, যৌথ সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্র হিসেবেও তা হতাশ করে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি এ ধরণের অনুষ্ঠানে হয়ত কোন উন্নতমনা পুরুষ হঠাৎ বুঝলেন তাঁর অনুরূপ উন্নতমনা স্ত্রীর সঙ্গে স্ত্রীর পুরুষ-বন্ধু কিংবা অমুক মহিলা স্বামী যা করছে তা তাঁর একান্ত অপছন্দ; কিংবা শ্রীমতী অমুক হয়ত দেখলেন তাঁর বৃদ্ধ, অথর্ব স্বামীটি কোন আমাকে-দেখো সুন্দরী তন্বীর সঙ্গে অনুচিত মাত্রায় মজা লুটছেন। অমনি হট্টগোল বাধে। আমাকে যে যাই বলুন যৌন সম্ভোগের প্রকৃত এবং সার্থক ভাগীদার হতে পারে মাত্র দু'টি প্রাণী। কোন তৃতীয় ব্যক্তি নয়।

গৃহস্বামিনী চোখ ধাঁধানো সুন্দরী নিগ্রো রমণী। পরণের কাফ্তানে যে দেহটি আড়াল পড়েছে, ওঁর চলাফেরার ছন্দ যদি তার কোন ইঙ্গিত হয়, তবে তা অতীব আকর্ষক। মেলভিল আলাপ করাল। উনি আমাকে একটা সিগারেট দিলেন। কয়েক টানে বুঝলাম উৎকৃষ্ট গাঁজা ঠাসা। লুকিয়ে ফেলে দিয়ে যে সিগারেট ধরালাম তাতে ভবিষ্যতে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তখনকার মত দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার অসুবিধা ঘটাল না। মেলভিলের কথা আলাদা। ও মজা লোটার জন্যই গিয়েছিল। মিনিট দশেক পরেই ও অদৃশ্য হয়ে গেল। আধ ঘণ্টা ওর জন্য ঘুরে অবশেষে ওকে বারান্দায় পেলাম। চব্বিশ

ঘণ্টায় ওর হুঁশ ফিরবে না বুঝতে পেরে ওর গাড়ির চাবি চাইলাম। ও আমাকে চিনতে পারল না। তবু গাড়ির চাবি দিল। গাড়িটা কোথায় থাকবে এই মর্মে একটা চিরকুট লিখে ওর জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে, কপালে একটা চুমু দিলাম। ও চন্দ্রলোক থেকে হাসল। সদর দরজার দিকে পা বাড়াতে গৃহস্বামিনী আমাকে পাকড়াও করলেন, "আমাদের ছেড়ে চললে ভাই? সাবধানে গাড়ি চালিও।" উনি ঝকঝকে দাঁতে হাসলেন।

ঢালু পথে আধ ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্রের ধারে পৌঁছলাম। আরেক ঘণ্টায় হোটেলের নিঃসঙ্গ, কুমারী শয্যার কোলে। অন্ততঃ শান্তি ত' পেলাম।

পরদিন সকালে মেরি ফোন করল, "আজ তোমার ডিউটি আছে?" বললাম, "না।"

"সাড়ে এগারোটায় গাড়ি পাঠাব। আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাবে।"

খাটের পাশের ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে দশটা বাজে। মেরির কোথাও নিশ্চয় কোন গোলমাল হয়েছে। ও কখনো এগারোটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। ছোট একটা স্পোর্টস কার চালিয়ে ও নিজেই এল। হোটেলের সামনে থেকে আমাকে তুলে নিল। রাতে মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমোতে পারলেও মেরির পাশে আমাকে শিশুর মত ফুটফুটে দেখাচ্ছিল। ওর মুখে দুশ্চিন্তার একাধিক কালো রেখা যা গতরাতে দেখিনি। ও এমনভাবে গাড়ি চালাচ্ছিল যেন গতিবেগেই গাড়িটা ফাটিয়ে ফেলবে।

সমুদ্রের ধারে একটা ছোট রেস্তোরাঁয় এসে পৌঁছলাম। রেস্তোরাঁটার এত দীনহীন চেহারা যেন তক্ষুণি দেউলিয়া হবে। ফাঁকাই ছিল। খাবার-দাবারও তেমনি। আমাদের দু'জনেরই, অবশ্য খাবারে ত্রুটি দেখার মন ছিল না। দু'গ্লাস বিয়ার শেষ করার আগে মেরি মুখ

খুলল না। আমি ততক্ষণে সবে আধগ্লাস শেষ করেছি। ও হঠাৎ বলল, "রজার গ্রেশামের বাড়ি যেও না?" আচমকা ঐ ধরণের কথা শুনে একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কেন?"

ও তা বলতে চাইছিল না। কিন্তু এতটা বলার পর কথা ঘোরানো সম্ভব নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ও সব কথা বলল। বেশ নোংরাও কাহিনী। রোবেলোর সঙ্গে বিয়ের আগে ওর ফ্লাইট ক্যাপ্টেন পিয়ের মালরো'র সঙ্গে গাঢ় প্রেম চলছিল। পিয়ের গ্রেশাম কোম্পানিতে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিল। কোম্পানির ছ'-সাতজন বড় বড় অফিসারের সঙ্গে ইন্টারভ্যুর পর স্বয়ং রজার গ্রেশামের অনুমোদন পাওয়া বাকি ছিল। গ্রেশামের ব্যক্তিগত প্লেনগুলোর প্রধান পাইলটের চাকরি। গ্রেশাম পিয়েরকে অনুরোধ করেছিলেন, সে যেন তাঁর ব্যক্তিগত প্লেনগুলির জন্য একজন হোস্টেসের নামও প্রস্তাব করে। স্বভাবতই পিয়ের মেরিকে জিজ্ঞেস করেছিল। মেরিও ইচ্ছুক ছিল। সুতরাং ব্যবস্থা হল, পিয়ের আর মেরি গ্রেশামের প্রাসাদে গিয়ে দেখা করবে। গ্রেশাম ওদের নিতে প্লেন পাঠাবেন।

ইন্টারভ্যু ভালই কাটল। ওদের গ্রেশামের প্রাসাদে রাতে থাকতে হল। মাঝরাতে অতর্কিতে রজার গ্রেশাম মেরির ঘরে ঢুকলেন। মেরির আপত্তি গুঁড়িয়ে দিয়ে ছু'জন অনুচরের সহায়তায় তাদের চোখের সামনে ওকে বলাৎকার করলেন। অনুচর ছু'টি একবার ভুরুও কোঁচকাল না।

পরদিন একজন কর্মচারী ভদ্রভাবে জানাল, ওরা চাকরি পাওয়ার অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে। ওদের প্লেনে করে বাড়ি ফেরৎ পাঠানো হবে। মেরি ভেবেছিল সোরগোল তুলবে। কিন্তু ভুল করে ইচ্ছেটা আগেই প্রকাশ করে ফেলেছিল। পরদিন গ্রেশামের একজন উকিল মেরির সঙ্গে দেখা করে অতি সম্প্রতি তোলা মেরির কিছু ফটো দেখাল। ধর্ষিত হওয়ার সময়ও এমন এক একটা অদ্ভুত মুহূর্ত আসে যখন মেয়েটির মুখভাব দেখে মনে হতে পারে যে সে অনিচ্ছুক নয়। ক্যামেরা শাটারের অতি দ্রুত, ১/৫০০ তম মুহূর্তে খোলা-বন্ধের ফলে

বেদনার অভিব্যক্তিও চরম আনন্দে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব। ঘরের চালে লুকানো ক্যামেরায় তোলা শ'তিনেক ছবি থেকে উকিল গোটা বারো ছবি নির্বাচন করেছিল। ছবিগুলিতে ঘটনার অংশে এমন নিপুণ জালিয়াতি করা হয়েছে যে রজারের অনুচরত্ব'টি ছবি থেকে বাদ গিয়েছে, এবং দেখে মনে হয় প্রতিরোধ দূরে থাক মেরি বরং রজারের যৌন তাণ্ডব উপভোগ করছে। মেরি অপমান হজম করতে বাধ্য হল। তার এক বছর পরে রোবেলোর সঙ্গে বিয়ে।

বিয়ের ছ'মাস পরে রোবেলো'র ব্যবসায়িক উপদেষ্টারা জানিয়েছিল গ্রেশাম কোম্পানি এ্যারিজোনা রাজ্যে রোবেলো'র একটা জমি কিনতে চায়। ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির কারখানা বসাবে। ওরা ভাল দাম দিতে চাইছিল। কিন্তু রোবেলো রজারকে সহ্য করতে পারত না। রোবেলো'র বাবা তখন বেঁচে। ও সবে গ্রেশাম কোম্পানির সঙ্গে কারবার স্থরু করেছিল। একবার এক লেনদেনে রজার এত চালাকি আর শয়তানির আশ্রয় নিয়েছিলেন যে রোবেলো তা কখনই ভুলতে পারেনি। ও উপদেষ্টাদের জানিয়ে দিয়েছিল যে একগ্লাস জলের অভাবে রজারের মৃত্যুর উপক্রম হলেও ও রজারকে জল দেবে না। দু'সপ্তাহ পরে মেরি ডাকে একটা ফটো পেল। সঙ্গে রজারের স্বাক্ষরিত চিরকুট। মেরি রোবেলোকে কি বুঝিয়ে জমিটা বিক্রি করিয়েছিল তা জানতে পারিনি। কিন্তু বিক্রি করিয়েছিল। নইলে উপায় ছিল না। রজারের কাছে আরো ফটো আছে। হয়ত আর কোন দাবী নিয়ে আবার কোন দিন ব্রেকফাষ্ট খেতে খেতে মেরি আরেকটা ফটো পাবে। এ ভয়াবহ সম্ভাবনা মেরির দিবারাত্রির দুঃস্বপ্ন। আমি বললাম, "তুমি রোবেলোকে সব খুলে বলোনি কেন? ও হয়ত বুঝত।"

"হয়ত বুঝত," মেরি বলল, "কিন্তু এতদিনে এত দেরী হয়ে গিয়েছে যে আমার ঝুঁকি নিতে সাহস হয় না। কোন কোন ব্যাপারে ও বেশ সঙ্কীর্ণমনা। রজার ছাড়া আর কাউকে জড়িয়ে যদি ব্যাপারটা হত······" মেরি আমার হাত চেপে ধরল, "বেলা, ঐ বুড়োর কাছ ঘেঁষো না।

মেলভিল ওকে চেনে না। ও খুব বদ। তুমি দারুণ বিপদে পড়বে।"

মেরি আমার হিতাকাঙ্খী জেনেও ওর যুক্তি তেমন মনে ধরল না। যেকোন বিপদে আত্মরক্ষা করার উপযুক্ত ক্ষমতা এবং কৌশল আমার আয়ত্ত ছিল। বিপদের মুল্যায়ন করতেও আমি সক্ষম। তবু ওর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। কথা দিলাম, নেমন্তন্ন পেলেও রজার গ্রেশামের প্রাসাদে থাকব না। ও আশ্বস্ত হল। আমরা যে অঙ্কের বিল চুকালাম তাতে রেস্তোরাঁটা আগামী তিনমাস দেউলিয়া হওয়া ঠেকাতে পারবে।

মেরি আমাকে হোটেলে ছেড়ে দিয়ে বলল, "আজ রাতে তোমাকে নেমন্তন্ন করতাম। কিন্তু আমরা দু'জনই শহরের বাইরে যাচ্ছি।" বললাম, পরদিন আমার ডিউটি আছে। তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া দরকার। ওর গাড়ি পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। আরেকটা অন্য গাড়ি আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। মনে পড়ল, আমরা দু'জন যখন রেস্তোরাঁয় কথা বলছিলাম তখন যেন ঐ গাড়িটাই রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল।

এগারো

সন্ধ্যাটা পরিচ্ছন্ন ভাবে কাটল। এমন কি মেলভিলও ফোন করেনি। পরদিন সকালে ন্যুইয়র্ক ফ্লাইটে ডিউটি। তাই গত রাতের ঘুমের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। সকালে তরতাজা মনে মিষ্টি অভিবাদন করে বাষট্টিজন যাত্রীকে ন্যুইয়র্ক অভিমুখে উড়িয়ে নিয়ে চললাম।

রেক্স ন্যুইয়র্কে ছিল না। শীলার ফ্ল্যাটে ডিনার খেলাম। রেক্স আর ওর প্রসঙ্গে আমাদের কথাবার্তার মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু শীলাও নম্রভাবে আমাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলল।

পরদিন সকালে আটাত্তরজন যাত্রীকে অভ্যর্থনা করলাম। এ

যাত্রীরা যেন আগের দিনের যাত্রীদের থেকে পৃথক নয়। একটানা হোস্টেসের কাজ করলে কোন যাত্রীর বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। বিকেল সাড়ে তিনটেয় লস্‌ এঞ্জেলস্‌। আগের হোটেলেরই একটা নতুন কামরায় উঠলাম। মেরিকে ফোন করতে, খানসামা জানাল মেরি আর রোবেলো কোথাও গিয়েছে। কবে ফিরবে, জানা নেই। মেলভিলের ফোন নম্বর জানা ছিল না বলে আমেরিকান এয়ারলাইন্সে ফোন করে জানতে চাইলাম মাইকেল টমাস শহরে আছে কিনা। সেও নেই। লস্‌ এঞ্জেলসে আর কারো সঙ্গে পরিচয় ছিল না। হোটেলের সুইমিং পুলের ধারে ঘণ্টা দু'য়েক কাটিয়ে দিলাম। তারপর চুলের পরিচর্যা সেরে একটা নিজে চালানো গাড়ি ভাড়া করে পছন্দসই রেস্তোরাঁ—যেখানে কোন পুরুষ আমার একাকীত্ব বিঘ্নিত করবে না খুঁজে বেড়ালাম। সেরকম রেস্তোরাঁ না পেয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সে ফোন করে পরদিনের ফ্লাইটে ডিউটি পাওয়ার জন্য প্রায় অনুনয় করলাম। ওদের সুপারভাইসার এক ঘণ্টা পরে জানাল, একটি মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার জায়গায় পরদিন বিকেলের ফ্লাইটে আমার ডিউটি। এবার শুতে গেলাম। দশ মিনিট পরে ফোন বাজল। মাইকেল টমাস জানাল, ও সবে ফিরেছে। বলল, "এখন আসব?"

আমি বললাম, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। জানতাম, ও তর্ক করবেই। কুড়ি মিনিট পর দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। দরজা খুলে, প্রাথমিক আপ্যায়নের পর বললাম, "কি করে হোটেলে ঢুকলে? দরোয়ানকে ঘুষ দিয়েছ?" ও পোষাক ছাড়তে ছাড়তে বলল, "দশ ডলার ঘুষ দিয়েছি।"

আগেই বলেছি, ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন চেহারা মাইকেলকে আমি একটু ভালবাসি। ওর মুখটাও বেশ সুন্দর। অমন নীল চোখ কারো দেখিনি। হাসি লেগেই আছে। প্রেমিক হিসেবে অপূর্ব। অতীতে আমরা অনেক উন্মত্ত প্রেমলীলা করেছি। কিন্তু সেরাতে কি যেন হয়েছিল। হয়ত আমার কোন ত্রুটি। মাইকেলের সব আগের মত থাকলেও ওকে অচেনা

লাগছিল। অনেক চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিলাম। ও আমার ওপর থেকে গড়িয়ে সরে গিয়ে স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখল। "তোমার কী হয়েছে বলো ত, বেলা ?" "কিছু হয়নি।"

মাইকেল বলল "হ্যাঁ, হয়েছে। হয়ত আর কেউ তোমার মন কেড়েছে।" ওকে মিথ্যে কথা বলতে পারলাম না, "সে মারা গিয়েছে।"

"বেচারী বেলা!" ও আবার আমাকে বাহু পাশে জড়াল। তবু তেমন জমল না। ও কয়েক মিনিট পরে সরে গেল। "আমি দুঃখিত বেলা। এই মানসিক অবস্থায় তোমাকে জ্বালাতন করা আমার অনুচিত হয়েছে।"

'আমিই ত' আগে তোমাকে ফোন করেছিলাম, মনে নেই ?"

"কেন, বেলা ? একলা লাগছিল বলে ?" বললাম, "হয়ত তাই।"

ও আবার চুমু খেল। এবার শান্তভাবে, কাম ছাড়া। ওর আলিঙ্গনা বদ্ধ হয়ে খুব আশ্বস্ত বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল, ও যেন চলে না যায়। বেশ কয়েকটা নীরব মিনিট কাটার পর এমন লাগল, যেন ওর থেকে আরেকটু পেলে মন্দ হয় না। আমি স্বাস্থ্যবতী, স্বাভাবিক যুবতী। মন যত খারাপই থাক না কেন তবু এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ মাইকেলের মত মিষ্টি প্রেমিকের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়। ওকে দারুণ ভাল লাগে। ওর গায়ের গন্ধও এত মাদকতাভরা যে ওকে বারবার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। এবার প্রায় আগেকার মত জমল। রাতে একবার মাত্র ঘুম ভেঙেছিল—ডনের স্বপ্ন দেখে। সারা গা ঘামে ভরে গিয়ে কাঁপছিল। মাইকেল দু'হাত জড়িয়ে ধরল। আবার গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

বেলায় ঘুম ভাঙল; ফোন করে কামরায় ব্রেকফাস্ট আনিয়ে নিলাম। আমি সাজগোজ সারছিলাম। মাইকেল আমাকে দেখতে দেখতে পরদিনের পরিকল্পনা আলোচনা করছিল। অর্থাৎ আমি লস্‌এঞ্জেলসে ফিরে এলে আমরা কি করব। ওকে বিদায় চুম্বন দিয়ে নিচে নামলাম।

পাঁচ মিনিট পরেই এয়ারলাইনের কর্মীবাহী বাস এল। বাসটা এয়ার টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের কাছে আসতে হঠাৎ একটা চেনা মুখ দেখলাম। হ্যাঙ্ক্ আলমেডো।

ও আমেরিকান এয়ারলাইন্সের টার্মিনাল বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি থেকে নামল। ট্যাক্সির ভাড়া চুকানোর জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর আগে ওকে চিনতে পারিনি। ততক্ষণে আমাদের বাস অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মানুষটা যে হ্যাঙ্ক্ তাতে কোন ভুল নেই। ওর মুখের একদিক টার্নার-অঙ্কিত ছবির মত সূর্যের দিকে ফেরানো। আমি বাস থামাতে বললাম ড্রাইভার বাসটা হঠাৎ থামাতে বলার কারণ বোঝবার আগেই আমি নেমে হ্যাঙ্ক্‌কে যেখানে দেখেছিলাম সেখানে ছুটে গেলাম। ও ইতিমধ্যে টার্মিনাল বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। আমিও ঢুকলাম। সামনেই দু'শো ফুট লম্বা বড় হলঘর। ও আমার দিকে পেছন করে চতুর্থ কাউন্টারে কথা বলছিল। কাজ সেরে, হ্যাঙ্ক্ বারের দিকে চলল। দেখলাম, ওটা শিকাগো'র টিকিট কাউন্টার। পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে প্লেন ছাড়বে। টেলিফোন বুথে ছুটলাম। অনেক-গুলো পেরিয়ে একটা ফাঁকা বুথ পেলাম। মনে পড়ল, বাসে আমার হ্যাণ্ডব্যাগ ফেলে এসেছি। চুলোয় যাক হ্যাণ্ডব্যাগ? ন্যুইয়র্কে রেক্সকে ফোন করলাম। দু'মিনিট পরে শীলা রেক্সকে লাইন দিল। বললাম, "এই মাত্র আমি হ্যাঙ্ক্ আলমেডোকে দেখেছি।" রেক্স প্রশ্ন করল, "কোথায় দেখেছ?"

আমি বললাম, "ও পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে শিকাগো'র প্লেন ধরবে।" কয়েক মুহূর্তের যতি। তারপর রেক্স মন স্থির করে জানাল, "তুমিও আলমেডো'র প্লেনে ওঠো। ইতিমধ্যে আমি মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তুমি শিকাগোয় নেমে পরবর্তী নির্দেশ পাবে।"

"সেটা কি ঠিক হবে, রেক্স?" আমি বললাম, "বর্তমানে আমার গোয়েন্দা সংক্রান্ত কোন কাজ করার কথা নয়। হয়ত মিঃ ব্রাউন চটে যাবেন।"

"আমি মিঃ ব্রাউনকে সামলাব, বেলা। তোমাকে যা বলেছি, তাই করো। শিকাগো'র ফ্লাইট নম্বর কত?" আমি নম্বর বললাম। শীলাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে, রেক্স আমাকে বলল, "তোমার এখন কী করার কথা?" বললাম, এক ঘণ্টা পরে আমি ন্যুইয়র্কের প্লেনে হোস্টেস হব। ওকে সব জানালাম। ও বলল, "দশ মিনিটের মধ্যে শিকাগো'র প্লেন ধরো। তুমি কাউণ্টারে চাইলেই টিকিট পাবে। আলমেডো যে শ্রেণীর যাত্রী নয় তুমি তার টিকিট নেবে। বুঝেছ?" "বুঝেছি।" আমি টেলিফোন রেখে দিলাম।

এবার টার্মিনাল-বাড়িতে ছুটলাম। হ্যাঙ্ক্ একটু আগে যে কাউণ্টারে কথা বলেছিল আমিও সেই কাউণ্টারে গেলাম। হ্যাঙ্ক্ প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। আমি ইকনমি শ্রেণীর। রেক্স ব্যবস্থা করেছিল, আমি কর্মীদের সঙ্গে প্লেনে উঠব। প্লেন ছাড়ার ঘোষণার আগে ওপরে উঠলাম। হ্যাঙ্ক্ তখনো ওঠেনি। ও অন্য যাত্রীদের সঙ্গে এল। প্লেনের মাঝামাঝি, জানলার ধারে সীট ওর। সুতরাং শিকাগোয় নামা মাত্র ওর পালাতে অসুবিধে হবে। অন্ততঃ তার আগে আমি পরবর্তী নির্দেশ পেয়ে যাব।

প্লেনে তেমন কিছু ঘটল না। অন্য মেয়েরা যাত্রীদের সেবা করছে আর আমি চুপচাপ বসে উপভোগ করছি দেখে বেশ লাগল। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা বাদে আমিই প্রথম প্লেন থেকে নামলাম। এই আশা নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়লাম যে, যে ব্যক্তির আমার সঙ্গে দেখা করার কথা, হ্যাঙ্ক্ আমাকে দেখার আগে সে অন্ততঃ আমাকে দেখবে। সিঁড়ির শেষে এয়ারলাইনের এক কর্মী দাঁড়িয়েছিল। "মিস গ্রেগহার্ডি?" আমি নিজের পরিচয় দিতে ও একটা খাম দিল। কাছাকাছি আর কোন যাত্রী ছিল না। তাড়াতাড়ি খাম খুলে পড়লাম: 'ওর ওপর নজর রাখতে থাকো। সুবিধে মত তার করো—ব্রা'।

প্রথমতঃ আমি শিকাগো'র কিছুই চিনতাম না। দ্বিতীয়তঃ পরনে

ছিল অপর কারো ধার করা টপকোটের নিচে শুধু ইউনিফরম। আর আমার হ্যাণ্ডব্যাগে মাত্র ছ' ডলার। হ্যাঙ্ক্ আমাকে চিনতে পারলে ছেড়ে দেবে না। অথচ মিঃ ব্রাউন যে নির্দেশ পাঠিয়েছেন তা মানা ছাড়া উপায় ছিল না। অত আগে ডিউটিতে হাজির হওয়ার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছিল। আরেকটু পরে পৌঁছলে ত' হ্যাঙ্ক্কে দেখতাম ও না। চুলোয় যাক হ্যাঙ্ক্ আর মিঃ ব্রাউন। তারপরই আমার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল—ঠিক যেখানকার ক্ষত ততক্ষণে সেরে আসছিল সেই জায়গাটা। ভূগর্ভের কামরাটাও মনে পড়ল। ডন বেটম্যানের কথাও। ডনের যা ঘটেছে তার জন্য হ্যাঙ্ক্ যে কতখানি দায়ী তাও মনে এল। এবার অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম। হ্যাঙ্ক্ প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গে নেমে আসার আগেই আমি হল ঘরের অপরদিকে ওৎ পেতে রইলাম। হোটেল অব্দি ওর পেছু নেব। ওর পর আমিও সেই হোটেলে উঠব। রেক্সকে ফোনে বলব, টাকা পাঠাও। ট্যাক্সির ভাড়া চোকানোর মত টাকা আমার ছিল। হ্যাঙ্ক্ এলবুর্জ হোটেলে উঠল।

"তুমি কোথা থেকে ফোন করছ?" রেক্স বলল। "হ্যাঙ্ক্ যে হোটেলে উঠেছে আমি তার উল্টো দিকের একটা বার থেকে ফোন করছি। ওরা এর মধ্যেই আমার ওপর নজর রাখতে আরম্ভ করেছে।" আমি বারে ঢোকা মাত্র কয়েকজন লোক সন্ধানী চোখে দেখছিল।

"ওরা তোমায় পাওয়ার জন্য কী দাম দিতে চায়? আমি তার চেয়ে অনেক বেশী দিতে রাজি আছি, বেলা।"

"বাজে কথা ছেড়ে এক্ষুনি কাউকে এখানে পাঠাও।"

"তা পাঠাচ্ছি, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ওখানকার কাজ তোমার ভালই লাগবে," রেক্স বলল।

"রাখো কাজ।" আমি বললাম, "আমি এলবুর্জ হোটেলে উঠতে পারছি না। কারণ টাকা নেই। রাস্তায়ও থাকতে পারছি না, কারণ

যে লোকগুলো ঘোরাফেরা করছে তারা সুযোগ পেলেই আমাকে ধর্ষণ করবে। এদিকে উপযুক্ত পোষাক নেই বলে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি। আর তুমি রসিকতা করছে। শিকাগো আমার একটুও ভাল লাগছে না ......" ঠিক ঐ মুহূর্তে হ্যাঙ্ক্ হোটেল থেকে বেরিয়ে এল "ও এইমাত্র বেরিয়েছে। বিদায়, রেক্স।"

রেক্সের জবাব শোনার আগেই আমি বুথের কাছাকাছি দাঁড়ানো একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। "ঐ ট্যাক্সিটার পেছু নাও।" কথায় সস্তা সিনেমার নায়িকার ভাব এড়ানোর চেষ্টা করলাম।

"কোন ট্যাক্সিটা, লেডি?" ড্রাইভার জানতে চাইল। "ঐ যে, ঐটা ......ঐ পালিয়ে যাচ্ছে যেটা......"

ড্রাইভারের সহানুভূতি হল। বলল, "না, না, পালাবে না।" ওর কথাতেই যেন সব দুঃখ ভুলে গেলাম। ও গাড়িটা এত ঝট করে পেছন দিকে ঘোরাল যে আমাদের পেছনের গাড়িগুলো ক্যাঁচ করে ব্রেক কষল। দুর্ঘটনার ভয়ে ওদের বয়স নিশ্চয় দশ বছর করে বেড়ে গেল। একটু পরেই আমরা আলমেডো'র ট্যাক্সির কাছাকাছি চলতে লাগলাম। "লোকটা আপনার কী ক্ষতি করেছে, লেডি?" ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "মারধর করেছে নাকি?" ওকে বললাম, লোকটা আমার স্বামী। আমাকে আর আমাদের শিশুকে ফেলে পালাচ্ছে।

ড্রাইভার আয়নায় আমাকে দেখে নিয়ে বলল, "সত্যিই ওকে ধরতে চান? চিন্তা করবেন না। ওর ঝুঁটি ধরে টান মারব। আপনার মত সুন্দরী ত' ওর মত পুরুষ ছাড়াই দিব্যি থাকবেন।"

"তা বটে," আমি বললাম, "কিন্তু, ও কোথায় যাচ্ছে, জানতে চাই।"

"ওর ডোরায় ঢু মারতে চান? আপনার স্বামী কি করে, ফৌজী নাকি?" আমি বললাম, "কেন?"

"আপনি ত' ইংরেজ, তাই না? আপনার কথার টান শুনে বুঝেছি। আমি চারবার বৃটিশ ফিল্ম 'ব্লো আপ' দেখেছি। দারুন নোংরা সিনেমা।"

ভাবলাম, ওর মন ভিজেয়ে রাখা ভাল। "আমার কাছে টাকা নেই, কিন্তু।"

"আমি আন্দাজ করেছিলাম," ও নিরুদ্বিগ্ন ভাবে বলল, "কোন ইংরেজেরই থাকে না। স্বামীর থেকে খোরপোষ পেতে আরম্ভ করলে আমার টাকা পাঠিয়ে দেবেন।" ও গাড়িটা প্রায় হ্যাঙ্কের গাড়ির সমান্তরাল করে এনেছিল। আমি প্রমাদ গণে বললাম, "একটু পেছিয়ে গেলে ভাল হয় না? ও আমাদের দেখে ফেলতে পারে।"

"আপনি যা বলেন, তাই হবে লেডি," ড্রাইভার জবাব দিল। ও ঢিমে তালে চালাতে থাকল। হ্যাঙ্ক্ আর আমাদের গাড়ির ফাঁকে চারটে অন্য গাড়ি ঢুকে পড়ল। আমরা হ্যাঙ্কের গাড়ি হারিয়ে ফেললাম। আমার ড্রাইভারটি চোরা-গোপ্তা কাজের ঠিক উপযুক্ত নয়। আধঘণ্টা হ্যাঙ্কের গাড়ি খুঁজে বের করার চেষ্টা করে শেষে ওকে বললাম শহরের সেরা হোটেলে নিয়ে চলো। হোটেলের লবিতে ঢুকে, ওকে অপেক্ষা করতে বললাম। রেক্সকে ফোনে সব জানালাম।

"বেশী ভেবো না, বেলা," রেক্স বলল, "ও নিজের হোটেলে ফিরলেই আমরা ওকে ধরে ফেলব। আমি জবাব দিলাম, "বেশ, তুমি ওকে ধরার ব্যবস্থা করো।"

রেক্স হেসে জিজ্ঞেস করল, আমি কোথা থেকে ফোন করছি। আমি বললাম। ও বলল, হোটেলের হলে কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করো। আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারটির কাছে ফিরে গেলাম। হোটেলে জড়োয়া গয়না আর দামী পোষাকের ছড়াছড়ি দেখেও ও একটুও ঘাবড়ায়নি। এটা-সেটা গল্প করে আমরা কুড়ি মিনিট কাটিয়ে দিলাম। তারপর ব্রুক্স ব্রাদার্স-এর তৈরি জমকালো স্যুটপরা এক যুবক হলঘরে ঢুকে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

"মিস্ গ্রেগগর্ডি?" আমার পরিচয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে ও একটা খাম বাড়িয়ে দিয়ে, নিজের টুপির প্রান্ত ছুঁয়ে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল। খাম খুলে পঞ্চাশ ডলারের দশটা নোট আর একটা টাইপকরা

চিঠি পেলাম। ড্রাইভারকে একটা নোট দিলাম। ও বলল, ইংরেজ হলেও আমি দেবী। চিঠি খুললাম: 'প্রথম যে প্লেন পাবে তাতে ন্যুইয়র্ক ফেরো।' চিঠিতে কারো সই নেই। চিঠিটা কুচিকুচি ছিড়ে এ্যাশট্রেতে ফেলে দিলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলাম। হোটেলের অভ্যর্থনা কাউন্টারে গিয়ে সেরা কামরা চাইলাম। আমার সঙ্গে কোন মালপত্র নেই দেখে ওরা সন্দেহের চোখে তাকাল। কিন্তু আমি নবলব্ধ অর্থরাজি হেলাভরে দেখিয়ে ছ'কোর্স ডিনারের অর্ডার দিতে, ওরা কামরা দিল। প্রথম যে প্লেন পাব তাতে ন্যুইয়র্ক ফিরছি আর কি। পুরোপুরি বিশ্রামের আগে নড়ছি না। অর্থাৎ, কোন মতেই আজ রাতে নয়। ইউনিফরম ইস্তিরি করতে পাঠিয়ে গা ধুতে গেলাম। তারপর হোটেলের সরবরাহ করা একটা বড় তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে ডিনার খেতে বসলাম। ডিনারের পরিতৃপ্তির ফলে সুনিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম।

পরদিন বিকেলে যখন ওর সঙ্গে দেখা হল রেক্স হ্যারিস তখন বেশ উত্তেজিত। শীলারও অত কান্না উপচিয়ে পড়া ভাব আগে কখনো দেখিনি। হয়ত প্রেমের দ্বন্দ্ব। শীলাকে জিজ্ঞেস করলাম। ও ভাঙল না। ও প্রশ্ন এড়ানোর জন্য আমাকে রেক্সের ঘরে নিয়ে চলল। শীলা ঘর থেকে বেরোতেই রেক্সকে বললাম, "শীলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছ বুঝি?" রেক্স কিছু বলতে চেয়েও মন ঘুরিয়ে নিয়ে কেজো ভঙ্গী করে জবাব দিল, "তোমার এক্ষুণি লণ্ডন অফিসে দেখা করতে হবে।"

আমি একটা অভব্য কথা বললাম। রেক্স কিন্তু এবার তার চতুর জবাব দিল না। বললাম, "আমার এখন গোয়েন্দাগিরি করার কথা নয়। তবু বুড়ো কী চায়?"

"জবাবটা মিঃ ব্রাউনকেই দিও, বেলা। রেক্স হ্যারিস বা শীলার থেকে ওর বেশী কথা বের করতে পারলাম না।

বারো

আমার ফ্ল্যাটে পরিত্যক্ত কবরের মত দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। কারণ আমি জানলা খুলে রেখে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম। যখনই কোথাও যাই কেন্দ্রীয় তাপ বিকিরণ ব্যবস্থা ঘরে রেখে যাওয়া খাবার-দাবার পচিয়ে দেয়। রেক্সের কাছে যে নির্দেশ পেয়েছিলাম তা ছিল স্পষ্ট—লণ্ডনে পা দেওয়া মাত্র মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করো। কিন্তু আমি রাতের প্লেনে উঠেছিলাম। একটুও ঘুমোতে পারিনি বলে ক্লান্ত, নোংরা আর খিটখিটে লাগছিল। কিছুটা ঘাটতি পূরণ করে নেওয়ার আগে কারো সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছিল না। এক ঘণ্টা গরম জলে গা চুবিয়ে থাকার পর আরাম করে ঐ উপলক্ষের উপযুক্ত সাজগোজ করলাম। এগারোটা নাগাদ বেল্‌মোর স্ট্রীটে পৌঁছলাম।

"আপনি কোথায় ছিলেন, মিস গ্রেগহার্ডি?" মিঃ ব্রাউন প্রশ্ন করলেন। "আমেরিকায় ছিলাম স্যার।"

"আমি বলছি সকাল আটটায় লণ্ডনে পৌঁছনোর পর এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? এখন এগারোটা বাজে।"

"আপনি অত তাড়াতাড়ি দেখা করতে চান, তা বুঝিনি, স্যার।"

"হুম!" উনি অশুভ-দ্যোতক ভঙ্গী করলেন। "আমি শুনেছি, আপনি আমেরিকায় মন্দ ছিলেন না। এমন কি শিকাগোয় নাকি কপর্দকহীন অবস্থায় পড়েছিলেন?"

কিছুটা শুনেই ঐ কথা! আমার খরচাপত্রের হিসাব দেখলে না জানি কী বলবেন। কয়েক দিন পরেই ত' রেক্স সব কাগজপত্র ওঁকে পাঠাবে। বললাম, "কোন রকমে ঝামেলা কাটিয়েছি, স্যার।"

"যা শুনেছি তা থেকে মনে হয় আপনার যে লোকটির পেছু নেওয়ার কথা ছিল, সে আপনার চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়েছে।" এ

অভিযোগের তেমন জবাব তৈরি ছিল না। আমি মিথ্যে অজুহাত সৃষ্টির চেষ্টা করলাম না। "তবু," মিঃ ব্রাউন একটু পরে যোগ করলেন, "আপনার কাজের একটা সুফল পাওয়া গিয়েছে। আপনি হ্যাঙ্ক্‌কে দেখতে পাওয়ার ফলে এক সুদূর প্রসারী সূত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।"

"কিসের সূত্র?" আমি নম্রভাবে প্রশ্ন করলাম। উনি বললেন, কিসের আর, ডন বেটম্যান সম্পর্কিত রহস্যের।"

"আমি লজ্জিত, স্যার। ভেবেছিলাম, ঐ রহস্য উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে আমরা আর জড়িত নেই।"

"কে বলল, জড়িত নই?" ওঁর কথায় বিরক্তি ফুটল। আমি বললাম, "আপনিই বলেছিলেন, স্যার, একবার প্রফেসর বেটম্যানের বিভাগ আমেরিকায় উঠে গেলে ঐ রহস্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হবে।"

"ঠিক বটে, আমি তাই বলেছিলাম," মিঃ ব্রাউন বললেন, "কিন্তু তারপর এমন কিছু ঘটেছে যেজন্য অভিমত বদলেছি।" ওঁর বলার ইচ্ছে থাকলে আমাকে বলবেন। তাই কি ঘটেছে জানতে চাইলাম না। উনি একটু পরে যোগ করলেন, "আমরা নিশ্চিত জানতে পেরেছি যে প্রফেসর বেটম্যানের নবতম প্রকল্পের পূর্ণ বিবরণ ইতিমধ্যে এমন কারো হাতে চলে গিয়েছে যারা .....বিদেশী শক্তি।"

"ক্যামল্যাণ্ডে ওদের কারখানা থেকে যে চোরা পথে গোপন তথ্য বেরিয়ে যেত তা ত' আপনি জানতেন," আমি বললাম।

"তা সত্যি। কিন্তু, আমরা নিঃসন্দেহ যে প্রফেসর খুন হওয়ার পর থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কার্যকর করা হয়েছে।"

"আপনি যা বলছেন তার মানে, ডন...প্রফেসর বেটম্যানের হত্যার আগে প্রতিপক্ষ গোপন তথ্য জেনেছে?" উনি মাথা নেড়ে সায় দিলেন। আমি মুহূর্তের জন্য নিজের পরিস্থিতি ভুলে যোগ করলাম, "তাহা বাজে কথা। সেক্ষেত্রে প্রফেসরকে খুন করার প্রয়োজন হত না।"

"আমি বেটম্যান হত্যার আগে বললেও, কত আগে বলিনি, মিস গ্রেগহার্ডি। আমাদের ধারণা ঐ গোপন তথ্য পাচার করতে গিয়েই বেটম্যান খুন হন—হয় দুর্ঘটনায়, নয় তাদের ওঁকে আর বাঁচিয়ে রাখার হেতু ছিল না বলে।"

"অর্থাৎ আপনি বলতে চান নির্যাতনে বাধ্য হয়ে বেটম্যান সব বলে দেন?" কথা ক'টা বলতে ঘেন্নায় আমার গা গুলোচ্ছিল। মিঃ ব্রাউন জবাব দিলেন, "ঠিক তাই।"

"ওরা যা চাইছিল তা যদি পেয়ে গিয়ে থাকে তবে ওরা রোমে আমাকে অত নির্যাতন করল কেন, স্যার?" "সেটা এখনই বলতে পারব না, মিঃ ব্রাউন ভাবলেশহীন গলায় বললেন, "এবার ওটাই খুঁজে বের করতে হবে।"

জানা গেল, মিঃ ব্রাউনের সিদ্ধান্ত ঘটনাবলীর সময় ব্যবধানের ভিত্তিতে রচিত। অতীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে এমন এক গুপ্তচর মিঃ ব্রাউনকে জানিয়েছে যে, রুশরা ইতিমধ্যে এমন এক ক্ষেপণাস্ত্র-বিধ্বংসী অস্ত্র উৎপাদনে হাত দিয়েছে যে অস্ত্র ডন-প্রকল্পিত অস্ত্রের কার্যকারিতা খর্ব করতে সক্ষম হবে। তাই হঠাৎ জানা গিয়েছে যে ঐ অস্ত্রসজ্জার ব্যাপারে মার্কিনরা আর রুশদের থেকে দু'বছর এগিয়ে নেই, বড় জোর সমান-সমান দৌড়চ্ছে। অতএব মার্কিন রাষ্ট্রপতি খুব শীগগির রুশ অস্ত্রসজ্জা প্রতিহত করার উপযুক্ত অস্ত্র উদ্ভাবনের জন্য মার্কিন লোকসভায় বাড়তি তিনশো কোটি ডলার ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তাব করবেন.....এরপর আমি আর গোপন সংবাদের মর্মোদ্ধার করতে পারিনি। মোদ্দা কথা, বম্বে'র উপকূলে সমুদ্র থেকে একটি লাশ উদ্ধারের পর এবং আমি রোমে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে লণ্ডনে আনুপূর্বিক জানানোর মাঝামাঝি সময়ে রুশরা কাজ আরম্ভ করেছে। এসব থেকে একমাত্র সিদ্ধান্ত হয়, নির্যাতনের চাপে ডন সব বলে দিয়েছে। "কিন্তু তাহলে

হ্যাঙ্ক্ আর জ্যাক্ রোমে আমাকে অত জ্বালাতন করল কেন,—এর জবাব কি করে খুঁজে বের করবেন, স্যার?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। রহস্যটার সঙ্গে আমি গভীরভাবে জড়িত ছিলাম। সুতরাং আমার জানতে চাওয়ার হক্ ছিল।

"হ্যাঙ্ক্ যদি আপনা থেকে আমাদের কোন সূত্র না দেয় তবে ওকে লোপাট করতে হবে। তারপর ওই পথ দেখাবে।"

"হ্যাঙ্ক সম্পর্কে আমার ধারণা, ওকে অনেক বোঝালে কাজ হতে পারে," আমি বললাম।

"ওর যথাসাধ্য আপ্যায়নের চেষ্টা করা হবে, মিস গ্রেগহার্ডি।"

মিঃ ব্রাউনের মানসিক গঠনে সত্যিই খুব নোংরা একটা দিক ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, ঐ দিকটা কখনো বেরিয়ে পড়লে এতকাল পরেও আমি বেশ অবাক হতাম। জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঙ্ক্ এখন কোথায়?"

"আপনার নজরের বাইরে চলে যাওয়ার পর, অর্থাৎ তিন ঘণ্টা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর ও হোটেলে ফিরে আসে। আপনি সে সময় প্লেনে ন্যুইয়র্ক ফিরছিলেন ও তখন লস্ এঞ্জেলসে ফিরে চলেছিল। বর্তমানে লস্ এঞ্জেলসের উপকণ্ঠে এক হোটেলে আছে। যতদূর জানি, ওর হাবভাবে অদূর ভবিষ্যতে কোথাও যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।'

"হ্যাঙ্ক্ যখন আমার দৃষ্টি এড়িয়ে শিকাগোয় ঘুরছিল সেই সময়ের মধ্যে কি শিকাগো'র কেউ মারাত্মক চোট পেয়েছে, এবং তার জন্য হ্যাঙ্ক্ দায়ী?" আমি জানতে চাইলাম।

"সত্যি বলতে গেলে 'হ্যাঁ' বলতে হয়," উনি আর কিছু জানাতে অনিচ্ছুক।

"এমন কেউ যাকে আমি চিনি?" আমি প্রশ্ন করলাম। মিঃ ব্রাউনকে একটু বিব্রত দেখাল। আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলাম। উনি কেশে, গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, "আমি দুঃখিত, মিস গ্রেগহার্ডি, আপনার অনুমান সত্যি। শুনেছি, মৃত ব্যক্তি আপনার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। রেক্স আপনাকে খবরটা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু পাছে কোন

হঠকারিতা করে ফেলেন তাই ভাবলাম, আমি নিজে খবরটা জানালে, এবং লণ্ডনে আপনি আমার চোখের ওপর থাকলে সে সম্ভাবনা অনেক কম হবে। তাছাড়া……"

আমি বাধা দিয়ে বললাম—সম্ভবতঃ এ পর্যন্ত ঐ একবারই বাধা দিয়েছি—"আপনি যদি সব কথা না বলেন, মিঃ ব্রাউন, আমি চিৎকার করে কাঁদব।"

"বেশ বলছি, কিন্তু শোকে ভেঙে পড়বেন না। আমার অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে পরশু রাতে মিসেস মেরি কেনেডিকে কেউ তাঁর শিকাগো'র বাড়ির সামনে গুলি করে খুন করেছে।"

মেরির সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তা হয়ত তক্ষুণি মিঃ ব্রাউনকে বলে ফেলতাম। কিন্তু মেরির কাছে শোনা গোপন খবর এবং পরে ওর যে শেষ পরিণতি ঘটল, এ দু'টির মধ্যে কোন সম্ভাব্য সম্পর্ক খুঁজে পেলাম না বলে, মিঃ ব্রাউনকে বললাম না। মেরির খুনের ঘটনা অপর যেকোন খুনের ঘটনার মতই বৈচিত্র্যহীন। মেরি আর রোবেলো বাড়ি থেকে বেরিয়ে সবে গাড়ি চড়তে যাচ্ছিল। ওরা কোথাও ডিনার খেতে চলেছিল। দু'জনেরই পরনে ছিল সান্ধ্য পোষাক। ড্রাইভার গাড়ির পেছনের সীটের দরজা খুলে ধরেছিল। মেরিকে প্রথমে গাড়িতে ওঠার পথ করে দিয়ে রোবেলো একটু পাশে সরে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় প্রায় কোন সময়ের ব্যবধান ছাড়া কেউ পরপর তিনবার গুলি ছোঁড়ে। কালো সান্ধ্য পোষাক পরার ফলে মেরির বুকের ওপর থেকে সাদা ধবধবে ঊর্দ্ধাঙ্গ ছিল অনাবৃত। গুলির চমৎকার লক্ষ্যবস্তু। তিনটে গুলিই পরপর এক ইঞ্চি ব্যবধানে বুকে বিঁধেছিল।

আততায়ীর বন্দুকের তাক নিঃসন্দেহে খুব উঁচু দরের। কোন দিক থেকে গুলি ছুঁড়েছে কেউ তা আন্দাজ করতে পারেনি। মেরির দেহ কোলে নিয়ে রোবেলো বসে রইল। গাড়ির টেলিফোনে ড্রাইভার

পুলিশকে খবর দিল। অন্তিম মুহূর্তগুলোয় মেরি কিছু বলেছে কিনা কেউ জানে না। এমন কি কথা বলার মত দীর্ঘ অন্তিম মুহূর্ত মেরি পেয়েছিল, না ও সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছে তা ও কেউ সঠিক বলতে পারেনি। যতদূর জানা গিয়েছে, রোবেলো তেমন মুখ খুলতে চায়নি। পুলিশ বেশ সক্রিয় হয়ে উঠলেও যতটা চটপট সক্রিয় হলে রেক্স খুসি হতে পারত ততটা তৎপর হয়নি। যে ঘটনা খবর কাগজের সামনের পৃষ্ঠায় ফলাও করে ছাপা হতে পারত, তা দায়সারা গোছের ছেপে ধামা-চাপা দেওয়া হল। শিকাগোর পুলিশ দুনিয়া তোলপাড় করে অপরাধীদের খুঁজলেও রেক্সের লোকজন হ্যাঙ্কের সম্পর্কে মুখ বুজেই ছিল। পরদিন সকালে ওকে লস্-এঞ্জেলস্ যেতেও দিয়েছিল। ও প্লেনে ওঠার আগে রেক্সের লোকরা হ্যাঙ্কের স্যুটকেস তল্লাসি করেছিল। স্যুটকেসের তলার দিকে একটা চোরা খাপে মেরি হত্যার পিস্তল পাওয়া গেল. হ্যাঙ্ক্ নিখুঁতভাবে তার কাজ সারল। পিস্তল সমেত স্যুটকেস সেখানেই পড়ে রইল। হ্যাঙ্ক্ তা নিতেও আসেনি। তার কোন প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়নি।

"লস্-এঞ্জেলসে থাকতে আপনার প্রায়ই মেরির সঙ্গে দেখা হত, তাই না?" মিঃ ব্রাউন পরদিন জিজ্ঞেস করলেন। মেরির মৃত্যুর খবর জানিয়ে উনি আগের দিন আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে দিয়েছিলেন। পরদিন সকালে ওঁর অবশ্যই মনে হয়েছিল আমি যথেষ্ট শোক করেছি। মিসেস মেননকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

"আমি আর মেরি এক সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। পরদিন লাঞ্চ খেয়েছিলাম। ও সেদিনই শিকাগো রওনা হল।"

মিঃ ব্রাউন কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। অর্থাৎ অপ্রীতিকর কিছু বলবেন তারই আভাস। 'পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর সাদৃশ্যকে একটু বেশী দূর টেনে নিয়ে যাচ্ছি মনে হতে পারে…"আমি

বললাম, "কোন সাদৃশ্য ?"

"হ্যাঙ্ক্ আলমেডো দ্বারা সঙ্ঘটিত এক ঘটনায় আপনি জড়িত ছিলেন, মেরির সঙ্গেও আপনি জড়িত। দু'টো ঘটনার মধ্যে নিশ্চয় কোন সংযোগ আছে।"

"না, স্যার," আমি সজোরে বললাম। কারণ মিঃ ব্রাউনের কথার ভাবার্থ, আমার জন্যই মেরি খুন হয়েছে।

"কিছুক্ষণের জন্য ব্যক্তিগত অনুভূতি দূরে সরিয়ে রেখে কেবল ঘটনার আলোকে বিচার করুন, মিস গ্রেগহার্ডি।" এবার মনে হল, বুড়োর অনুমান অভ্রান্ত। উনি বলে চললেন, "আসুন, ঘটনাগুলো এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক: হ্যাঙ্ক্ এক তৃতীয় ব্যক্তির স্বার্থে বেটম্যান হত্যায় জড়িয়েছিল। সেই তৃতীয় ব্যক্তির স্বার্থেই ও রোমে আপনাকে অপহরণ করেছিল। সুতরাং মেরি কেনেডির খুনও ঐ তৃতীয় স্বার্থে হয়েছে, এটা ভাবাই যুক্তিযুক্ত।"

"হ্যাঁ, স্যার," আমি মানলাম। "অতএব, মিস গ্রেগহার্ডি, আমাদের ঐ তৃতীয় ব্যক্তিটিকে সনাক্ত করতে হবে।"

"আমি সনাক্ত করেছি, স্যার। রজার গ্রেশাম।" মিঃ ব্রাউন, কিন্তু একটুও অবাক না হয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি রজার গ্রেশামের নাম করলেন কেন?"

"কেন বললাম তা একটুও বলতে পারব না, স্যার। কিন্তু বেটম্যান আর মেরি হত্যায় কোন তৃতীয় ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষীণভাবেও যদি কাজ করে থাকে, সে ঐ ব্যক্তি। এ আমার দৃঢ় ধারণা।"

"ঘটনা দুটোর সঙ্গে রজার গ্রেশামের সম্পর্ক কতটুকু, মিস গ্রেগহার্ডি?" আমি বললাম, "উনি বেটম্যানের কোম্পানির মালিক। দ্বিতীয়তঃ উনি মেরিকে ভয় দেখিয়ে সুবিধে আদায় করার মত গোপন ফটো সযত্নে রাখেন।"

"কি ধরণের ফটো, এবং তা গোপন কেন?" মিঃ ব্রাউন জিজ্ঞেস করলেন। আমি সবই বললাম। উনি বেশ কয়েকবার ছি-ছি বলে

মাথা নেড়ে বললেন, "অত্যন্ত নোংরা কথা। কিন্তু আপনি আগে এসব জানাননি কেন ?"

"কেউ জানতে চায়নি। তাছাড়া ওটা মেরির ব্যক্তিগত গোপন কথা, যা ওর অনুমতি বিনা কাউকে বলা অনুচিত হত। ও আমাকে বিশ্বাস করে বলেছিল।"

তাঁর লোকজন কেবল তাঁর সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে গোপন খবর বিনিময় করে এটা মিঃ ব্রাউনের দারুণ অপছন্দ। এবার, কিন্তু সেকথা তুললেন না। বললেন, "আমি তবু ঠিক যোগসূত্রটা দেখতে পাচ্ছি না।"

"যোগসূত্রটা এখনই প্রমাণ করতে না পারলেও, স্যার, আমি কিন্তু ঠিকই তা বের করে ফেলব।" মিঃ ব্রাউন অমনি আবার বড় সাহেব হয়ে গেলেন, "না, মিস গ্রেগহার্ডি, আমি যেটুকু করতে বলব আপনি তাই করবেন। তার বেশীও নয়, কমও নয়।" "আচ্ছা, স্যার।"

এরপর আলোচনায় একটু ছেদ পড়ল। মিঃ ব্রাউন চিন্তায় ডুবে গেলেন। আমাব খুব অস্বস্তি লাগছিল। মিনিট তিনেক পরে উনি নীরবতা ভঙ্গ করলেন, "যদি ধরে নেওয়া যায় আপনার ধারণাই নির্ভুল মিস গ্রেগহার্ডি, অর্থাৎ সবকটা ঘটনার মূলে রজার গ্রেশামের স্বার্থ কাজ করেছে, আপনি তা প্রমাণ করবেন কি করে ?"

"কবে থেকে আমাদের এসব প্রমাণ করা প্রয়োজন হয়েছে, স্যার ?" যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। সাক্ষী-প্রমাণ লাগে আদালতে। আমাদের কাছে মিঃ ব্রাউনই আদালত, উকিল এবং সবকিছু। তিনি একবার কোন ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলে নিজের খতম বাহিনীর লোক-জনকে—কপালগুণে আমার কখনো সে বাহিনীর কারো সঙ্গে দেখা হয়নি—হুকুম করেন। তারা বাকি কাজ সারে।

মিঃ ব্রাউন বললেন, "আপনি এমন এক ব্যক্তির মোকাবিলা করার প্রস্তাব করছেন যিনি এক বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের অতি প্রভাবশালী, গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক এবং বাসিন্দা। আপনার মতে উনি যেসব অপরাধের জন্য দায়ী তা সত্যি হলে ঐ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার হক্

একমাত্র আমেরিকানদেরই। আর, ওরা প্রমাণ ছাড়া এক পাও নড়ে না।”

“আর যা হোক আমেরিকানরা অবুঝ নয়,” আমি বললাম। “তা বটে। কিন্তু, মিস গ্রেগহার্ডি, ওদের পায়ে পায়ে রাজনীতি জড়িয়ে থাকে। এধরনের ঘটনায় ওদের সবকিছু বিশদ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে ত' হবেই নথি-প্রমাণাদি দিয়েও আমাদের বক্তব্য মজবুত করতে হবে। তবেই ওরা কাজ সুরু করবে।”

আমি না বলে পারলাম না, “আপনার কোন লোককে কি রজারের ওখানে পাঠাতে পারবেন মনে হয়?·····ধরুন, এমন যদি দেখানো সম্ভব হয় যে, লোকটি দুর্ঘটনা বশে ওখানে নেমে পড়েছে···”

মিঃ ব্রাউনের চোখ-মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। “না, তা মোটেই সম্ভব নয় তার এত বেশী প্রতিক্রিয়া হবে যে গুণে শেষ করা যাবে না। তাছাড়া, যতদূর শুনেছি রজার গ্রেশামকে খতম করা খুবই কঠিন কাজ। না, তার চেয়ে ঐ ঘটনাগুলোর সঙ্গে রজারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ পেলে বরং ভাল কাজ হবে।”

“আপনি যা অসম্ভব ভাবছেন তাই আমি সম্ভব করে ছাড়ব, স্যার,” আমি বলে ফেললাম। প্রথম ডন, তারপর মেরি হত্যা—মনে হচ্ছিল, আমার যা খুশি ঘটুক আমি প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব।

“আপনি কি একটু আবেগের বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন না, মিস গ্রেগহার্ডি?” “হয়ত করছি, স্যার। তবু আপনার দুশ্চিন্তার হেতু নেই। কারণ কিছুতেই আমার কাজ পণ্ড হতে দেব না।”

“সামনে উপস্থিত ঘটনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভাল, মিস গ্রেগহার্ডি। কিন্তু ঘটনাগুলো খুসি মত দুমড়ে মুচড়ে আপনার পূর্ব-গৃহীত সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা অনুচিত।” এসব আমাদের প্রশিক্ষণ কেতাবের প্রথম পৃষ্ঠার বাণী। এদিকে আমি মনে মনে রজার গ্রেশামকে বন্দী করে, ফাঁসিতে লটকিয়ে ফেলেছিলাম। “ধরুন আপনি যা চান তাই করতে দেওয়া হল। কিভাবে এগোবেন,

সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে, মিস গ্রেগহার্ডি ?"

"আমি মিঃ গ্রেশামের প্রাসাদে বেড়াতে যাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়েছি," আমি সগর্বে বললাম। মিঃ ব্রাউন অবাক, "তাই নাকি! কি করে জোটালেন ?"

"জোটাইনি, স্যার। আপনা থেকে এসে জুটেছে।" "আপনার সন্দেহ যদি সঠিক হয় তবে আপনি সিংহের আস্তানায় পা দিচ্ছেন, মিস গ্রেগহার্ডি।"

"অতীতে অনেক সাহসী মানুষই ত' তাই করেছে, স্যার।" "আপনার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখব, মিস গ্রেগহার্ডি। আমার নির্দেশ পাওয়ার আগে কিছু করবেন না।"

মিঃ ব্রাউনের ঘর থেকে বেরিয়ে মিসেস মেননের কাছে আমেরিকায় থাকাকালীন গোয়েন্দাগিরি সংক্রান্ত খরচপত্রের হিসেব দাখিল করলাম। উনি বললেন, "ঐ সময় তোমার গুপ্তচরের কাজ করার কথা ছিল না।" বললাম, "আমি জানি, মিসেস মেনন।" "অতএব তুমি গুপ্তচর্য সংক্রান্ত খরচপত্র পেতে পারো না।"

মিঃ ব্রাউন আমাকে দু'দিন অপেক্ষা করিয়ে রাখলেন। সে দু'দিন একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ছাড়া বেরোইনি। প্রত্যেকবার ফিরেই অফিসে ফোন করেছি। প্রতিবারই মিসেস মেনন ভদ্রভাবে জানিয়েছেন, —না, মিঃ ব্রাউন আপনার খোঁজ করেননি। ফোন এল তৃতীয় দিন সকাল ন'টায়।

পঁচিশ মিনিটে অফিসে পৌঁছলাম। মিসেস মেনন বললেন, "একটু অপেক্ষা করো। মিঃ ব্রাউন একটু ব্যস্ত আছেন। মিঃ রেক্স হ্যারিসের একটা চিঠি পেয়েছি। উনি বলেছেন, খরচপত্র বাবদ তোমাকে গত সপ্তাহে পাঁচশো ডলার আগাম দিয়েছেন।"

"উনি ঠিকই লিখেছেন," আমি জানালাম। "তার মানে দু'শো

পাউণ্ডের ওপর। টাকাগুলো কি করেছ?"

"খরচ করেছি," আমি বললাম। "দুঃখিত, এ খরচা আমি পাশ করতে পারব না," মিসেস মেনন বললেন, "মিঃ ব্রাউন যা হয় করবেন।"

"আচ্ছা," আমি বললাম, "সবুজ বাতি জ্বলছে। এবার মিঃ ব্রাউনের ঘরে যেতে পারি?" মিসেস মেনন মাথা নেড়ে সায় দিলেন। আমি মিঃ ব্রাউনের ঘরে ঢুকলাম। উনি পাইপ সাফ করছিলেন। তাই চোখ তুললেন না।

"বসুন, মিস গ্রেগ্ হার্ডি।" আমি বসলাম। "আমাদের সেদিনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গভীর চিন্তার পর আমি একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছি।" অর্থাৎ উনি খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছেন যে আমরা এক দুর্ভেদ্য দেওয়ালের সম্মুখীন হয়েছি। আমি নম্রভাবে বললাম, "বলুন স্যার?"

"আপনি বলেছেন আপনার রজার গ্রেশামের বাড়িতে ঢোকার উপায় আছে। তা যদি সত্যিই থাকে, তবে আমি বলব তার সুযোগ নিন।" "ধন্যবাদ, স্যার," আমি উঠে দাঁড়ালাম।

"আমার কথা এখনো শেষ হয়নি," উনি বললেন। আমি আবার বসলাম। "আমি বলতে চাই, মিস গ্রেগহার্ডি, আমার······আমাদের এই বিভাগের ধারণা আপনার প্রস্তাবটাই শেষ উপায়। সাধারণ এবং স্বাভাবিক ঘটনায় আমি এ ধরণের কাজ অনুমোদন করি না। কিন্তু আমাদের হাতে অকাট্য প্রমাণ নেই। আছে কেবল কয়েকজনের প্রবল ধারণা। এক্ষেত্রে আমরা উপায়ান্তরবিহীন। তাই ঝুঁকি নিতেই হবে।"

"আপনার কি ধারণা, হ্যাঙ্ক্ আলমেডো কিছুতেই মুখ খুলবে না?" আমি বললাম।

উনি দু'হাত তুলে হতাশা প্রকাশ করে বললেন, "একটা চালে ভুল হয়ে গিয়েছে। মার্কামারা আমেরিকান কাণ্ড-কারখানা আর কি। হ্যাঙ্ক্‌কে ধরতে যে লোক ক'টাকে পাঠিয়েছিলাম তারা ছিল অত্যুৎসাহী। হ্যাঙ্ক্ ওদের হাত এড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়েই······" উনি শেষ করার আগেই আমি বললাম, "খুন হয়েছে, তাই ত?"

"হ্যাঁ, খুন হয়েছে।" মিঃ ব্রাউন তাঁর পাইপটাকে পরিষ্কার করার তার দিয়ে আদিম শক্তিতে খোঁচা দিলেন। কট্ করে একটা শব্দ হল। পাইপের মুখটা ভেঙে ওঁর হাতে দু'খণ্ড হয়ে যেতে ওঁর রাগ একটু কমল। "ওরা সত্যিই খুব বাড়াবাড়ি করেছে। আমেরিকার প্রত্যেকে যেন হয় একটা গুণ্ডা নয় ডাকাত। বন্দুক হাতে পেলে যা কিছু নড়তে দেখে ওরা তাতেই তাক করে। আমাদের কাছে হ্যাঙ্ক্ জীবিত থাকার গুরুত্ব কত যে বেশী তা যদি ওরা বুঝত!"

"হয়ত হ্যাঙ্ক্ সম্পর্কে ওরা জানত বলেই তার গুলি খেয়ে ঘায়েল হওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে ওকে গুলি করেছে," আমি বললাম।

"ওটা কোন কাজের কথা নয়, মিস্ গ্রেগহার্ডি।" ওঁর বক্তব্য, শিকারটিকে জ্যান্ত ধরার জন্য বরং কয়েকটি নিজের লোক ঘায়েল হওয়া শ্রেয়ঃ ছিল। ভাঙা পাইপের টুকরোগুলো সযত্নে ব্লটিং-পেপারের ওপর সাজিয়ে রেখে, এক মুহূর্তের জন্য ওগুলোর দিকে মমতা আর দুঃখ ভরা চোখে তাকিয়ে, চোখ তুললেন। "হ্যাঁ, আপনি আর বসে আছেন কি জন্য? মিসেস মেনন আপনাকে টিকিট দেবেন। আপনি আজই বিকেলে রওনা হন।" আমি উঠে, পা বাড়িয়েছিলাম। উনি আবার বললেন, "একটা কথা, মিস গ্রেগ্‌হার্ডি। বৃটেনের মুদ্রা স্টার্লিং-এর শোচনীয় ঘাটতির কথা স্মরণ রেখে আপনি মার্কিন মুল্লুকে নিজের খরচ কমানোর যেটুকু চেষ্টা করবেন, আমি তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ থাকব।" মনে মনে ভাবলাম, আমাকে কবরে ঢোকানোর আগে কখনই মিঃ ব্রাউন কৃতজ্ঞ হবেন না।

তেরো

যে ছদ্ম পরিচয়ে ওর জীবন থেকে সরে এসেছিলাম সেই পরিচয়েই আবার মেলভিলের জীবনে জড়াতে হল। প্রথমে ন্যুইয়র্কে রেক্স হ্যারিসের সঙ্গে দেখা করলাম। ও ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের প্লেনে

লস্-এঞ্জেলস্ যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। হ্যাঙ্কের ঘটনাও বলল। হোটেল থেকে হ্যাঙ্কের নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখা না যেতে রেক্স মিঃ ব্রাউনের পরামর্শে ওকে অপহরণের ব্যবস্থা করেছিল। সেই উদ্দেশ্যে রেক্স সি-আই-এ'র তিনজন গোয়েন্দাকে হ্যাঙ্কের হোটেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ওরা চব্বিশ ঘণ্টা ওর ওপর নজর রেখে ওদের পেশা অনুমোদিত পদ্ধতি কাজে লাগাল। কিন্তু হ্যাঙ্ক্ পুরনো ধরনের অপরাধী। ও যে ঐ হোটেলে আছে সেটা আর কারো জানার কথা নয়। সুতরাং দরজায় টোকা পড়া মানেই বিপদ। ও খোলা পিস্তল হাতে জানলা গলে পালাল। ঠিক তখনই দ্বিতীয় গোয়েন্দাটি ঐ পথে এগিয়ে আসছিল। হ্যাঙ্ক্ তাকে গুলি করল। গোয়েন্দা চোট পেলেও, মরেনি। তৃতীয় গোয়েন্দা ছিল ঠিক পঁচিশ ফুট দূরে। সে হ্যাঙ্ক্কে পিস্তল ফেলে, ধরা দিতে হাঁকল। হ্যাঙ্ক্ তাকেও এক গুলি জমিয়ে দিল। এর মধ্যে প্রথম গোয়েন্দা হ্যাঙ্কের ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় এসে পৌঁচেছিল। সেও হেঁকে হ্যাঙ্ক্কে সাবধান করল। একটা গুলিও ছুঁড়ল। হ্যাঙ্ক্ তবুও থামল না দেখে সে আরেকটা গুলি ছুঁড়ল। সেটা হ্যাঙ্কের হাঁটুতে লাগল। তৃতীয় গোয়েন্দাও ওর হাঁটু তাক করে গুলি করল। দুর্ভাগ্যক্রমে ততক্ষণে হ্যাঙ্কের মাথাই তার হাঁটুতে নেমে এসেছিল। অতএব হ্যাঙ্ক্ পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। জিজ্ঞাসাবাদের কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে গোয়েন্দারা ফিরে গেল। শূন্য রঙ্গমঞ্চে বেলা গ্রেগ্‌ হার্ডির প্রবেশ ঘটল।

বিকেল চারটেয় লস্-এঞ্জেলসে নেমে আগের হোটেলে উঠলাম। রেক্সের থেকে পাওয়া মেলাভলের নম্বর ডায়াল করলাম। "কেমন আছো, সুন্দরী," কে ফোন করছে বুঝতে পেরে মেলভিল বলল, "কোথায় ছিলে?" আমি বললাম, "ন্যুইয়র্কে ছিলাম।"

"আমার গাড়িটা কি করেছ?" আমি বললাম, "একটা চিঠিতে সব লিখে চিঠিটা তোমার জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।"

"আমার জ্যাকেট পাইনি।" "তাহলে কোথাও কোন গোলমাল

হয়ে গিয়েছে, মেলভিল।"

"অবশ্যই হয়েছে। হুঁশ হতে বুঝলাম আমি স্যান-ফ্রান্সিস্‌কো-য় এসে পৌঁচেছি। বোধহয় গোটা রাস্তাই হেঁটেছিলাম। তুমি কি করছ?" মেলভিল জিজ্ঞেস করল। বললাম, "তুমি কোথাও নিয়ে যাবে বলে বসে আছি।"

"আমার ফ্ল্যাটে একটা ছোট্ট পার্টি হচ্ছে। চলে এসো, বেলা।" "জানোই ত, মেলভিল, আমার একাধিক নরনারীর যৌথ যৌনানন্দে রুচি নেই।"

"ভয় নেই, বেলা, আজ রাতে সেসব হবে না। চলে এসো।" ওর ঠিকানা লিখে নিয়ে বললাম, কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁচচ্ছি। এরমধ্যে প্রায় ভুলে যাওয়া কথা মনে পড়ার মত মেলভিল জানতে চাইল, আমি মেরি আর রোবেলোর খবর জানি কিনা। "না" আমি বললাম, "ওরা কোথায় গিয়েছে তাও জানি না।" ও জবাব দিল, "আমিও জানি না। তুমি চলে এসো।"

এবার পছন্দমত জামাকাপড় নিয়ে আমেরিকায় এসেছিলাম। একটা সাদামাঠা কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষক পোষাক বেছে নিলাম। পার্টিতে বরাত খুলতেও ত' পারে। বিশেষতঃ বেভার্লি হিলস্‌ নাকি কোটিপতিদের অঞ্চল।

মেলভিলের আস্তানা মেরিদের আস্তানার চেয়ে অনেক ছোট। একটি বেয়ারা আমাকে গৃহস্বামীর অবস্থান ইঙ্গিত করল। আমি প্রায় শ'তিনেক সিনেমা আর পেট্রোল ব্যবসায়ীর ভিড় ঠেলে এগোলাম। মেলভিল আমাকে বহুদিন পরে সৌভাগ্যক্রমে দেখা হওয়া পরমাত্মীয়ের মত অভ্যর্থনা করে, নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের লেডি ইসাবেলা গ্রেগ্‌হার্ডি নামে পরিচয় করাল। ইংল্যাণ্ডের এক অভিজাত মহিলার সঙ্গে পরিচিত হতে ওদের ভালই লাগল। কিন্তু আমি ক্যাম্‌ল্যাণ্ডের

পিটার স্মাইথের সঙ্গে করমর্দন করছি দেখে প্রমাদ গুণলাম। আমার হাতের ওপর ঝুঁকে পিটার বলল, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম, লেডি গ্রেগ্‌হার্ডি।"

"লেডি গ্রেগ্‌হার্ডি আপনার দেশের লোক," মেলভিল জানাল। মিঃ ......"স্মাইথ" পিটার স্মাইথ বলল, "কিন্তু বেলা আগেই তা জানে।"

"তাই নাকি?" মেলভিল বলল, "আমি তবে দু'জন পুরনো পরিচিত মানুষকে একত্রে রেখে চললাম। তোমারা গল্প-গুজব করো।" ও হেসে অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে এগোল।

"আশ্চর্য! দারুণ অবাক কাণ্ড!" পিটার আনন্দের উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। "আশ্চর্যই বটে," আমি বললাম, "কিন্তু পৃথিবীর আর সব জায়গা ছেড়ে এখানে তুমি কি করছ?"

"কেন, আমি ত' এখানে কাজ করি, মনে নেই? আমি বলেছিলাম, আমরা আমেরিকা চলে যাচ্ছি, মনে নেই?" "মনে পড়েছে," আমি বললাম, "কতদিন হল এসেছ? এখানে কেমন লাগছে?"

"ভালই লাগছে, বেলা। কিন্তু, এক প্রশ্ন থেকে আরেকটির উৎপত্তি হয়। তুমি এখানে কি করছ?" পিটারকে আগের চেয়ে অনেক চালাক লাগছিল।

"আমি এয়ার-হোস্টেসের কাজ করি।" পিটার বলল, "আমরা তাই শুনেছিলাম। এয়ার ইণ্ডিয়া, তাই নয়?"

"ওটা ছেড়ে দিয়েছি, পিটার! এখন একটা আমেরিকান কোম্পানিতে কাজ করি।" পিটার বলল, "তার মানে পুরনোটা ছেড়ে নতুন ধরেছ, এই ত? এত সুন্দর চেহারা থেকেও কখনো কখনো তা কাজে না লাগাতে পারলে লাভ কোথায়?"

আমি ওর হাতে হাত জড়িয়ে একটা মন-কেড়ে-নেওয়া হাসি হাসলাম। "তুমি তোমাদের মিঃ জেমিসনের মত কথা বলছ, পিটার। ও হঠাৎ একটু বিব্রত হল। "ওটা আমার কাজ ছিল না, বেলা। ওটা টিম হরবেরির কাজ। ও বলেছিল......"

"টিম কি বলেছিল তা আমার জানার ইচ্ছে নেই। তুমি বরং আমার জন্য এক গ্লাস পানীয় নিয়ে এলে বাধিত হবো।" "যাচ্ছি।" পিটার বারের দিকে ছুটল। এই ফাঁকে টিম হরবেরিকে কোথাও দেখতে পাই কিনা ভাল করে দেখে নিলাম। পিটারের চোখে ধূলো দেওয়া তেমন শক্ত নয়। কিন্তু টিম কঠিন চিজ্।

পিটার পানীয় পেয়ে বিজয়গর্বে নিয়ে আসতে বললাম, "টিম হরবেরি আসেনি?" "না, ও কাজ করছে।"

আমি বললাম, "তুমি কাজ করছ না কেন?" "ওর হাতের কাজ শেষ না হলে··"পিটার থামল। হয়ত একটু বেশী বলে ফেলেছে। তা, পিটাব কথা থামাক, ক্ষতি নেই। সারা সন্ধ্যা পড়ে আছে। ও লনে বেড়ানোর প্রস্তাব করতে আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম। ও বলল, "তোমাকে পেয়ে ভারি আনন্দ হচ্ছে·····ডুবন্ত মানুষের মরুদ্যান দেখতে পাওয়ার মত।"

"তুমি উপমাগুলো গুলিয়ে ফেলছ, পিটার।" পিটার বলল, "ফেলছি নাকি? মদের জন্য। চাইলাম হুইস্কি আর এরা কি যেন দিল। সেই থেকে আমার সব বেসামাল হয়ে যাচ্ছে।"

"তোমার স্কচ হুইস্কি চাওয়া উচিৎ ছিল, পিটার।" ওকে দেখে যতটা মনে হচ্ছিল ও আসলে তার চেয়ে অনেক বেশী বেসামাল হয়েছিল। খোলা হাওয়ায় এসেও ওর তেমন সুবিধে হয়নি। ও আরো দু'বার পানীয় নিল। বুঝলাম, আমার কাজ শুরু করা যেতে পারে। বললাম, "টিম আসেনি বলে ভাল লাগছে না। ও কী এত গুরুত্বপুর্ণ কাজে আটকে পড়ল যে পার্টিতে আসতে পারল না?"

পিটার জবাব দিল, "বেচারী ডন বেটম্যান নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে টিম আমাদের বিভাগের প্রধান হয়েছে। ও অবশ্য, ডনের মত কাজের নয়, তবু বেশ বুদ্ধিমান। ডন ছিল আসলে এক প্রতিভা। বিদ্যুৎ চমকের মত শানিত তার প্রকাশ। টিম পরিশ্রমী, কিন্তু প্রতিভা নেই। ডন যা এক দিনে করতে পারত ও তা করবে এক বছরে। যে নতুন

কাজটা আমরা হাতে নিয়েছি, ডন থাকলে এত দিনে হয়ে যেত। টিমের আরো সময় লাগবে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "টিম কী কাজে এত ব্যস্ত?" পিটার মাতাল হলেও সেয়ানা। ও বলল, "ওর নানান ধরনের কাজ করতে হয়। এ জায়গাটা ত' বেশ চমৎকার, কি বলো?" আমরা সুইমিংপুলের কাছে এসে পৌঁচেছিলাম। পুলের একদিকে একটা বার। সাঁতারের পোষাকপরা চারজন অতিথি পান করছিল। বারটা পিটারকে আকর্ষণ করছিল।

"তোমার আমেরিকা কেমন লাগছে, পিটার?" ও বলল, "আমেরিকা? দারুণ লাগছে। সেদিন এক চিত্রাভিনেতার সঙ্গে কথা বলছিলাম। সে বলল এই হলিউডেই নাকি ক্রিকেট টীম আছে। ভাবছিলাম, একটা খেলার টীম গড়তে পারলে মন্দ জমবে না।"

"তুমি হলিউডে থাকো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। ও বলল, "না। আমি থাকি এখান থেকে তিনশো' মাইল দূরে। এখানে কেউ তিনশো মাইল দূরে পার্টিতে যোগ দিতে আসতে ভয় পায় না। ইংল্যাণ্ডে তিনশো মাইল যাওয়া যেন এক ছোট খাটো নাটক। আর আমি আজ সন্ধ্যেয় এসেছি কোম্পানির প্লেনে। অত বড় প্লেনে আমি একা।"

"ভদ্রলোকের দেখছি কর্মচারীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতি ভালই দৃষ্টি আছে," আমি বললাম।

"কার দৃষ্টি আছে বলছ?" পিটার প্রশ্ন করল। আমি বললাম, "কার আর? রজার গ্রেশাম-এর।"

পিটার বলল, "তা আছে, মনে হয়। তবে এসব ছোট ব্যাপারে তিনি লক্ষ্য রাখেন ভাবিনি। সম্ভবতঃ কোম্পানিই সব করে।" আমি বললাম, "কোম্পানি মানেই ত' উনি, তাই নয়?"

পিটার জবাব দিল, "অন্ততঃ আমার বেলায় তা নয়। আমি ত' লোকটিকে এখনো দেখিনি। উনি অনেকটা সেই অপর ধনী লোকটির

মত যিনি এরোপ্লেন আর সিনেমার ব্যবসা করে কোটিপতি হয়ে সম্প্রতি লা-ভেগাস শহরটা কিনে ফেলেছেন। কিন্তু নিজে লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকতে ভালবাসেন। তোমাকে একটা মজার খবর দিচ্ছি, বেলা। এখানকার ব্যবস্থা এমন যে তা দেখলে বুড়ো জেমিসনের চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত। আমরা যেখানে কাজ করি মনে হয়, সেখানে নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটা গোটা সেনাবাহিনী কাজে লাগানো হয়েছে। ওখানে ঢুকতে-বেরোতেই কত সময় চলে যায়।"

"আমেরিকানরা নিরাপত্তার ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার," আমি বললাম। পিটার জবাব দিল, "আমার মনে হয় এরা একটু বাড়াবাড়ি করে। দাঁড়াও, তোমাকে এক গ্লাস পানীয় এনে দিই।"

"কোন শনিবার আমাকে বেড়াতে নিয়ে চলো না?" আমি বললাম। পিটার জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

আমি বললাম, "যেখানে তুমি কাজ করো, সেখানে।" "তা পারব না।" পিটার বলল, "ওরা আমার অণ্ডকোষ দু'টি কেটে ফেলে দেবে। মাফ করো, আমি খারাপ ভাষা প্রয়োগ করতে চাইনি। নিশ্চয় অত বেশী মদ খাওয়ার ফল।" ও আমার হাত জড়িয়ে ধরে বাড়ির দিকে নিয়ে চলল।

"তুমি মেলভিল স্টিভেন্স-এর পার্টিতে কি করে এলে? ওর সঙ্গে পরিচয় আছে নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। পিটার বলল, "গত সপ্তাহে আমাদের কারখানায় ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ও বলল, কখনো লস্-এঞ্জেলসে এলে যেন ওর সঙ্গে দেখা করি। এসে ভালই করেছি।"

"কারখানায় মেলভিল কি করছিল?" আমি জানতে চাইলাম। পিটার বলল, "বলতে পারব না। ও এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিল।"

আমি বললাম, "অত কঠোর নিরাপত্তা সত্ত্বেও?" পিটার জবাব দিল, "ওকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। ওর মত অত বড়লোক হলে অনেক কিছু সহজ হয়ে যায়।"

পিটারের থেকে জানলাম, মেলভিল রজার গ্রেশামের সঙ্গে কেবল সামাজিক স্তরেই পরিচিত নয়। স্থির করলাম, ওকে কাজে লাগাতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই ত' আমার আমেরিকায় আসা। পিটার আমার জন্য এক গ্লাস পানীয় নিয়ে আসতে গেল। আমি অমনি মেলভিলের খোঁজে চললাম। জন ছ'য়েক অতিথি ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। ও তাদের বলছিল, "যত কাল মাটির তলা থেকে তেল বেরোবে, আমার পেট চালানোর জন্য পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই।" ওর বাপ ব্যাঙ্কে একশো বারো কোটি ডলার আর পেট্রোল বোঝাই তিন হাজার বিঘে জমি রেখে গিয়েছে। একটি লাল-চুল সুন্দরী ওর সব কথা গিলছিল। আমি এগিয়ে 'গিয়ে মেলভিলের হাত ধরতে সে ছুরি-শানানো চোখে তাকাল। 'কোথায় লুকিয়েছিলে বেলা?" মেলভিল আমাকে কাছে টেনে বলল, "অনেকক্ষণ তোমাকে দেখিনি।"

আমি বললাম, "পিটার স্মাইথ আর আমি বৃটিশ জাতীয় পতাকা তুলতে তুলতে ভাবছিলাম আমরা তোমাদের স্বাধীনতা দিয়ে ভাল কাজ করেছি।" দলের একটি লোক ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল। হয়ত কড়া জবাব দিত। কিন্তু মেলভিল তাকে সুন্দরভাবে থামিয়ে দিয়ে বলল, "বেলা আমার প্রিয় বান্ধবী। কিন্তু, ওর একটা দোষ, ও কখনো কখনো লোকের গাড়ি চুরি করে থাকে।"

"সত্যি? আপনি তাই করেন নাকি?" লাল-চুল বলল। আমি বললাম, "খুব অসুবিধেয় না পড়লে করি না।"

"আপনি নিশ্চয় তামাশা করছেন," ও বলল। আমি স্বীকার করলাম যে আমি তাই করছিলাম। ও আবার প্রশ্ন করল, "আপনি কি, তাহলে, তামাশা করার জন্য গাড়ি চুরি করেন?"

মেলভিল বলল, "চুরি করা ওর মানসিক রোগ! ও যা পায়, চুরি করে।"

লাল-চুলের শিশু-নীল চোখ দু'টো চশমার কাঁচের তলায় আমার দিকে ঝিলিক দিল। বৃটিশরা আমেরিকাকে স্বাধীনতা দানের প্রসঙ্গে যে

লোকটি প্রতিবাদ করতে উৎসুক হয়ে উঠেছিল, লাল-চুল তার বাহুলগ্ন হয়ে বলল, "চলো, আমরা পানীয়ের সন্ধানে যাই।" ওরা চলে গেল।

মেলভিল আমার হাতে হাত জড়িয়ে আরেক দলের দিকে নিয়ে চলল। দেখলাম পানীয় ভর্তি গ্লাস হাতে পিটার স্মাইথ শিকার হাতছাড়া হওয়া শিকারী কুত্তার মত লনের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। নতুন দলের কাছাকাছি পৌঁছে মেলভিলকে বললাম, "বলির পাঁঠার মত আমাকে সবার সঙ্গে আলাপ করানো ছাড়ো। দরকার মত আমি নিজেই আলাপ করে নিতে জানি।" মেলভিল বলল, "আমি লজ্জিত, বেলা। ভেবেছিলাম, তুমি সবার সঙ্গে আলাপ করতে চাইবে।"

আমি বললাম, "আমি মোটেই সবার সঙ্গে আলাপ করতে চাই না। ভেবেছিলাম, তুমি রজার গ্রেশামের সঙ্গে আলাপ করাবে……" মেলভিল জবাব দিল, "কিন্তু, সে ত' এই পার্টিতে নেই। কোনও পার্টিতেই যায় না।"

"তা জানি, মেলভিল। কিন্তু, তুমি বলেছিলে আমাকে রজার গ্রেশামের বাড়ি নিয়ে যাবে। মদের ঘোরে বলেছিলে নাকি?" মেলভিল বলল, "না, মদের ঘোরে বলিনি। তুমি সত্যিই রজারের সঙ্গে পরিচয় করতে চাও?" আমি সোৎসাহে ঘাড় হেলিয়ে মনের ইচ্ছে জানালাম। মেলভিল বলল, "কেন?"

আমি বললাম, "কারণ রজার গ্রেশাম এক রূপকথার মানুষ। অমার রূপকথার মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হতে প্রবল ইচ্ছে। ভবিষ্যতে আমার সন্তান সন্ততিদের এসব কাহিনী শুনিয়ে মুগ্ধ করতে পারব।"

ওর ভাব দেখে মনে হল আমার ইচ্ছেয় ওর তেমন সায় নেই। তারপর মিষ্টি হেসে বলল, "এ শহরে আর ক'দিন আছো?" "তিন-চার দিন থাকব।" মনে মনে বললাম, প্রয়োজন হলে বেশ কয়েক সপ্তাহ থাকতে পারি।

"আগামীকাল তোমাকে ফোনে জানাব," মেলভিল বলল, "এখন কি করতে চাও—তোমার পছন্দমত সঙ্গী বেছে নেবে না, শানিত চেহারা

অথচ একান্ত একঘেয়েমি ধরানো কাউকে জুটিয়ে দেব?" ওর গালে একটা ছোট্ট চুমু বসিয়ে দিয়ে বললাম, "পছন্দমত বেছে নেব।"

চুমুটা গালের যেখানে বসল সেখানে হাত বুলিয়ে মেলভিল বলল, "সাবধান, বেলা। লোকে আমার সম্পর্কে যা নয় তাই ভাববে।"

"লাল-চুল সুন্দরীর মত?" আমি বললাম। মেলভিল জবাব দিল, "ও বেপরোয়া, শুধু মুখে তা বলে না। ব্যাঙ্কে একশো বারো কোটি ডলার থাকলে অনেক ইচ্ছেই দমিয়ে রাখতে হয়। আমি বুঝি, ওকে একবার ইসারা করলেই ও ঝাঁপিয়ে আসবে।"

আমি বললাম, "মাত্র একশো বারো কোটি ডলার? লাল-চুল ওতে পুরো আকৃষ্ট হবে না।" মেলভিল হাসল, "অত বড়াই করো না। ওতে শুধু লাল-চুলই নয়, তুমিও আসবে।"

ওর চোখে চেয়ে বললাম, "নাঃ, সত্যিই যেকোন মেয়ে তোমাকে জয় করতে পারলে আনন্দ পাবে।" মেলভিল জবাব দিল, "কারো যদি সে ক্ষমতা থাকে, সে তুমি।"

আমি মেলভিলকে ছেড়ে আবার পিটারের খোঁজে চললাম। নিজের পানীয়ের ওপর আমার পানীয় খেয়ে ওর বেশ বেসামাল অবস্থা। বললাম, "আমি গাড়ি চালিয়ে তোমাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে পারি। চলো।" ও বলল, "কোনও দরকার নেই, বেলা। আমি এখানে থাকব। এ বাড়ির অতিথি।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কার বুদ্ধি, মেলভিলের না তোমার?" পিটার বলল, "মেলভিলের। চমৎকার মানুষ। তুলনা হয় না···"

ওরা প্রাণ ভরে আনন্দ করতে থাকল। আমি পার্টি থেকে সটকে পড়লাম। একটি বেয়ারা ট্যাক্সি ডেকে দিল। আধ ঘণ্টায় হোটেলে পৌঁছে গেলাম। কেন জানি না হোটেলের কামরাই নিজের ফ্ল্যাটের মত আকর্ষক আর আরামদায়ক লাগছিল।

পরদিন গত কয়েক সপ্তাহের অসংবদ্ধতায় সুসংবদ্ধতা আনার চেষ্টায় অনেক চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছিল। খুব করে বোঝানোর ফলে মিঃ ব্রাউন দয়া করে আমাকে কয়েকটি ফাইল দেখতে দিতে রাজি হয়েছিলেন। মিঃ ব্রাউনের অফিস ঘরের লাগোয়া একটা ঘরে একঘেঁয়ে ঘণ্টা কয়েক ধরে ঐ ফাইলগুলো দেখেছিলাম। ক্যান্টিনকর্মীর ছদ্মবেশে একটি নিরাপত্তা কর্মী কাঁচের পার্টিশন দিয়ে আমার ওপর নজর রাখছিল, পাছে আমি কোন অনভিপ্রেত তথ্য নিয়ে পালাই। ডনের কাজের ওপর অনেক তথ্য ছিল। আমার বোধগম্য আধা-কারিগরি তথ্যে সেগুলোকে রূপান্তরিত করে বোঝার চেষ্টায় আমার অধিকাংশ সময় লেগে গিয়েছিল। কাজটা সহজ নয়।

নানা আকৃতি আর মাপের ক্ষেপণাস্ত্র আছে। আকাশ থেকে মাটিতে এবং তার বিপরীত; মাটি থেকে মাটি; এবং আকাশ থেকে আকাশ ইত্যাদি। উত্তাপ, প্রচণ্ড শব্দ এবং কম্পন ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হয়ে ওরা বিস্ফোরিত হয়। এমন ক্ষেপণাস্ত্র আছে যা দৃষ্টি শক্তির সাহায্যে নির্দ্ধারিত দূরে কোন মানুষের মাথার ওপর গর্তে আঘাত করতে পারে। ট্যাঙ্ক, বিমান, যুদ্ধজাহাজ, সেনাবাহী গাড়ি বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ত' মেলেই, ক্ষেপণাস্ত্র-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রও আছে। আরো আছে আক্রমণাত্মক এবং প্রতিরক্ষাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র। কিন্তু সবার ওপরে সবচেয়ে গোপনীয়তা মণ্ডিত আন্তঃ-মহাদেশ ক্ষেপণাস্ত্র। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্ত্যের, কিংবা তার বিপরীত, কোন লক্ষ্যে—সাধারণতঃ কোন বড় শহরে—হাইড্রোজেন বোমা বয়ে নিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত হয়েছিল এই ক্ষেপণাস্ত্র। এই ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির জন্য অত্যুচ্চ পর্যায়ের কারিগরি কৃৎকৌশল প্রয়োজন। আণবিক বোমা ছাড়াও ঐ ক্ষেপণাস্ত্র যে পরিমাণ অন্য মারাত্মক অস্ত্রাদি বইতে সক্ষম তা জেনে অবাক হতে হয়। কোন শত্রুভাবাপন্ন দেশ ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে পাঠাতে সক্ষম হবে আর আক্রান্ত দেশটি নীরবে সে আক্রমণ সহ্য করবে এটা ভাবা যায় না। তাই আক্রান্ত দেশটি আক্রমক ক্ষেপণাস্ত্র বায়ুমণ্ডলের অনেক ওপরে

(স্ট্যাটোস্কিয়ার-এ) নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং ক্ষেপণাস্ত্র নিষ্ক্রিয়কারী অস্ত্রের উদ্ভব। এই অবিশ্বাস্য অস্ত্রসজ্জার রেষারেষিতে এক একটি দেশের কোটি কোটি ডলার ব্যয় হয়। এ দৌড়ে তখনই রেহাই মেলে যখন কোন দেশ প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের চেয়ে কিছু দূর এগিয়ে যায়। কিন্তু তা খুব বেশী হয় না, হলেও সাময়িকভাবে হয়। যেমন আমাদের হাতের সমস্যাটা। কয়েক সপ্তাহ আগে আমেরিকা রাশিয়ার চেয়ে বছর দুয়েক এগিয়ে গিয়ে যেই বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে, অমনি রুশ সে আঙুল কেটে দিয়েছে। ডন এমন এক ছোট্ট ইলেকট্রনিক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিল যা আন্তঃমহাদেশ ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী অস্ত্রে লাগানো থাকলে ক্ষেপণাস্ত্রের সব গোপন অস্ত্রশস্ত্র বিকল করে দেবে। সুতরাং ডনের তৈরি ঐ যন্ত্রের সাহায্যে আমেরিকা রাশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রও বিকল করে দিতে পারত। কমরেডরাও কোমর বাঁধল। এক সপ্তাহ পরে ডনের তৈরী যন্ত্রের অদল-বদল ঘটিয়ে রুশরা যে যন্ত্র বানাল আমেরিকার তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা রইল না। ওদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জে সোভিয়েত জোটের রাষ্ট্রগুলো তাদের দলের অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য জোট বাঁধছিল। এবার আমেরিকার কঠোর প্রয়াসের পালা। ডনের প্রতিভা এবং পরিশ্রমের দরুণ গ্রেশাম কোম্পানি ছিল ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অগ্রণী। মার্কিন সরকার তাদের তহবিল খুলে দিয়ে গ্রেশাম কোম্পানিকে বলল—যত টাকা লাগে দেব, রুশদের হারানো চাই।

মোটামুটি ব্যাপারটা এই। কিন্তু ব্যক্তি স্তরে নেমে এসে সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। ডন, জ্যাক্, হ্যাঙ্ক, মেরি, মেলভিল, জেমিসন, পিটার, টিম—এদের কেউ কেউ নিখুঁত ছাঁচে ঢালা হলেও, অধিকাংশই নয়। সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন যে লোকটি সম্পর্কে, সে এই সব গোলমালের কেন্দ্রে থাকলেও তাকে জড়ানোর মত সূত্র কোথাও নেই,

এবং তখনো পর্যন্ত আমি তাকে চাক্ষুষ দেখিনি। মানুষটি রজার গ্রেশাম।

চোদ্দ

"লোকটি এক বদ্ধ পাগল," আমি বলে উঠলাম। আমি আর মেলভিল ওর ছোট্ট ব্যক্তিগত প্লেনে বোধ হয় আমার দেখার মধ্যে সবচেয়ে বেশী বন্ধুত্বভাবহীন অঞ্চলের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছিলাম। হয়ত এর আগে অনেকবার ঐ অঞ্চলের ত্রিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছি। কিন্তু নিচে কি আছে তখন তা আর কে জানত? এ প্লেনটা মাত্র তিন হাজার ফুট ওপর দিয়ে যাচ্ছিল বলে সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। মেলভিল এক হাতে প্লেন চালাতে চালাতে লস-এঞ্জেলস টাইমসের পৃষ্ঠা উল্টে ক্রসওয়ার্ড ধাঁধা সমাধান করছিল। ও বলল, "কে বদ্ধ পাগল?"

আমি বললাম, "রজার গ্রেশাম, আর কে?" মেলভিল জানতে চাইল "কেন?" আমি বললাম, "এমন জায়গায় বদ্ধ পাগল ছাড়া কেউ থাকতে চায়?"

মেলভিল জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "জায়গাটা একটু নিরানন্দ বটে। কিন্তু রজার গ্রেশাম ত' থাকে এক মনোরম প্রাসাদে।"

রেডিওটা হঠাৎ সজীব হল: "সানথোমা-য় উড়ে আসা প্লেন, নিজের পরিচয় দিন।" মেলভিল জবাব দিল: "সানথোমা—আমি মেলভিল স্টিভেন্স, সঙ্গে এক অতিথি আছে।" সানথোমা জবাব দিল: "মিঃ স্টিভেন্স—আপনি সোজা নেমে আসুন। রানওয়ের পুব দিকে কয়েকটা ট্র্যাক্টর রাখা আছে। দেখে নামবেন।"

প্রথমে বিমান অবতরণক্ষেত্র চোখে পড়ল। ওপর থেকে যাকে সমতল মনে হয়েছিল নামতে নামতে বুঝলাম আসলে তা সমান্তরালে

অবস্থিত বহু টিলা পাহাড়ের সমাহার। অনেকটা প্রবহমান নদীর ঢেউয়ের মত। তারপর পাহাড়ের সারির মধ্যে একটা ছেদ। সেই ছেদের শেষ থেকে দূরে বিস্তৃত রানওয়ে। প্লেনটা নামতে নামতে বাঁ দিকে ছড়িয়ে থাকা সাদা চকচকে বাড়ির ছাদগুলো ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম। কিন্তু ওরা পাহাড়ের সারির আড়ালে হারিয়ে গেল। একটা প্লেন নামার উপযুক্ত রানওয়ে। কিন্তু পৃথিবীর বৃহত্তম প্লেনেরও নামতে অসুবিধে হবে না। রানওয়ের এক ধারে একটা ডিসি-৮ প্লেন দাঁড়িয়েছিল। তার ডানার তলায় আরো দু'টো ছোট ছোট প্লেন। প্লেন মেরামতের হ্যাঙ্গারও চোখে পড়ল। হ্যাঙ্গারের তিন দিক ঘিরে কয়েকটা ছোট ছোট কুটীর। রানওয়েতে নেমে মেলভিল কুটীর-গুলোর দিকে প্লেন এগিয়ে নিয়ে চলল। প্লেন থামার আগেই রানওয়ের বাইরের একমাত্র রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি এসে প্লেনের গায়ে দাঁড়াল, আমাদের অপেক্ষায়। হৃষ্টপুষ্ট চেহারার দু'জন মিস্তিরি গাড়ি থেকে নেমে প্লেনের চাকা পরীক্ষা করল। তৃতীয়জন আমাকে প্লেন থেকে নামতে সাহায্য করতে এল। আমায় পরণে ছিল খাটো স্কার্ট। ও এমন করে আমাকে নিজের কাছে টানল যে স্কার্ট আরো ওপরে উঠে গেল। কিন্তু কখন কার সাহায্য কাজে লাগে কে জানে? তাই ওর হাত গুঁড়িয়ে না দিয়ে মিষ্টি হেসে বললাম, "ধন্যবাদ।" ও জবাব দিল, "আপনাকেও ধন্যবাদ।"

ও প্লেন থেকে নেমে আসতে থাকা মেলভিলকে বলল, "কেমন আছেন মিঃ স্টিভেন্স?" ও আমাকে যেভাবে বাগিয়ে ধরেছে তা লক্ষ্য করে মেলভিল বলল, "তোমার মত ভাল নেই, বয়েড।" মেলভিল তারপর যোগ করল, বয়েড, এ মিস ইসাবেলা গ্রেগহার্ডি। বেলা, এই আমাদের নামজাদা এরোপ্লেন ইঞ্জিন বিশেষজ্ঞ বয়েড।"

"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম," আমি বললাম। মনে মনে ভাবছিলাম, বয়েড আমার পিঠ থেকে ওর ময়লা হাতটা সরালে বাঁচি। গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে

এল। ওকে দেখতে জ্যাক্ কেলি আর হ্যাঙ্ক আল্‌মেডো'র ধরণের : পরণের পোষাকও তেমনি আমেরিকান সিনেমার ডাকাতের মত। ঘন কালো চুল ক্রীম দিয়ে মাথার সঙ্গে ঠাসা। কোমরে একটা পিস্তল ঝুলছে। ঝকঝকে দাঁতে হেসে বলল, "হ্যালো, মিঃ স্টিভেন্স। কেমন আছেন?" মেলভিল বলল, "হ্যালো এ্যাডাম। এসো, আলাপ করিয়ে দিই—মিস ইসাবেলা গ্রেগহার্ডি।"

"মিস কী?" আমি বললাম, ইসাবেলা গ্রেগহার্ডি।"

"যদি অনুমতি দেন, আমি আপনাকে মিস বেলা বলে ডাকব।" ও হাত বাড়াল। আমি করমর্দন করলাম। ওর হাত শুকনো হলেও কেমন ভেজা-ভেজা লাগল। যেন কোন সাপের করমর্দন করলাম। "মিঃ গ্রেশাম আমাকে আপনাদের নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে।" এ্যাডাম আমাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "উঠে পড়ুন।"

আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। এ্যাডাম গাড়ির মুখ ঘোরাল। বয়েড হেঁকে বলল, "আপনার প্লেনটা কখন রেডি চান, মিঃ স্টিভেন্স?" মেলভিল জানাল, "পাঁচটা নাগাদ পেলেই হবে।"

"আপনারা আজ এখানে থাকছেন," এ্যাডাম বলল। "মিঃ গ্রেশাম তাই বলেছেন।" আমি আড়চোখে মেলভিলের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে উঠলাম, "আমি থাকার জন্য বাড়তি জামা-কাপড় আনিনি যে!" এ্যাডাম জানাল, "কিছু চিন্তা করবেন না, মিস বেলা। বড় বাড়িতে যা চান সব পাবেন।"

ও মিঃ গ্রেশামের প্রাসাদকে বড় বাড়ি বলছিল। আসলে, কিন্তু, ওটা বাড়িয়ে দেওয়া ছাদের নিচে একাধিক বাড়ির সমাহার। বড় বাড়ি না বলে, একটা গ্রাম বলাই সঙ্গত। বিমানক্ষেত্র থেকে রাস্তাটা দু'ধারে পাহাড়ের সারির মধ্যে দিয়ে আধ মাইল গিয়ে একটা বড় গেটে এসে থেমেছে। আমরা কাছে আসতে গেটটা আপনা থেকে খুলে গেল। গেটের দু'ধার থেকে পনেরো ফুট উঁচু দেওয়ালের অভগ্ন রেখা চলে গিয়েছে। দেওয়ালের ওপর কোন কাঁটাতারের বেড়া

দেখলাম না। ওরা হয়ত স্থির করেছে দেওয়ালের ওপর দিকের তিন ফুট বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে রাখা অধিকতর ফলপ্রসূ। গেটের ওপারে এ্যাডামের মত পোষাকপরা দু'জন বসেছিল। গেট পেরিয়েই আরেক জগত। গেটের বাইরে উষর মরু আর কাঁটাগাছের বিস্তার। ভেতরে সাজানো সবুজ বোট্যানিক্যাল গার্ডেন, বিশাল লন, বড় বড় গাছের সাজানো জটলা আর রঙে রঙে উচ্ছল লতাপাতার বাহার। "জল এ অঞ্চলে দুর্লভ নয়?" চারদিকে জলের ঝারির অগুণতি সারি দেখে আমি বলে ফেললাম। মেলভিল বলল, "দুর্লভ বৈকি। রজার একটা বিশাল ইঁদারা খুঁড়িয়েছে।"

"একটা নয়, দু'টা," এ্যাডাম বলল। "আর যেভাবে গাছপালা বাড়িয়ে চলেছেন তাতে ক'দিন পরেই আরো দু'টা খুঁড়তে হবে।"

"সবকটা শুকিয়ে যাওয়ার পর এই ঘরবাড়ি স্থানীয় লোকদের হাতে দিয়ে উনি তল্পিতল্পা গুটিয়ে আর কোথাও চলে যাবেন," মেলভিল বলল। এ্যাডাম বলল, "আপনি বোধহয় ভুল বলেননি, মিঃ স্টিভেন্স।"

রাস্তার মোড় ঘুরতেই বড় বাড়ির সামনে এসে পড়লাম। প্রায় দু'বিঘে জমিতে ছড়িয়ে থাকা একই ছাদওলা একাধিক বাড়ির সমাহার। প্রতিটি বাড়ির সংযোগ ছাদওলা গলি পথে। এ যেন ফলমূলের বিশাল বাগানের মধ্যে বসত বাড়ির সঙ্গে কারখানা। ঝকঝকে সাদা বাড়িগুলো গায়ে রোদ মেখে চোখ ধাঁধাচ্ছিল।

গাড়ি একটা খিলানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে একটা বড় চত্বরে থামল। ছ'টা একই রকমের বাড়ি চত্বর ঘিরে দাঁড়িয়ে সিনেমার গুণ্ডার মত চেহারা তিনজন এমন ঘোরাফেরা করছিল, যেন ওরা নিজের কাজে ব্যস্ত। একজন মানুষ দু'টো এ্যালসেশিয়ান আর ডোবারম্যানের শংকর ভয়াল চেহারার শিকারী কুকুরকে কাঁচা মাংস ছুঁড়ে দিচ্ছিল। কুকুর-দু'টো আমাদের গাড়ির দিকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকাল। মানুষ তিনজন তাকালও না।

সামনের দরজা দিয়ে দু'জন মেক্সিকান বেয়ারা বেরিয়ে এসে আমাদের

গাড়ির দরজা খুলে দিল। এ্যাডাম আমাদের সদর দরজা পেরিয়ে একটি হলঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা কম করে ষাট ফুট লম্বা, পাইন কাঠের প্যানেলে দেওয়াল ঘেরা, বেশ শীতল। সোফা আর আরামকেদারার ছড়াছড়ি, যেন গৃহস্বামীর আর ওগুলোর প্রয়োজন নেই। ঘরের প্রতি প্রান্ত থেকে বাড়ির ভেতরে পথ চলে গিয়েছে। আমরা ডানদিকের পথ ধরলাম। এই পথের ত্ব'টো দেওয়ালই প্রাচীন আমেরিকান নিদর্শন দিয়ে সাজানো তীর-ধনুক, কুঠার, বুনো মোষের মাথা, মোষের চামড়ার ঢাল ইত্যাদি।

পথের শেষে আরেকটা ঘর। প্রথমটার চেয়ে অনেক বড়। আশী ফুট লম্বা আর পঁয়ত্রিশ ফুট চওড়া। একটা দেওয়াল কাঁচ দিয়ে মোড়া। ঘরের পর বিরাট বারান্দা। বারান্দা ক্রমে ঢালু হয়ে গিয়ে লন আরম্ভ হয়েছে। লনের শেষে সুইমিংপুল। পুলের অপর পাড় থেকে ধীরে ধীরে লন উঠে গিয়ে বাড়ির আরেক ভাগ। পুলের চারদিকে একই রকম বাড়ি। তাকালে বিভ্রান্তি হয়। মনে হয়, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আসলে সেখানে নয়। একরকম দেখতে আর কোন বাড়িতে দাঁড়িয়ে আছি।

"মিস বেলা নীল কামরায় থাকবেন, মিঃ স্টিভেন্স," এ্যাডাম বলল, "আপনি ওঁকে দেখিয়ে দিন। আমি মিঃ গ্রেশামকে খবর দিতে চললাম।" এ্যাডাম বারান্দার দিকে চলল। আমি একটুও ঘাবড়াইনি বোঝাতে মেলভিলকে বললাম, "ভারী মজার জায়গা ত'!" মেলভিল বলল, "এসো, বেলা, তোমার ঘর দেখিয়ে দিই।" ওকে একটু দমে যাওয়া লাগছিল, যেন চেনা মেলভিলের সঙ্গে মিল নেই। আমরা আরেকটা বারান্দা-পথ ধরে চললাম। পথের দেওয়ালে আদিম আমেরিকানদের ব্যবহৃত কম্বল থরে থরে সাজানো। কিছু দূর যাওয়ার পর ডাইনে ঘুরে মেলভিল একটা দরজা খুলে, আমি ঢোকার জন্য সরে দাঁড়াল।

"ইস্, কী সুন্দর!" দরজায় পা দিয়েই আমি বলে উঠলাম। নীল কামরার সবই নীল। কার্পেট থেকে বিছানার চাদর, পর্দা, ওয়ালপেপার

(দেওয়াল সাজানোর জন্য), জানলার কাঁচ, এমনকি দেওয়ালে লাগানো আয়নার সারিতেও নীলচে ভাব। "এ ঘরে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে" আমি মেলভিলকে বললাম। ও আমার পেছন পেছন ভেতরে ঢুকে এসেছিল।

"এটা বাথরুম," মেলভিল বলল। "ওপাশেরটা সাজার ঘর। সাজার ঘরের পরে একটা ছোট্ট বসবার ঘরও আছে।" মেলভিল খাটে বসে পড়ল। খাটটা এত বড় অন্ততঃ আটজন তাতে শুতে পারে। আমি দরজা-জানলা খুলছিলাম। ও বলল, "আমি সত্যিই দুঃখিত, বেলা।" আমি বললাম, "এত নীল রঙের ছড়াছড়ি আমার যে ভাল লাগে এত' তোমার জানার কথা নয়।"

ও একটু গম্ভীর হল। "আমি রাতে এখানে থাকার কথা বলছিলাম। আমি জানতাম না, থাকতে হবে।" আমি বললাম, "তোমার ইচ্ছে না থাকলে আমরা থাকব না।" আমি আশা করেছিলাম, ও থাকতে চাইবে না।

মেলভিল, কিন্তু, বলল, "রজার থাকতে বললে, থেকেই যাই।" আমি বললাম, "তোমার ইচ্ছে না হলেও?" ও উঠে দাঁড়াল। বলল, "তাই এখানকার রীতি বেলা। সাজার ঘরে তোমার উপযুক্ত জামা, কাপড় পাবে। সাঁতার কাটার পোষাক পরে নাও। কুড়ি মিনিট পরে সুইমিংপুলে দেখা হবে।" ও বিরস মুখে চলে গেল।

বাথরুমে উঁকি দিলাম। বাথরুমও নীল। মেঝের বসানো বাথটবটা যেন ছায়াছবিতে দেখানো বাইবেলের আমলের। হয়ত কোন একটা সোনালী প্লেটিং করা কল খুললে বাইবেলের আমলের মত সুন্দরীদের সৌন্দর্য বর্দ্ধনের জন্য গাধার দুধ পড়বে। সাজার ঘরে দেওয়াল আলমারির সারি। কি করে তাদের দরজা খুলব তা দশ মিনিটের চেষ্টায়ও বুঝতে পারলাম না। তারপর একটা ছোট্ট সুইচ চোখে পড়ল। আলমারিগুলোর দরজা নিঃশব্দে খুলে যেতে দেখলাম এত পোষাক ঠাসা আছে যে ন্যুইয়র্কের যেকোন বিখ্যাত দোকান তা দিয়ে সাজানো চলে।

সব আনকোরা নতুন। আটটি বিভিন্ন মাপের, প্রতি মাপের তিনটি করে সব রকম পোষাক, যা যেকোন মোটামুটি ভদ্রস্থ আকারের মেয়ের গায়ে মানাতে বাধ্য। স্পষ্টতঃ তারা নিজস্ব পোষাক সঙ্গে না আনলে মিঃ গ্রেশাম কোন মাঝ-বয়সী বা স্থূলাঙ্গীকে নীল ঘরে আপ্যায়ন করেন না। শেষের আলমারিতে সাঁতারের পোষাক। বিকিনি পরা চলবে না। পরলে, আমার রোমের ক্ষত দেখা যাবে। একটা সুইম্-স্যুট বেছে নিয়ে আয়নার সামনে উলঙ্গ হয়ে পরে নিলাম। ভাবনা হচ্ছিল, কেউ কোন দু'মুখো আয়নার সাহায্যে দেখছে না ত'। সুইম-স্যুটের ওপর একটা বড় তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে দেখি এ্যাডাম বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ও বলল, "মিস বেলা, আপনি রেডি? মিঃ গ্রেশাম আর মিঃ স্টিভেন্স আপনার জন্য সুইমিংপুলে অপেক্ষা করছেন।"

এ্যাডাম আমাকে বারান্দা অব্দি এগিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতর দিকে চলে গেল। পুলের দিকে এগোতে দেখলাম পুলের অপর পারে দু'জন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একজন মেলভিল। সাঁতারের পোষাকে ওকে আরো সুন্দর লাগছিল। অপরজন রজার গ্রেশাম।

রজার গ্রেশামকে প্রথম দেখে হতাশ হলাম। মানুষটি পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির বেশী লম্বা নয়। চুলগুলো সাদা ধবধবে। দেহের গড়ন ভাল। বেশ বাদামী রঙ। চলাফেরা দেখে মনে হয় উনি দেহের যত্ন নিতে জানেন। উনি কাছে এগিয়ে আসতে দেখলাম ওঁর যা সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে তা ওঁর উচ্চতা নয়। অমন হাল্কা নীল চোখ আর কারো দেখিনি। যেন দু'টো বরফের টুকরো। লম্বা, খাড়া নাকটা যেন কেউ বাটালির এক কোপে মুখ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। ভুরুদু'টো মাথার চুলের মত সাদা। হাত দু'টো ছোট হলেও সযত্ন লালিত। কিন্তু চোখ দু'টো আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ করে। এমন এক সম্মোহনী দৃষ্টি যে ব্যক্তিটির অনাকর্ষক চেহারার কথা মনে থাকে না। মেলভিল পরিচয় করাল। উনি খুব ধীরে, নিচু গলায় কথা বলেন। যেন প্রতিটি কথা যাচাই করে উচ্চারণ করেন। উনি বললেন, "এত দূর পথ পেরিয়ে

আমার মত এক বনবাসী বৃদ্ধকে দেখতে আসার জন্য ধন্যবাদ। এ যে এত সুন্দরী তা ত' আগে বলোনি, মেলভিল?"

"আমি বলেছি।" উনি বললেন, "বললেও, পুরোপুরি বলোনি। আপনার ঘর পছন্দ হয়েছে, আশা করি?"

"আমি নীল রঙ খুব ভালবাসি," আমি বললাম। চাইছিলাম, উনি বরফ-নীল চোখে আমার দিকে তাকানো থামান। কিন্তু মেলভিলের সঙ্গে কথা বলার সময়ও উনি তাকানো থামাননি। ওঁর অপলক দৃষ্টিতে কিন্তু ওঁর মনের কথার আভাস পাচ্ছিলাম না।

"আমরা পানীয়ের সন্ধানে চলেছিলাম," রজার বললেন, "আপনিও আসুন!" উনি আমার বাহু ধরে সুইমিংপুলের ওপারে একটা ছোট্ট বারে নিয়ে গেলেন। বললেন "শ্যাম্পেন-এ আপত্তি নেই ত?" "নেই," আমি বললাম। উনি নিপুণ হাতে একটা বোতল খুলে তিনটে গ্লাসে ঢাললেন। আমাকে এক গ্লাস দিয়ে নিজের গ্লাস তুলে নিলেন। মেলি-ভিলও নিল। "সানৃথোমা'র স্বাগতম গ্রহণ করুন, মিস ইসাবেলা," উনি বললেন, "আসুন, আমাব কাছে বসবেন আসুন।" উনি আমাকে সামনে কয়েকটা লাউঞ্জ-চেয়ারের দিকে নিয়ে গেলেন। মেলভিল বারেই রয়ে গেল। উনি বললেন, "আমি তোমার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি ইসাবেলা।" বললাম, "কার থেকে শুনলেন?" উনি বললেন, "মেলভিল বলেছে।"

"মেলভিলের সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয়। দেখা হয়েছে মাত্রকয়েক বার," আমি বললাম, "তার মধ্যে একবার ও অন্য কোথাও গিয়েছিল বলে দেখা হয়নি।" রজার বললেন, "মেলিভিল ঐ রকমই বটে। তবে, ও কারো ক্ষতি করে না।"

আমি বলে ফেললাম, "সম্ভবতঃ নিজের ছাড়া।" উনি টিপ্পনি করলেন "সম্ভবতঃ, কিন্তু সেটা ওর সমস্যা।"

এর পর কিছুক্ষণের নীরবতা নামল। তার মধ্যে উনি অনবরত আমাকে দেখতে থাকলেন। আমি নীরবতা ভঙ্গ করলাম, "এ জায়গাটা

ভারি চমৎকার, মিঃ গ্রেশাম।" উনি বললেন, "ধন্যবাদ। তুমি যেমন মিষ্টি তোমার প্রশংসা করার ভঙ্গীটি ততোধিক মিষ্টি।" আমি উপযুক্ত নম্র সভ্য হাসিতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম।

"তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছ কেন, ইসাবেলা?" উনি এ প্রশ্ন করবেনই, তা আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল। তাই যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলাম, "রজার গ্রেশামের মত এক কিংবদন্তী পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য কোন্ মেয়ে হাতছাড়া করতে চায় বলুন?"

"অন্য যেকোন সাধারণ মেয়ের বেলা ওকথা খাটে। তোমার বেলা খাটে না, ইসাবেলা।" "আমি কি এক অসাধারণ মেয়ে, মিঃ গ্রেশাম?"

"শোনো, ইসাবেলা, তুমি ঐ প্রশ্নের জবাব না জানার মত সাধারণ মেয়ে অবশ্যই নও।" "আমার সম্পর্কে এত উচ্চ ধারণা পোষণ করার জন্য ধন্যবাদ, মিঃ গ্রেশাম।"

রজার গ্রেশাম এবার কথার মোড় ফিরিয়ে দিলেন। "জেনে আনন্দিত হবে, ইসাবেলা, তুমি যদি মেলভিলকে তোমাকে এখানে নিয়ে আসার অনুরোধ না করতে, আমি নিজে হয়ত তোমাকে আমার জন্য ওকে বলতাম।" আমি অবাক হলাম, "আপনি নিজেই বলতেন? কেন?"

"কারণ আমি কৌতূহলী। অত্যন্ত কৌতূহলী, ইসাবেলা।" "আমার মত এক নগণ্য মেয়ে সম্পর্কে মিঃ রজার গ্রেশাম কৌতূহলী!"

"তুমি নিজেকে লুকানোর ব্যর্থ প্রয়াসে তোমার সম্পর্কে 'নগণ্য' মেয়ে বলে অকারণ নিজেকে হীন করে তুলছ। এই আচরণ একান্ত বেমানান, ইসাবেলা।" আমি একটু খোঁচা না দিয়ে পারলাম না, "আপনার দেখছি আমার গুণাবলী সম্পর্কে এক স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, মিঃ গ্রেশাম।

আমার শ্লেষোক্তি অগ্রাহ্য করে রজার হাঁকলেন, "আমাদের আরেকটু শ্যাম্পেন এনে দাও, মেলভিল।" মেলভিল বোতল নিয়ে এসে

গ্লাস ভরে দিল। প্রতি মুহূর্তে ওর হাবভাব চাকরের মত দেখাচ্ছিল আমি ওকে বললাম, "তুমিও এসে আমাদের সঙ্গে বসো না, মেলভিল?" ও চট করে রজারের চোখে চাইল। স্পষ্ট বুঝলাম, রজারের একটা পেশী না নড়ে উঠলেও মেলভিল গোপন নির্দেশ পেল। কারণ, ও মাফ চাওয়ার মত করে বলল, "এক্ষুণি নয়, বেলা। আমার সাঁতার কাটতে দারুণ ইচ্ছে করছে।" মেলভিল ফিরে গিয়ে পুলে ঝাঁপ দিল। খুব হাত পা নেড়ে সাঁতার দিতে লাগল। যেন ওর অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করার চেষ্টা।

"তোমার যে ছবি আমি পেয়েছি, ইসাবেলা, তা যতটা সম্পূর্ণ হলে খুসি হতাম, তা তত সম্পূর্ণ নয়," রজার এমনভাবে বললেন যেন আমাদের আলাপচারিতে কোথাও কোন ছেদ পড়েনি। "তুমি এক রহস্য।" আমি এবার আর বললাম না, 'আমি এক সাধারণ মেয়ে।' সাবধানে জবাব দিলাম, "আপনি অকারণ আমার প্রশংসা করছেন। আমি এক সরল, সাধারণ খেটে খাওয়া মেয়ে।"

"তুমি অবশ্যই সাধারণ নও। সরল কিনা সে ব্যাপারেও আমি নিঃসন্দেহ নই। তুমি খেটে খাওয়া মেয়ে বটে, কিন্তু তোমার কাজটা কী?"

"আমি এয়ার-হোস্টেস," আমি এ জবাব দিলেও নিঃসন্দেহ ছিলাম যে মিঃ গ্রেশাম বিশ্বাস করবেন না। "তুমি আমাদের তাই বিশ্বাস করতে বলছ, ইসাবেলা?"

'আপনি বিশ্বাস করেন বা না করেন, এটাই সত্যি," আমি বললাম। "আমি নিঃসন্দেহ যে কথাটা সত্যি," রজার বললেন, "কিন্তু, ঐটাই কি তোমার সম্পূর্ণ পরিচয়?"

"তার মানে, ও ছাড়া আমি আর কোন কাজ করি কিনা?" রজার শ্লেষ করল, "করো নাকি?"

"করতে পারলে ভাল হত," আমি বললাম, "আমরা এয়ার হোস্টেসরা তেমন রোজগার করি না। শুধু ওপরের চটক'ই সম্বল।"

"তাহলে ঐ কাজ করো কেন ?" আমি বললাম, "টাইপিস্ট কিংবা সেলসম্যার্লের কাজের চেয়ে ভাল বলে করি।"

"নারী পুলিশের কাজের চেয়েও ভাল," রজার বললেন। আমিও সায় দিলাম, "হ্যাঁ, নারী পুলিশের কাজের চেয়ে ভাল।"

রজার আরো কিছু বলতেন। কিন্তু বারান্দায় ওঁর দৃষ্টি পড়ল। এ্যাডাম দাঁড়িয়ে। রজার ডাকতে, ও কোন গোপন ইঙ্গিত করল। রজার আমার দিকে ফিরে বললেন, "আরাম করো, ইসাবেলা। আমি আর থাকতে পারছি না। ডিনারের সময় দেখা হবে।" উনি এ্যাডামের সঙ্গে চলে গেলেন।

ঐ 'নারী পুলিশ' মন্তব্যটা মারাত্মক। তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। রজার কতটা জানেন, কোন সূত্রে জানলেন ? এসব চিন্তার জট ছাড়াচ্ছিলাম, এমন সময় সর্বাঙ্গ থেকে জল ঝরা মেলভিল এসে রজারের শূন্য চেয়ারে বসে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, "আমাদের রহস্যের নায়কটিকে কেমন লাগল ?" রজারের অনুপস্থিতিতে ওকে অনেক সহজ লাগছিল। আমি বললাম, "সত্যিই ওঁকে রহস্যলোকের নায়ক মনে হয়।"

"তোমরা কী সম্পর্কে কথা বলছিলে এতক্ষণ ?" মেলভিল জিজ্ঞেস করল। বললাম, "রজারের সন্দেহ, আমি শুধু এয়ার হোস্টেস নই। ওঁর ধারণা আমি ও ছাড়া আরো কিছু করি। আমার বিষয়ে তুমি ওঁকে কী বলেছ ?" "তেমন কিছু বলিনি, বেলা। বলেছি, আমার এক সুন্দরী বান্ধবী তোমার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক।"

"তুমি কি রজারকে আমার নাম বলেছিলে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম। ও বলল, "নিশ্চয়।"

"তারপরই রজার আমাকে এখানে নিয়ে আসার অনুমতি দিয়েছিল ?" আমি বললাম। মেলভিল হঠাৎ একটু চিন্তায় পড়ল। তারপর বলে উঠল, "অবাক কাণ্ড ত'। তুমি যা বললে ঠিক তাই হয়েছিল। রজার আপত্তি করছিল। আমি বললাম, বেলা দুঃখ পাবে। ও জিজ্ঞেস করল, বেলা কে ? আমি বললাম। ও তারপরই রাজি হল।"

"সুতরাং ধরে নিতে পারি, তুমি জানানোর আগেই রজার আমার নাম জানত ?" আমি বললাম, "হয়ত তুমি চেষ্টা করলে জানতে পারবে, রজার কি করে আমার পরিচয় জানল।" মেলভিল জবাব দিল, "রজার যদি বলতে চায়, তবে।"

"আচ্ছা, মেলভিল, তোমার ব্যাপার কী বলো ত' ? রজারের সামনে তুমি অমন বদলে যাও কেন ?" মেলভিল ঘাবড়িয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরাল। আমি চাপ দিয়ে চললাম। "তুমি রজারকে ভয় করো নাকি ?" এবার মেলভিল বিষণ্ণ হেসে বলল, "দেখে তাই মনে হয়, না ? তুমি জানতে অত আগ্রহী তাই বলছি, আমি ওর জন্য পাগল।"

" 'ওর জন্য পাগল' মানে কী ?" আমি ন্যাকার মত বললাম। ও বলল, "যা বলেছি, ঠিক তাই।"

অনেকক্ষণ ধরে সোজা ওর চোখে চেয়ে রইলাম। ও লজ্জায় রাঙা হল। অবশেষে প্রশ্ন করলাম, "রজার জানে ?" ও জবাব দিল, "অবশ্যই জানে। আমি কাছাকাছি থাকলে আনন্দ পায় "

"তার মানে তোমরা দু'জনই সমকামী ?" আমার প্রশ্নে বিস্ময় ফুটল না। ও জবাব দিল, "তুমি যা বোঝো, তাই।"

"কিন্তু, তুমি বলেছিলে, রজার সুন্দরী মেয়ে ভালবাসে ?" আমি বললাম। ও জবাব দিল, "অধিকাংশ পুরুষই ভালবাসে, বেলা।" ওকে অদ্ভুত, অচেনা লাগছিল। ওর কথা সত্যি হলে, মেরি আমাকে এক-গাদা বাজে গল্প করেছে। কারণ সমকামীরা নারী অতিথিকে ধর্ষণ করে না।

দু'জন মেক্সিকান বেয়ারা এসে জানতে চাইল আমরা বাড়ির ভেতরে, না বাইরে লাঞ্চ খাব। আমরা সুইমিংপুলের ধারে বসে খেতে চাইলাম। চমৎকার বুফে লাঞ্চ। লাঞ্চের পর মেলভিল বলল, বাগান দেখতে চলো। আমি তখন এক মনে গভীর চিন্তা করার সুযোগ চাইছিলাম।

কিন্তু বাড়িটার চারদিক একজন অভিজ্ঞ মানুষের সাহচর্যে ভাল করে দেখে নিলে, পরে কাজে লাগতে পারে। নিজের ঘরে ফিরে স্ল্যাক্স, শার্ট পরে, একজোড়া আরামদায়ক বুট পায়ে আর একটা চওড়া টুপি মাথায় দিয়ে মার্কিন ফিল্মের ডাকাতের সর্দারণী সেজে মেলভিলের সঙ্গে যোগ দিতে চললাম।

আমরা চত্বরে পৌঁছলাম। কেউ তেমন লক্ষ্য করল না। কিন্তু পরে বুঝলাম চত্বরে আসার পর থেকে আমরা যেখানে যাচ্ছি সদর দরজার দু'পাশে দাঁড়ানো লোকদু'টি সেখানেই কখনো ঝোপ, কখনো গাছের আড়াল থেকে আমাদের ওপর চোখ রাখছে। মিনিট কুড়ি পরে মেলভিলকে বললাম "মিঃ গ্রেশাম কি আমাদের বিশ্বাস করেন না? আমরা যেখানে যাচ্ছি বিল স্মিথ আর মিচেল শার্প আমাদের ওপর নজর রাখছে।" মেলভিল বলল, "ওটাই ওদের কাজ। সানথোমায় এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।"

আমি বললাম, "কেউ আমার পেছু নেয় তা আমার অত্যন্ত অপছন্দ। তুমি ওদের বারণ করো। নইলে আমি কিছু করতে বাধ্য হব।"

মেলভিল আমাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করল। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে একা বাড়ি ফিরে চলল। বিল স্মিথ ওর পেছু নিচ্ছিল, কিন্তু ও কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পেরে ফিরে এসে মিচেলের সঙ্গে অপরিচিত অতিথি আমার ওপর নজর রাখতে লাগল। এক একঘেঁয়েমি কাটানো, দ্বিতীয়তঃ ওখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কত কার্যকর তা পরখ করার ইচ্ছে হল। বেশ কিছুক্ষণ ধীরে সুস্থে ফুল গাছে ফুলের গন্ধ শুঁকে, এক আধটা রডোডেনড্রন লতা ছিঁড়ে আর লেকের ধারে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বিল আর মিচেলকে নিরাপত্তা সম্পর্কে মিথ্যা নিশ্চয়তায় ভরে দিলাম।

খুব সহজেই কাজ সারা গেল। আমি একটা গাছের মাঝ ডালে উঠে লুকিয়ে রইলাম। বিল আর মিচেল এসে দেখল আমি নিখোঁজ।

তবু তেমন না ঘাবড়িয়ে ওরা আমার সম্ভাব্য লুকানোর জায়গায় চক্কর দিতে লাগল। মিনিট পাঁচেক পরে বুঝল ওরা ঝামেলায় পড়েছে। এভাবে ওরা আমার থেকে দূরে চলে গেল।

গাছের ওপর থেকে বাড়িটা আর চারপাশের জায়গা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। পুরো জায়গাটা নিশ্ছিদ্র দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালে একটি মাত্র ছেদ—যে গেট দিয়ে আমাদের গাড়ি ঢুকেছিল। আরো ভাল করে দেখার জন্য ওপরে উঠছিলাম। এমন সময় সাইরেন বেজে উঠল। কয়েক মুহূর্ত পরে গুণ্ডার মত চেহারা যুবক আর মানুষখেকো কুকুরে বাগানটা ভরে গেল। মাথার ওপর দু'টো হেলিকপ্টার চক্কর কাটছিল। হেলিকপ্টার থেকে লোকগুলো দূরবীণ চোখে ঝুঁকে নিচে দেখছিল।

কপালগুণে এর পরের চালগুলো ঠিক মত চেলেছিলাম। গাছের ওপর থেকেই শিস্ দিয়ে কয়েকটা কুকুরকে ডাকলাম। ওরা গাছের গোড়ায় লাফালাফি আর ডাকাডাকি লাগাল আমি চিৎকার করে সাহায্যের জন্য ডাকতে মিনিট খানেক পরে এ্যাডাম এসে কুকুরগুলোকে শিকল দিয়ে বেঁধে আমাকে গাছ থেকে নামতে সাহায্য করল। "গাছের ওপর কী করছিলেন, মিস?" এ্যাডাম জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, "ঐ ডালকুত্তাগুলোর হাত থেকে বাঁচতে গাছে চড়েছিলাম গাছগুলো কাছাকাছি না থাকলে এতক্ষণে কিমা হয়ে যেতাম।"

"আমাদের লোকজন আপনাকে খুঁজে পায়নি কেন?" এ্যাডাম বলল। "সেটা বরং তাদেরই জিজ্ঞেস করবেন," আমি বললাম, "আমি নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, কুকুরগুলো তেড়ে আসছে।

এ্যাডাম আমার ব্যাখ্যা বিশ্বাস করল কিনা বুঝলাম না, কিন্তু মনিবের অতিথিকে মিথ্যেবাদী বলতে সাহস পাচ্ছিল না। "ঐ রকম একাকী ঘুরে বেড়াবেন না। বিপদ ঘটতে পারে।" ও আমাকে বাড়ির দিকে ফিরিয়ে নিয়ে চলল।

আমি বললাম, "বিপদ ত' ঘটতেই চলেছিল। কিন্তু এখানে এত সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেন?" এ্যাডাম বলল, "মিঃ গ্রেশাম বিরাট বড়লোক। ওর ক্ষতি করতে চায় এমন লোকের অভাব নেই।"

সদর দরজায় এ্যাডামকে বিদায় দিয়ে নিজের কামরায় ফিরে গেলাম জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এল না। যত চিন্তা ভিড় করে এল। মিঃ গ্রেশাম আমার সম্পর্কে অত জানলেন কি করে? অবশ্যই মেলভিলের থেকে জানেননি। কারণ ও নিজেই তেমন জানে না। পিটার স্মাইথ? তখনো পর্যন্ত পিটারের মিঃ গ্রেশামের সঙ্গে আলাপ হয়নি। তবে কি আমার আহাম্মকির জন্যই যা কিছু জেনেছে? খেয়ালের বশে ক্যাম্ল্যাণ্ডে খোঁজ করতে যাওয়ার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছিল। এ নিশ্চয় ঐ বালি-রঙ চুলওলা, ছ্যাঁচড়া জেমিসনের কাজ। নিরাপত্তা পদাধিকারী হিসেবে ও হয়ত গ্রেশাম কোম্পানির পৃথিবীময় ছড়ানো সব শাখাকে আমার ক্যাম্ল্যাণ্ড অভিযানের বিষয় তারযোগে জানিয়েছে। জেমিসন অবশেষে আমাকে যে মুক্তি দিয়েছিল তাও অবশ্যই কোন ওপরওলার হুকুমে। স্পষ্টতঃ মিঃ গ্রেশাম বুঝে নিয়েছিলেন, ইসাবেলা গ্রেগহার্ডি নামে মেয়েটি কেবল তাঁর নামের যাদুতে আকৃষ্ট হয়ে আলাপ করতে আসেনি। কিন্তু, তবে উনি আমাকে সানথোমায় আসার অনুমতি দিলেন কেন?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পাঁচটায় ঘুম ভেঙে বুঝলাম লাঞ্চের সঙ্গে পান করা শ্যাম্পেনের খোঁয়াড়ি এসেছে। বিছানা থেকে নেমে ভাবলাম বাথরুমে যাই। নগ্ন অবস্থাতেই সাজঘরে পা বাড়ালাম; উদ্দেশ্য, ডিনারের উপযুক্ত পোষাক বেছে নেব। বেশ খানদানি অথচ একান্ত নারীসুলভ কিছু পরব ভেবেছিলাম। পোষাকের আলমারিগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ল, আমাকে আমার কামরা দেখানোর সময় মেলভিল সাজঘরের লাগোয়া একটা ছোট বসবার ঘরের কথা বলেছিল। কেন যে ঐ ঘরটা দেখতে ইচ্ছে হল জানি না। হয়ত স্রেফ কৌতূহল, কিংবা ঐ ঘরে নীল রঙের আর কোন ছায়া কোন

নতুন স্বপ্ন মেলে ধরেছে দেখতে পাব আশা করেছিলাম।

নগ্ন অবস্থায়ই দরজা খুলে ঐ ঘরে পা দিলাম। ঘরের রঙ বেডরুম আর বাথরুমের মতই নীল। বেশ আরামদায়ক ঘর। এক দেওয়াল ঘেঁষে একটা ছোট্ট বারও আছে। হঠাৎ বেশ তৃষ্ণার্ত লাগল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে অপর দেওয়ালে চোখ পড়তে দেখলাম একটি পুরুষ আরামকেদারায় গা এলিয়ে স্পষ্টতঃ কিছুর প্রতীক্ষা করছে। আমার অবাক হওয়া উচিত হয়নি। তবু হয়েছিলাম। দারুণ ভীত আর হতভম্বও হয়েছিলাম। পরক্ষণে কি একটু আনন্দিতও হইনি? পুরুষটি ডন বেটম্যান।

পনেরো

"হ্যালো, বেলা!" ডন স্বাগত জানাল। মনকে বললাম, এখন ভয় বা উল্লাসে খারাপ করলে চলবে না। বুঝে চলতে হবে। ওকে বললাম, "আমি আসছি।" তাড়াতাড়ি সাজঘরে ফিরে নিজের নগ্নতা ঢাকলাম। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে মনটা স্থির করলাম। তারপর প্রিয় মিলনে চললাম। ও হাসছিল। সেই মৃদু, দুষ্টু হাসি। "এসো, লজ্জাশীলা। তোমার নতুন ভঙ্গীটা ভালই লাগল।" ওর মুখোমুখি বসলাম। বললাম, "তোমার ভাল লাগলে ভালই।"

"কেমন আছ, বেলা?" "খুব ভাল। ধন্যবাদ। তুমি কেমন আছ?"

"ভালই। তোমাকে দেখাচ্ছেও ভাল," ডন বলল। এরপর কিছুক্ষণ যেন দু'জনেরই কথা ফুরিয়ে গেল। ও আবার বলল," "আমি এতদিন কী করছিলাম, জানতে চাও না?" জবাবে বললাম, "যদি তোমার বলার ইচ্ছে থাকে, তবে।"

"আমি আশা করেছিলাম তুমি এর চেয়ে আরেকটু বেশী আগ্রহী হবে, বেলা।" "দুঃখিত ডন। আশা করি, প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলেই আমার আবার অভ্যস্ত আচরণ করা সম্ভব হবে।"

"এটা অনেকটা আমার চেনা বেলার মত কথা হল।" ডন উঠে দাঁড়াল। সভয়ে ভাবলাম ও হয়ত এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরবে। তা না করে ও বারের দিকে চলল। বলল, "পানীয় চাই?" আমি ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলাম। ও পানীয় মেশাচ্ছিল। আমি দেখছিলাম। ও আমাকে পানীয় দিয়ে নিজের আরামকেদারায় ফিরে গেল। আমার উদ্দেশে গ্লাস তুলে উৎসর্গ করল, "যা হতে পারত।" আমি গ্লাস তুলে বললাম, "যা প্রায় হতে চলেছিল।" দু'জনই এক চুমুক করে পান করলাম। ও কথা আরম্ভ করার অপেক্ষা করছিলাম। আমার কোন কথা ছিল না।

ডনই আবার শুরু করল, "আমরা কি মার্জনা ভিক্ষা দিয়ে এখনকার আলাপ আরম্ভ করব?" আমি বললাম, "কিসের জন্য মার্জনা ভিক্ষা?"

"অদৃশ্য হওয়ার জন্য; আমি খুন হয়েছি, তোমার মনে এই ধারণা এনে দেওয়ার জন্য; এবং রোমের ঘটনাগুল্যোর জন্য, বেলা।" ডন তাহলে রোমের ঘটনাও জানে। নিজের অজানিতে আমার একটা হাত বুকে উঠে এল। ও আবার বলল, "রোমে তোমার ওপর নির্যাতনের কথা ঘটনার অনেক পরে জেনেছি। ওরা কথা দিয়েছিল, তোমাকে মারধর করবে না। বুকের ক্ষতটায় এখনো ব্যথা লাগে?" আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, লাগে না। ও জিজ্ঞেস করল, "দাগটা মিলিয়ে যাবে ত'?" আমি মাথা হেলিয়ে সায় দিলাম। ও বলল, "বেশ।" যেন এক পারিবারিক চিকিৎসক জল-বসন্ত রোগীর চিকিৎসা করছে। "শুনেছি, তুমিও ভালই প্রতিশোধ নিয়েছ। তাতে কিছুটা স্বস্তি পাওয়ার কথা।" আমি বললাম, "হ্যাঁ, কিছুটা পেয়েছি বৈকি।"

হাসিতে ওর চোখের কোণগুলো কুঁচকে উঠল। "সুন্দরী বেলা, শশা'র ঠাণ্ডা, নিরুদ্বিগ্ন ভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে জেলির মত থকথকে হয়ে উঠেছ।" আমি বললাম, "না ডন, জেলি নয়, বরং কিছুটা বরফের মত জমাট বেঁধে গিয়েছি।"

ডন তারিফ করার ভঙ্গীতে মাথা দোলাল। "বাহাদুর মেয়ে বেলা।

সাবাস।" আমি বললাম, "আগেও তুমি একবার ওকথা বলেছ।"

"আগেও আন্তরিক ভাবে বলেছি। এখনো বলছি। যাক, আমি ত' মাফ চাইলাম, বেলা। তুমি কি করবে?" "আমার কিসের জন্য মাফ চাইতে হবে, ডন?"

"প্রতারণার জন্য, বেলা, প্রতারণার জন্য।" আমি বললাম, "আমি যা সাজতে চেষ্টা করি আমি যে আসলে তা নয়, তা তুমি জেনেছিলে বুঝেছি। তুমি আমার গায়ের ঢাকা অংশের রঙ দেখেছিলে বলেই, ঐ কথা বলতে পারলে।"

"আমার বাদামী প্রেমিকা যে আসলে তত বাদামী নয়, আমি সে প্রসঙ্গ তুলতে চাইনি। আমি আরো গভীরতর প্রতারণার কথা বলতে চেয়েছিলাম, বেলা।" নতুন অভিযোগটির মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে একটু কালহরণের চেষ্টায় বললাম, "আমি তোমার কথা বুঝলাম না, ডন।"

"তুমি যে খুব দক্ষ এয়ার-হোস্টেস তা আমি জানি, বেলা। কিন্তু, তবু এত দক্ষ নিশ্চয় নও যে তোমার ইচ্ছেমত আজ এয়ার ইণ্ডিয়া, কাল বিওএসি আর পরশু ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সে কাজ পাবে।" বলার মত কিছু ছিল না বলে আমি জবাব দিলাম না। তাছাড়া, ডন আরো কিছু বলতে চাইছিল। "প্রতারণা ঐটুকু নয়, বেলা, আরো আছে। তোমার মত সুন্দরী কোন এক পরিস্থিতিতে আমার আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে মিনি বেড়ালের মত মিউ মিউ করবে আবার অপর কোন পরিস্থিতিতে গুলি করে পুরুষের মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়—এ দু'য়ের কোন্ রূপটা আসল, বেলা? মিনি বেড়াল না বাঘিনী?" "তুমিই বলতে পারবে, ডন। উত্তরটা তোমার জানা থাকার কথা।"

"আমি সত্যিই জানি না, বেলা। ভেবেছিলাম মিনি বেড়ালই আসল। কিন্তু মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় বাঘিনী রূপটাই হয়ত আসল।" আমি বললাম, "তার ভালবাসার বস্তু ছিনিয়ে নিলে মিনি বাঘিনীতে রূপান্তরিত হতে পারে।"

"ভালবাসার বস্তু, বলছ? প্রকৃত ভালবাসার বস্তু?" ডন বলল। আমি বললাম, "নিঃসন্দেহে প্রকৃত ভালবাসার বস্তু, এবং তুমিও তা জানো।"

ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। "আমার জানা থাকলে ভাল হত।" আমি বললাম, "তুমি জেনে হয়ত স্বস্তি পাবে সেই আশায় বলি, আমার কোন পরিকল্পনাই ছিল না।"

"আমি তা জানি, বেলা। কিন্তু তোমাকে বম্বে অব্দি আমার পেছু নিতে বলা হয়েছিল কেন?" সত্যি কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। বললাম, "আমাকে পাঠানো হয়েছিল লক্ষ্য রাখতে, তুমি যেন কোন বিপদে না পড়ো।"

ও হাসল। "ভারি গুছিয়ে বলেছ। তোমাকে দেখতে পাঠিয়েছিল আমি কোন গোপন তথ্য পাচার করি কিনা। তাই নয়?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, তাও বটে।"

"আমি পাচার করিনি দেখে তোমরা অবাক হওনি?" ডন বলল। "না, ডন। আর কেউ হলে অবাক হত। কিন্তু আমি ততক্ষণে তোমাকে চিনেছিলাম।"

ডন হাসি থামাল। ওর মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল। "তুমি ভুল করেছ, বেলা। ওরা ভুল করেনি। আমি গোপন তথ্য পাচার করতে চলেছিলাম।" আমি কিছু বলতে চাইলাম। ও থামিয়ে দিল। "আমি পাচার করতাম ঠিকই, কিন্তু তোমার এবং তোমার সহকর্মীদের কর্ম-পটুতার জন্য পেরে উঠিনি। কোন কিছু লেখা বা ফটো তোলা প্রয়োজন ছিল না। সবই এখানে জমা ছিল।" ডন নিজের কপালে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। "যে তথ্য পাচার করতে কম পক্ষে দু'ঘণ্টা প্রয়োজন, তার জন্য আমাকে দু'মিনিটও নিষ্কৃতি দাওনি। তাই বিমান ছিনতাই ঘটাতে হল। প্রথমতঃ সোজাসুজি তথ্য পাচারের জন্য। দ্বিতীয়তঃ তুমি এবং তোমার প্রতিষ্ঠান জানবে যে আমি রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসারিত হয়েছি।" ও থেমে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য

করতে থাকল। আমার চিন্তাশক্তি তখন এত অবশ হয়ে পড়েছিল যে তেমন বুদ্ধিদীপ্ত কিছু ভাবার ক্ষমতা ছিল না। কেবলই ডনের রক্ত-মাখা মুখ আর তা দেখে আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, বারবার তা মনে পড়ছিল। ডন এবার বলল, "অতএব আমাদের কায়রো'র নাটিকা মঞ্চস্থ করতে হল উদ্দেশ্য ছিল তোমরা ধরে নেবে, যেহেতু আমাকে ওরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে ওরা নির্যাতন করে আমার গোপন তথ্য পুরোটাই জেনে নেবে, এবং তারপর আমাকে খুন করবে। আরেক গ্লাস পানীয় নেবে?"

আমি মাথা নেড়ে জানালাম, নেব না। আমি প্রথম গ্লাসই ছুঁইনি বলা চলে। ডন উঠে বারে চলল। ও বার থেকে বলল, "এবার হয়ত তুমি রোমের ঘটনাবলীর প্রয়োজনীয়তা জানতে চাইবে, তাই নয়?" আমার জানতে ইচ্ছে করছিল না। তবু মাথা নেড়ে ইচ্ছে জানালাম। "রোমের ঘটনা ঘটানোর উদ্দেশ্য লোককে জানানো যে আমি খুন হয়েছি। তাছাড়া আশা করা হয়েছিল, অন্ততঃ কিছু দিন লোকে গোপন তথ্য পাচার হয়ে গিয়েছে কিনা সঠিক বুঝতে পারবে না। আমরাও ভেবে চিন্তে কাজ করার সুযোগ পাব।" ডন পানীয় হাতে নিয়ে বার থেকে ফিরে এল। "আমাদের পরিকল্পনা ছিল আমাদের যুবক বন্ধু'টি গাড়ি করে তোমাকে রোমে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। পথে এমন এক খেলার দুর্ঘটনা ঘটাবে যার সুযোগে তুমি পালাতে পারবে এবং যা কিছু দেখেছ-শুনেছ তা যথাস্থানে জানাবে। কিন্তু তুমি ঘটনা প্রবাহ নিজের পরিকল্পনা মত বগালে। আমি আবার বলছি, স্রেফ ভয় দেখানোর বেশী তোমার সম্পর্কে আমাদের পরিকল্পনা ছিল না। তার বাইরে যা কিছু ঘটেছে সেজন্য আমি দায়ী নই। ওখানেই কাহিনীর ইতি হওয়ার কথা। ডন বেটম্যানের মৃত্যু ঘটেছে। তার আত্মা শান্তি লাভ করুক।"

এতক্ষণে আমি একটু ধাতস্থ হয়েছিলাম। "এসব কাণ্ড কেন প্রয়োজন হয়, ডন?" আমার প্রশ্নটা তেমন বুদ্ধিদীপ্ত হল না বটে, কিন্তু ওর বেশী তখন ভেবে উঠতে পারিনি। ডন বলল, "কী কেন,

বেলা? আমি নিজেই আমার গোপন তথ্য পাচার করতে চাইলাম কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভার আমি আরেকজনের ওপর চাপাতে চাই। সে আমার চেয়ে পটু।"

আমি বললাম, "কে? রজার গ্রেশাম?" ডন সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটি লুফে নিল, "হ্যাঁ, সত্যিকার বুদ্ধিমান মানুষ এই লোকটি। ক্ষুরধার বুদ্ধি। আমার যাদের সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্য হয়েছে তাদের মধ্যে ইনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।"

"একটু অদ্ভুতও বটে," আমি না যোগ করে পারলাম না। ডন হেসে বলল, "হ্যাঁ অদ্ভুত, তার সঙ্গে অনেক বেশী স্বতন্ত্র। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের বর্তমান কাহিনীর সম্পর্ক কোথায়?"

"সম্পর্কটা ঠিক কোথায় তা বলতে পারব না ডন। মেরি জেফ্রিস হয়ত বলতে পারত।" ডন হাসি থামিয়ে বলল, "মেরি তোমার বান্ধবী ছিল, তাই নয়?"

আমার কৌতূহল হল। "মেরি যে আমার বান্ধবী 'ছিল' তাও তুমি জানো? আমার বান্ধবী হওয়ার দরুণই তাহলে ও খুন হল?" ডন বলল, "রজার জেনেছিল, তুমি মেরির সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু মেরি তোমাকে কতটা বলেছে, বা ভবিষ্যতে বলতে পারে, তা জানার উপায় ছিল না। সুতরাং ওর সম্পর্কে একটা পথই খোলা ছিল।"

"রজার যদি তোমাকে তাই বুঝিয়ে থাকেন তবে স্বীকার করতেই হয় তিনি বুদ্ধিমান," আমি ব লাম, "কিন্তু আলোচ্য ঘটনায় মেরির কী ভূমিকা ছিল?" "না, এ ঘটনার সঙ্গে মেরির সম্পর্ক ছিল না," ডন বলল। "কিন্তু রজার ওকে চিনত।"

'মেরি আমাকে তাই বলেছে, ডন।" "বললেও, পুরো সত্যি কথা নিশ্চয় বলেনি," ডন বলল, "বিয়ের আগে মেরি এয়ারহোস্টেস ছিল। তখন রজারের অনেক কাজ করত।"

"কী কাজ, ডন?" "বাহকের কাজ। তেমন নাটকীয় কিছু নয়। কিন্তু জানাজানি হলে যথেষ্ট ঝামেলা হওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।"

ঔৎসুক্য চাপতে না পেরে, বলে ফেললাম, "তারপর?" ডন বলে চলল, "বিয়ের পর রজার ওকে ঘাঁটাতে চায়নি। আর যাহোক, নিজের ক্ষতি না করে মেরি কিছুতেই রজারের ক্ষতি করতে পারত না। তোমাদের দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত সব মোটামুটি এই রকম চলছিল। তারপরই পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে গেল।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মেরির সঙ্গে আমার অনেক বছরের আলাপ; ঘনিষ্ঠতাও। তবে পরিস্থিতি হঠাৎ খারাপ হবে কেন?" "কারণ, আমরা তোমাকে অনেক বছর ধরে চিনি না, বেলা।" মেরির দুর্ভাগ্যে দুঃখ হল। বেচারী মেরি। মাথার ওপর উদ্যত খাঁড়া নিয়ে বেচারী ঘুরে বেড়াত। নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী আমাকে সাবধান করতেও চেয়েছিল—'রজার গ্রেশামের সঙ্গে দেখা করতে যেও না, বেলা। খুব বিপদে পড়বে', ও ঠিকই বলেছিল। আমি বললাম, "এখন কী করণীয়?"

"আপাততঃ পোষাক বদলে নিয়ে ডিনার খেতে চলা যাক," ডন বলল। "তুমি অবশ্য যদি ঐ পোষাকেই যেতে চাও তবে বদলানোর প্রশ্ন নেই।" ও উঠে এসে আমার চিবুকে হাত দিল। সানন্দে লক্ষ্য করলাম, আমি এতে অনুরাগে কম্পিত হলাম না। আগের মত হাঁটুও বিবশ হল না। স্পষ্টতঃ ঐসব অনুভূতির বিরুদ্ধে আমার প্রতিরোধ ক্ষমতা ফিরে এসেছিল। "আমাদের দু'জনের কি হবে, বেলা?" আমি বললাম, "সেটা তোমারই জানা থাকার কথা।" ও বলল, "না, বেলা, এখন সব নির্ভর করে তোমার ওপর।"

ভেবে-চিন্তে স্থির করলাম ডিনারে আমার কমনীয় নারী ভাবমূর্তি সৃজন করার সার্থকতা নেই। তাই লেস আর একসাদা কাপড় দিয়ে ফোলানো পোষাকের বাহার দিয়ে মন কাড়ার চেষ্টা করব না। আমার মাপের প্রথম যে পোষাকটা হাতে পেলাম সেটা নিয়ে সোজা বাথরুমে

ঢুকে দেখি বাথটব থেকে জল উপচে পড়ে মেঝেয় থৈ থৈ করছে ; কারণ আমি কল খুলে রেখে গিয়েছিলাম। একবার ভাবলাম কাউকে ডেকে পরিষ্কার করাই। পরক্ষণেই মনে হল, চুলোয় যাক! ওদের কার্পেট নষ্ট হয়ে যাক! তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে নিয়ে মনে মনে মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে বেডরুমে চললাম। আমার পরিকল্পনা মূলতঃ প্রতি-পক্ষের চাল ফিরিয়ে দেওয়ায় সীমিত। কারণ ওখানে আমার প্রকৃত বন্ধু বলে কেউ ছিল না। মেলভিল ত' মনের দিক থেকে রজারের গোলাম। ডনের ওপর আমার দেহের খাঁজগুলোর মায়াজাল বিস্তারের চেষ্টা, অবশ্যই করব। কিন্তু তার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। সাড়ে ছ'টায় আমার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। আমি 'আসুন' বলার আগেই এ্যাডাম দরজায় মাথা গলাল। ও আমাকে সাজগোজের মাঝামাঝি দেখতে পাবে আশা করেছিল, কিন্তু সাজগোজ সম্পূর্ণ দেখে ওর মুখে ঈষৎ হতাশা ফুটল। ও বলল, আর সব নিমন্ত্রিতরা ককটেল পানের জন্য সমবেত হয়েছেন। আমার ডাক পড়েছে।

প্রায় ছ'টা লম্বা বারান্দা আর দু'টো বিশাল ঘর পেরিয়ে ওর পেছু পেছু বাড়িটার যেদিকে চললাম সেদিকে আগে কখনো যাইনি। ও একটা দরজায় টোকা দিল, তারপর খুলল। এ ঘরটা অন্যগুলোর চেয়ে ছোট, এবং বৈশিষ্ট্য ফায়ারপ্লেসে কাঠের আগুন গন্‌গন্ করে জ্বলছিল। আবহাওয়ায় ভারসাম্য রাখার জন্য এয়ারকণ্ডিশন পুরো দমে খোলা। ফলে ঘরের তাপ খুব সুখপ্রদ। এসব, অবশ্য, খুব বেশীক্ষণ দেখার সুযোগ পেলাম না। এ্যাডামের পেছু পেছু ঘরে ঢুকতেই ডিনার জ্যাকেটপরা রজার এগিয়ে এসে আমার বাহু ধরলেন। "তোমাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে, বেলা। আশা করি তুমি এখানকার সবাইকে চেনো?" উনি মৃদুস্বরে বললেন। রজার আমাকে ঘরের কেন্দ্রে নিয়ে চললেন। আমার চেনা শুধু ডন আর মেলভিল। তৃতীয়-জনের শুধু মুখ চেনা। কিন্তু ঐ ব্যক্তি এত দীর্ঘদিন ধরে আমার দুঃস্বপ্নের অংশ হয়ে রয়েছিল যে মনে হল ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে মন্দ

হয় না। ও সেই টাকমাথা দৈত্য। বিশাল দেহটি বেখাপ্পা ডিনার-জ্যাকেটে ঢেকে দাঁড়িয়েছিল। ওর চকচকে টাকে ফায়ারপ্লেসের আগুন ঠিকরে পড়ছিল। ও সোজা আমার দিকে তাকাচ্ছিল। রজারকে বললাম, "আমি ঐ লোকটিকে চিনি না।" রজার বললেন, "তোমার চেনার কথা নয়, ইসাবেলা।" উনি আমাকে দৈত্যের কাছে নিয়ে চললেন। দৈত্যর দৃষ্টি তেমনি অপলক, ভাবলেশহীন। উনি বললেন, "আব্দুল, ইনি মিস ইসাবেলা গ্রেগহার্ডি। ইসাবেলা, এ আব্দুল এল মুল্লা।"

আব্দুল মাথাটা ইঞ্চি খানেক হেলিয়ে পরিচিতি গ্রহণের ইঙ্গিত করল। রজার আমাকে নিয়ে বারে চললেন উনি বললেন, 'কি পান করবে, মার্টিনি?" আমি বললাম, "মার্টিনির সঙ্গে ভদ্‌কা আমার ভাল লাগে।" "তাই হবে, ইসাবেলা।"

রজার নিপুণ হাতে পানীয় মেশাচ্ছিলেন। আমি দেখছিলাম। ন্যূনতম সোরগোল এবং প্রয়াস ব্যয় করে সব কাজ সারাই রজারের স্বভাব। সবকিছু ছিমছাম এবং নিপুণ। এই কারণে দৈত্যের চেয়ে রজারকে আমার বেশী বিপজ্জনক মনে হল। ঘরটা স্নায়বিক উত্তেজনায় এত থমথম করছিল যে আবহাওয়ার পরিবর্তনে সংবেদনশীল যেকোন মানুষের তাতে দম বন্ধ হয়ে যেতে পারত। ঘরে ঢুকেই আমি তার আভাস পেয়েছিলাম। প্রধানতঃ ডন, অংশতঃ মেলভিলের থেকে। অথচ স্নায়বিক উত্তেজনার কথাটাও যেন রজার জানেন না, অন্ততঃ আব্দুলের চেয়ে কম জানেন। উত্তেজনার হেতু জানতে পারলে হয়ত কাজে লাগাতে পারতাম। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। রজার আমার হাতে পানীয় তুলে দিলেন। আমি এক চুমুক পান করার পর উনি বললেন, "ডোনাল্ড তোমাকে খুব বেশী অবাক করে দেয়নি, আশা করি।"

"কে?" মনে পড়ল রজার হ্রস্ব নাম ভালবাসেন না। ডনের ওপর আমার চোখ পড়ল। ওকে খুব হতশ্রী দেখাচ্ছিল। মেল-

ভিলকেও। আমি আসার আগে ওরা কী কথা বলছিল, কে জানে। রজার আমার অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিলেন, "একটু আগে আমরা তোমার কথা আলোচনা করছিলাম, ইসাবেলা।"

"ধন্যবাদ।" যেন রজারের কথা আমার মনে ঢোকেনি। রজার হাসলেন। বললেন, "একান্ত স্বাভাবিক নারী সুলভ প্রতিক্রিয়া। কোন মেয়ে যদি শোনে তার সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে স্বতঃসিদ্ধ করে নেয় যে প্রীতিকর আলোচনা হচ্ছিল।"

"ওটা নারীর প্রতিরক্ষা প্রবৃত্তি বলুন।" আমি বললাম, "কারণ আমরা কোথাও ভুল করেছি জানতে পারলে সেক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন-ভাবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে পারি না। বরং বাস্তব পরিস্থিতি না জানতে পারলে খুসি হই।" রজার বললেন, "তোমার ধরণের কাজে লিপ্ত এক মেয়ে যে সাধারণ নারীসুলভ আত্ম-ছলনাও করতে পারে, এ আবিষ্কার করে কৌতুক বোধ করছি।"

"আমার ধরনের কাজ বলতে আপনি কী বলতে চান তা সঠিক না জেনেও বলতে পারি, আত্ম-ছলনা নারীর একচেটিয়া কারবার নয়।" আমি বললাম, "আপনারাও কি আমাদের মত আত্ম-ছলনা লালন করেন না?" রজার অবাক হলেন, "আমরাও করি? বেশ আমাদের কথাই বলো, শুনব।"

"মেলভিলের কথা দিয়ে আরম্ভ করা যাক," আমি বললাম। আমি যে বেচারীর গলা কাটতে চলেছি ও তা বুঝতে পারছিল। "ও নিজেকে রূপকথার রাজপুত্র মনে করে। ও যেন শহরের সবকটি সুন্দরীর একমাত্র আকাঙ্খিত প্রজাপতি গণ্য হওয়ার যোগ্য। অথচ......" রজার অত্যন্ত কৌতুক বোধ করে বললেন, "অথচ, কী?" আমি বললাম, "অথচ, ও এমন এক পুরুষের সঙ্গে একমুখো প্রেমে লিপ্ত যিনি ওর দিকে ফিরে তাকাল না।" রজার শুকনো হাসলেন। মেলভিলের দু'চোখ ঘিরে রেখা জেগে উঠছিল।

"আর, আব্দুল?" রজার বললেন। আমি বললাম, "আমি মিঃ

মুল্লাকে তেমন চিনি না। কিন্তু ওঁর মত চেহারার মানুষ আত্ম-ছলনা লালন করেই থাকেন। তা না করলে ওঁরা হয়ত নিজের গলাই কেটে বসবেন।" আব্দুলের মুখের একটা পেশীও নড়ল না। ওর পুরু বর্ম ভেদ করতে তীব্রতর আঘাত প্রয়োজন।

"ডোনাল্ড?" রজার বললেন, "ডোনাল্ড সম্পর্কে কি বলবে?" আমার আবার ডনের সঙ্গে চোখাচোখি হল। বললাম, "আমি ডোনাল্ড সম্পর্কে প্রায় এক বিশেষজ্ঞ। মার্জিত, পরিশীলিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত প্রফেসর বেটম্যান‥ …" ডন বলে উঠল, "থামো, বেলা!" রজার ওর কথা কাটলেন, "বলে যাও, বেলা।" আমি বলে চললাম, "ডোনাল্ড ট্রানজিস্টার নিয়ে গবেষণা করে, কিন্তু সুন্দরী মেয়ে পেলে গবেষণা ভুলে যায়। স্পষ্টতঃ ও এমন ঘটনা এবং মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া প্রতিভার অধিকারী যে মানুষ বা ঘটনার সঙ্গে ওর সম্পর্ক হাসি পাওয়ানোর মত শিথিল। ও অপরের নির্দেশানুযায়ী উদ্ভাবন করে, এবং উদ্ভাবিত বস্তু বিক্রি করে। ঐ অপর ব্যক্তিটির ওপর নির্ভরশীলতার বিচারে ও মেলভিলের চেয়ে নিন্দনীয়। ডন মানসিক, বৌদ্ধিক দিক থেকে নিজেকে ফুসলিয়ে নিয়ে যেতে দিচ্ছে।" ডন অন্য জায়গায় উঠে গিয়ে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

"তুমি আমার সম্পর্কে কি বলবে, ইসাবেলা?" রজার তখনো উপভোগ করছিলেন। "আমার আত্ম-ছলনা কোথায়?" আমি বললাম, "আপনার চারদিকেই ছড়ানো। আপনার ঐ পাহারাদার বাহিনী আর তাদের শিকারী কুকুরের পাল, হেলিকপ্টার আর এরোপ্লেনের ছড়াছড়ি, আর মরু শূণ্যতার বুকে এই বিশাল প্রাসাদ—এই ছলনাগুলি দিয়ে নিজেকে বুঝিয়ে চলেছেন যে আপনি এত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ মানুষ যে ওগুলি আপনার প্রয়োজন। আমার ধারণা আপনি স্রেফ অহমিকা তুষ্ট করতে এত বড় পুতুল নাচের বায়না দিয়েছেন। আপনাকে নিয়ে সত্যিই কারো তেমন দুশ্চিন্তা নেই। থাকলে, আপনি যত সুরক্ষিতই হন না কেন তারা নিজের উদ্দেশ্য সাধন করে ছাড়ত।"

"তোমার বলা শেষ হয়েছে, ইসাবেলা ?" রজার বললেন। আমি বললাম, "না হয়নি, মিঃ গ্রেশাম। আপনি যা কিছু করেন তা কেবল আত্ম-তুষ্টির সন্ধানে। যে রূপকথার মায়াজাল দিয়ে নিজেকে ঘিরে রেখেছেন, আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং শক্তি সেই রূপকথা লালন এবং বর্দ্ধনের জন্য ব্যয়িত হয়। আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ডন আর মেলভিল যা ধরে নিয়েছে তার জন্য আদৌ নয়, বরং আপনি ওদেরও কাজে লাগান স্রেফ আপনার আত্মতুষ্টি বিধানের জন্য। আর, ওরা আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজেদের ব্যবহৃত হতে দিচ্ছে দেখে আপনি মুচকি হেসে, পাঁচশো ডলার দামের স্যুটের হাতায় মুখ লুকান।" ডন এতক্ষণে মুখ ফিরিয়ে সোজা আমার দিকে দেখছিল।

রজার তবু দমতে চান না। একটু মুচকি হেসে বললেন, "তুমি নিজের সম্পর্কে কি বলবে, ইসাবেলা ?" আমি বললাম, "আমার নিজের সম্পর্কে কী আর বলার আছে ?" উনি ছাড়তে চাইলেন না। বললেন, "যে ঘটনাচক্র তোমাকে এখানে টেনে এনেছে, তা পর্যালোচনা করব নাকি ?" আমি বললাম, "আপনাদের ভাল লাগলে, আমার আপত্তি নেই।"

রজার শুরু করলেন, "তুমি নিঃসন্দেহে নিজেকে এমন এক যোগ্য ব্যক্তি মনে করো যে তার কর্মদক্ষতা সম্পর্কে অহমিকা লালন করে। এবার তোমার কর্মপদ্ধতি পরীক্ষা করা যাক। তুমি বম্বে-গামী প্লেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আসলে যা, তা কেউ কেউ জানতে পেরেছিল। আর, আমি জেনেছিলাম তুমি প্লেনে ওঠার অনেক আগেই। কারণ এয়ারলাইনের লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কেবল তোমার ওপরওলাদেরই নেই। দ্বিতীয়তঃ তোমার যার ওপর নজর রাখার কথা তুমি তার প্রেমের ফাঁদে পা দিলে—ওটাও তোমার কর্তব্যের অংশ বলে কথা কাটার চেষ্টা করো না। তৃতীয়তঃ রোমে তোমাকে অপহরণ করা আমাদের পক্ষে হাস্যকর সহজ করেছিলে তুমি নিজে। চতুর্থতঃ একবার সিংহের খাঁচা থেকে পালালেও, তুমি এত বোকা যে আবার সেই খাঁচাতেই ঢোকোনি,

একেবারে সিংহের মুখের ভেতরে মাথা ঢুকিয়েছ। সব শেষে সিংহ যখন তোমার মাথা মুখে নিয়ে তার হাঁ বন্ধ করবে তুমি নিঃসন্দেহে বলবে ওটা সিংহের অনুচিত কাজ।" ভাবছিলাম, রজারের প্রতিটি তীরই অব্যর্থ হয়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার অপটুতার এই বিশ্লেষণ মিঃ ব্রাউনের উপস্থিতিতে ঘটেনি। ঘটলে, উনি হয় আমাকে অবসর গ্রহণ করতে, নিদেন আবার প্রশিক্ষণ নিতে পাঠাতেন। আমি তখনো অবমাননা হজম করতে করতে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, এমন সময় রজার বললেন, "এসো, এবার সকলের ডিনার সেরে নেওয়া যাক।"

ডিনারের প্রথমার্দ্ধ খাওয়া-দাওয়ায় কাটল। খাদ্যদ্রব্য ছিল অপূর্ব। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল কাঠের গুঁড়ো খাচ্ছি। ডন আর মেলভিলেরও শোচনীয় অবস্থা। আব্দুল গ্রোগ্রাসে গিলে দৈহিক প্রয়োজন মেটালেও স্পষ্টতঃ স্বাদ তারিফ করতে পারছিল না। একা রজার স্বাদ উপভোগ করছিলেন। সেটা হয়ত ভাণ। উনি মদ সম্পর্কে মন্তব্য করলেন। বললেন, মাছের কালিয়া আরেকটু সিদ্ধ হলে ভাল হত। কফি ফেরৎ পাঠালেন। বললেন, আরো গরম কফি আনো। এছাড়া, সারাক্ষণ অনর্গল হাল্কা গল্প করলেন, যার সারমর্ম শূন্য। শেষে ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দেওয়ার পর কাজের কথা পাড়লেন। "ইসাবেলা, এবার তুমি যাদের কাজ করো তাদের কথা বলো।" আমি বললাম, "ইউনাইটেড এয়ারলাইনের কথা?"

"না, ইসাবেলা, ইউনাইটেড ত' নয়ই, এয়ার-ইণ্ডিয়া, বিওএসি কিংবা আর কোন এয়ারলাইনের কথাও শুনতে চাই না। তুমি আসলে যাদের কাজ করো, অর্থাৎ রোমের সেনর বের্তোলি আর ন্যুইয়র্কের রেক্স হ্যারিস যাদের কাজ করে, তাদের কথা বলো।" আমি বোকার মত বলে ফেললাম, "আপনি কি বলছেন, বুঝতে পারছি না।"

"তুমি সোজাসুজি বলতে চাইবে না, জানতাম।" রজার বললেন,

"এখনো, অবশ্য, অনেক সময় আছে।" ডন আর মেলভিল চোখে-চোখে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু রজার পাত্তা দিলেন না। তার বদলে উনি আব্দুলকে বললেন, "তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব।" উনি এবার ডনের দিকে ফিরে বললেন, "ডন, তুমি ইসাবেলাকে ঘরে পৌঁছে দাও। ইসাবেলা, এখনই ঘুমিয়ে পড়ো না। রাত এখন সবে শুরু হয়েছে।" তারপর কিছু মনে পড়তে মেলভিলকে বললেন, "তোমার প্লেনটা রেডি আছে?" মেলভিল বলল, "আছে, মনে হয়।" রজার মেলভিলকে বললেন, "তুমি বরং পরে লস্-এঞ্জেল্সে ফিরো।" উনি এবার উঠে এসে আমাকে বললেন, "আমার একটা অত্যন্ত জরুরী কাজে যেতে হচ্ছে। ঠিক এক ঘণ্টা লাগবে। ঐ সময়ের মধ্যে এখানে তোমার কী ভূমিকা সে সম্পর্কে যদি চিন্তা করো, বাধিত হব। যে প্রশ্নগুলো করেছি সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করব। নতুন কিছু যোগও করব।" ঈষৎ নত হয়ে আমাকে 'বাই' করে উনি আব্দুলকে নিয়ে চলে গেলেন। ডন আর মেলভিল রয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ডন নীরবতা ভঙ্গ করে, রেগে মেলভিলকে বলল, "তুমি হতচ্ছাড়া মুখ্যু। একে এখানে এনেছ কেন?" মেলভিলের হয়ে আমি জবাব দিলাম, "আমিই ওকে নিয়ে আসতে অনুরোধ করেছিলাম।" এবার মেলভিল বলল, "বেলা ওকে নিয়ে আসার অনুরোধ না করলেও যেভাবে হোক ওকে এখানে নিয়ে আসতে হত। তাই ছিল রজারের হুকুম।"

ডন মেলভিলের দিকে আরো একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল। বলল, "চলো, বেলা।" মেলভিল আরো কিছু বলতে চেয়েও শেষে চেপে গেল। আমি উঠে পড়লাম। ডনকে বললাম, "তোমাদের দু'টিতে বেশ চমৎকার জোড় মিলেছে, কি বলো? তোমাদের মালিক যদি বলে 'লাফাও' তোমরা এমন করো যেন সে তোমাদের পেছনে একটা করে রকেট বেঁধে দিয়েছে। মেলভিলের ঐ আচরণ বুঝতে পারি। কিন্তু, তুমি নিজের বেলায় কি বলবে, ডন?" ডন এমন করে

মেলভিলের দিকে তাকাল যেন তার সহায়তা চায়। মেলভিলের সহায়তা করার অবস্থা ছিল না। ডন তারপর আমার দিকে তাকাল, "এসো, বেলা।" ডন আমার হাত ধরার চেষ্টা করতে এক ঝটকায় ওর হাত সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলাম। ডিনার থেকে আমার নাটকীয় প্রস্থান ঐ ঘরের বাইরে পা দিয়ে এইজন্য পণ্ড হয়ে গেল যে ডাইনে না বাঁয়ে বাঁকতে হবে তা আমার অজানা। আর আমার হাত ধরার চেষ্টা না করে ডন আমাকে নীল বসবার ঘরে এগিয়ে নিয়ে চলল।

তিন মিনিটে পৌঁছে গেলাম। এর মধ্যে চটপট কিছু ভেবে নিয়েছিলাম। আমরা ঘরে ঢুকতেই ডন বারের দিকে এগোল। ভাবছিলাম, খুব বেশী প্রকট না করে কিভাবে প্রথম চাল চালব। হাতে এক ঘণ্টা মাত্র সময়। বললাম, "আমার জন্য একগ্লাস পানীয় এনো ডন।" ও আনল। ও নিজের সাফাই গাইল, "তুমি রজার গ্রেশামকে পুরোপুরি বুঝতে পারবে না।" "তুমি বুঝিয়ে দাও না," আমি ভাবলাম, এতে পাঁচ মিনিট ব্যয় হলেও রজারকে আরেকটু বেশী জানা যাবে।

ডন বলল, "তোমরা ভাবো রজার দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, এবং ও শত্রুপক্ষকে গোপন তথ্য বিক্রি করে। বাস্তবে কিন্তু ও বিক্রি করে না। বিনা মূল্যে দেয়।" কথাটা অত্যন্ত হাস্যকর হলেও আমি হাসি চেপে রইলাম। ডন বলে চলল, "রজারের ধারণা এবং আমিও ওর সঙ্গে একমত—যে, পৃথিবীকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখা। কারণ কোন এক পক্ষ অপরের থেকে খুব বেশী দূর এগিয়ে গেলে তাদের আর কাউকে ভয় করার দরকার হয় না। অর্থাৎ একাধিপত্য, এবং তার পরিণতি সভ্যতার বিনাশ।" আমি বলতে বাধ্য হলাম, "তাই রজার স্বদেশের গোপন তথ্য পাচার করে ভারসাম্য বজায় রাখছেন, এই বলতে চাও ত?" ডন বলল, "আমাদের প্রতিপক্ষ সম্পর্কেও একই কথা খাটে। আব্দুল ও রজারের সঙ্গে একমত। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যেই এগোক না কেন, রজার এবং আব্দুল ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। কোন এক

দেশ অপর দেশের সমান শক্তিশালী হলে যুদ্ধ হবে না—সহজ হিসেব।' বস্তুতঃ ওর চেয়ে সহজ আর কোন হিসেব হতে পারে না। অন্ততঃ ডন তাই বিশ্বাস করে। ঐ মতটা এত বেশী সহজ যে ওর পক্ষে তা উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়। স্পষ্টতঃ অতিরিক্ত পড়াশোনা ওর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়েছে। ডন আবার বলল, "সুতরাং রজার গ্রেশামের মত মানুষের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমাদের চতুর্দিকে যে উন্মত্ততা যেকোন মুহূর্তে ফেটে পড়তে উদ্যত, তার মাঝখানে বিবেকের কেন্দ্রস্থলটি বজায় রাখতে ও নিজের নাম, যশ এমনকি জীবনও জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত।"

আমি বললাম, "তা বটে।" কথা শেষ হতেই ভাণ করে গ্লাসের বেশীর ভাগ পানীয় আমার পোষাকের ওপর চলকিয়ে ফেললাম। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ডন আনাড়ি হাতে আমার দেহ মুছে দিতে লাগল। 'এক মিনিট, ডন। আমি পোষাক বদলে আসছি।" সাজার ঘরে গিয়ে এমন এক বক্ষ-আবরণী বেছে নিলাম যা আমার পিঠের ক্ষত ঢাকলেও তার অন্তর্নিহিত সম্পদ ডনের দৃষ্টিতে আবছা ধরা পড়বে। তার ওপর সব-দেখানো ব্লাউজ আর নিম্নাঙ্গে প্যান্টিজের ওপর অনুরূপ প্যান্ট পরে রণে চললাম। উদ্দেশ্য ডনকে আমার শয্যাশায়ী করে কাজ হাসিল করা।

মিষ্টি কথার টানে ওকে ঘরের অপর প্রান্ত থেকে ডেকে সোফায় আমার পাশে বসাতে অসুবিধে হল না। তারপর কথা প্রসঙ্গে, আমার বক্তব্য জোরদার করতে অনিচ্ছাকৃত ভাবে ওর হাতে হাত রাখলাম। ও সে হাত জড়িয়ে ধরল। ও আমার কি যে ছিল, এবং নিখোঁজ হয়ে যেতে আমি কত যে মনোকষ্ট পেয়েছি তা বলতে গিয়ে চোখদু'টো সজল হল। ওর সংযমের বাঁধ ভাঙতে দেরী হল না। একটু পরেই ওর বুকে মুখ লুকিয়ে ফোঁপাতে লাগলাম, আর ডন আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল। আরো পাঁচ মিনিট পরে আমার একটা বুক ওর করতলগত হল, তার একটু পরে ওর মুখে। আমার এক ঘণ্টা

মেয়াদের তখনো পঁয়ত্রিশ মিনিট বাকি। ও আমাকে বেডরুমে বয়ে নিয়ে চলল।

একে ত' আমি নিছক দেহজ আনন্দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এক ভণ্ডামি মনে করি। দ্বিতীয়তঃ কোন মেয়ের পক্ষে সঙ্গমের চরম তৃপ্তিলাভ ভাণ করা সম্ভব নয়, এবং আমি কিভাবে সে চরম মুহূর্তে পৌঁছই অভিজ্ঞতা থেকে তা ডনের ভালই জানা ছিল। অতএব মন খুলে প্রবৃত্তি আর প্রকৃতির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে মিনিট পাঁচেক পরে অস্ফুটে 'ডন' 'ডন' বলতে বলতে নিজের ঠোঁট কামড়িয়ে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললাম। এ যেন বম্বেতে আমাদের প্রেমলীলার পুনরাবৃত্তি। তবু, আগের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বললাম, "খুব ভাল লেগেছে, ডন। তুমি সত্যিই অপূর্ব।" ও কিছুটা গর্বে ফুলে উঠেছে বুঝে আসল চাল চাললাম, "এবার আমরা কি করব ডার্লিং?" ডন বলল, "আমি বলতে পারব না। সত্যিই আমি জানি না।"

"তুমি একটা কোন উপায় ভেবে স্থির করো," আমি অনুনয় করলাম কয়েক মিনিট পরে ডন বলল, "রজার যে কত ভাল কাজ করে তা যদি তুমি বুঝতে। ও যা কিছু করে সবার ভালর জন্যই করে।"

"আমি যদি তা মেনে নিই তবুও কি রজার আমাকে নিজের দলে নেবে? ও আমাকে মাতা হারি'র মত এক গুপ্তচর মনে করে," আমি বললাম। "বিনা কারণে মনে করে না অবশ্য," ডন নরম স্বরে বলল।

"মতামত বা আনুগত্য পরিবর্তিত পটভূমিতে বদলানো অসম্ভব নয়," আমি বললাম। ডন অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "এক্ষুণি যা বললে তা কি তোমার মনের কথা?" ওকে আশ্বাস দিলাম, আমি মনের কথাই বলেছি। কিন্তু তবু কি রজার আমাকে দলে নেবে। ডন বলল, "তুমি আমাদের অনেক কাজে লাগতে পারো।"

হা ভগবান! আমি ওদের 'কাজে' লাগাব! রজার গ্রেশামের সব কাজের আসল উদ্দেশ্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মিঃ

ব্রাউন বলেছিলেন ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবনের কার্যক্রমে আমেরিকা রাশিয়ার চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল বলে আমেরিকা ঐ কার্যক্রম অনেক হ্রাস করেছিল। ইতিমধ্যে রাশিয়া আমেরিকার সমান হয়ে গিয়েছে। আমেরিকা তাই কুবেরের ভাণ্ডার গ্রেশাম কোম্পানির সামনে খুলে ধরে বলেছে. আজই অগ্রগতি চাই, আগামীকাল হলে চলবে না। আব্দুল আসলে এক আন্তর্জাতিক খুনে এবং রুশ চর, আর রজার এক অর্থ পিশাচ খুনে। রজার ওর মাধ্যমে রাশিয়ায় তথ্য পাচার করে। কারণ রজারের ধারণা রাশিয়া কখনই নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হতে পারবে না। সমরাস্ত্র উদ্ভাবনে দুই দেশে সমতা এলে রজারেরই সুবিধে। চমৎকার ব্যবসা। শ'খানেক সরকারী হিসেব পরীক্ষক পেছনে লেগে থাকলেও প্রতিরক্ষা বাবদ সরকারী ব্যয়ের একটা মোটা অংশ রজারের পকেটে পড়ার কোন অসুবিধে নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উদ্ভাবন, বিশেষতঃ সমরাস্ত্র সম্পর্কিত, এমনই জটিল বিষয় যে তার সঠিক হিসাব পরীক্ষা যথেষ্ট দুষ্কর। ডনের মত বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীময় ছড়ানো রজারের পনেরোটা কারখানায় দিন-রাত নব্যতর সমরাস্ত্র উদ্ভাবন করে চলেছে। আমেরিকারও টাকার অভাব নেই। অনন্তকাল ধরে এই চক্র চলুক না।

ডনকে, অবশ্য এসব বললাম না। বলে লাভ নেই। রজারের শান্তি প্রচেষ্টার মাহাত্মে ও অন্ধ বিশ্বাসী। একবারের ঝটপট যৌন-সঙ্গমে সে বিশ্বাস কাটবে না। ওর বক্ষলগ্ন হয়ে বললাম. "তুমি রজারকে যাই বলো না কেন উনি আমার সম্পর্কে ধারণা পাল্টাবেন মনে হয় না।" ও হয়ত তাই ভাবছিল। তাই একটু পরে বলল, "তুমি যে সত্যিই ওর দলে আসতে চাও তা প্রমাণ করার যদি কোন উপায় থাকত·····"
আমি বললাম, "কোন্ উপায় ?"

ডন বলল, "মনে হয়, তুমি যাদের হয়ে কাজ করো, রজার তাদের সম্পর্কে যা জানতে চায় তা বলে দিলে কাজ হবে।" মনে মনে বুঝলাম কাজ যা হবে তা হল, রজারের প্রসাদ থেকে মুক্তি পেলে মিঃ ব্রাউন

আমাকে বেইমানির উপযুক্ত সাজা দেবেন। তবু রজারের মত বদলাবে কিনা সন্দেহ। হয়ত দিন-দুপুরে লণ্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রীটের মত ব্যস্ত রাস্তায় মিঃ ব্রাউনের গলা কাটতে পারলে রজারের বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু সে অসম্ভব সম্ভব করাব আগে, এবং রজার আব্দুলকে আমার ওপর লেলিয়ে দেওয়ার আগে কোন ফন্দি না আঁটতে পারলে রক্ষা নেই। ডন আমার কাঁধে মাথা রেখে বসেছিল। আমি বললাম, "এখান থেকে বেরোনোর কোন রাস্তা নেই। রজারের বিশ্বাস অর্জন করার পথও আমার ক্ষেত্রে রুদ্ধ। ভাবছি, যদি প্রতিরোধ না করি, রজার ধরে নেবেন আমি ওর দলে আছি।"

ডন বলল, "রজার তাহলে তোমাকে খুন করাবে।" আমি বললাম, "সে সম্ভাবনা, আমি যা কিছু করি না কেন, রয়েই যায়।"

ডন বলল, "সে সম্ভাবনা দূর হবে, যদি ও যা জানতে চায় তা বলে দাও। হ্যাঁ, ধাপ্পা দিও না কিন্তু। তারপর থেকে সব সমস্যা মুক্ত হয়ে আমরা দু'জন একসঙ্গে শান্তিতে থাকব।" জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় থাকব? লোকে জানে তুমি মৃত।" ডন বোঝাল, "পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে রজারের একটা দ্বীপ কেনা আছে। যতদিন এই ডামাডোল না থামে আমরা দু'জন সেখানে গা ঢাকা দেব। রজারও সেই সুযোগে সব ঝামেলা কাটিয়ে উঠে আমাদের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।" মনে মনে বুঝলাম ডন বা রজার, কারো সে সুদিন আসবে না। তবু বললাম, "বেশ, আমি নিজেকে পুরোপুরি তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম।"

ডন ঠিক ঐ কথা শুনতে চেয়েছিল। হয়ত ঐ উদ্দেশ্যে ওকে পাঠানো হয়েছিল। ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, যেন আমাদের সন্ধি পাকা করতে আবার প্রেম করা আরম্ভ করল। আমিও সহযোগিতা করলাম। সবে অনঙ্গরঙ্গ উপভোগ করা সুরু করেছি এমন সময় ও আমার দু'উরুর ফাঁকে হাঁটু গেড়ে বসল। সঙ্গমের জন্য তৈরী। ভাবলাম, এ সুযোগ হারালে আর পাব না। দু'পা দিয়ে ওর গলা চেপে ধরলাম। ও প্রথমে ভাবল

ওটা সঙ্গমে আমার সক্রিয় ভূমিকা মাত্র। প্রায় ওর দম বন্ধ করে দিলাম। মিনিট দু'য়েক পরে ওর দেহের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে, সাজঘরে পাওয়া গোটা ছ'য়েক বেল্ট দিয়ে ওকে কষে বেঁধে ফেললাম। মুখে একটা সিল্কের স্কার্ফ ঠেসে দিয়ে একটা মেয়েদের বেল্ট দিয়ে এমন করে মুখ বেঁধে দিলাম যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধে না হয়। ও তখনো অচৈতন্য। তবু আমাদের বিগত সুখ স্মৃতির খাতিরে ওর গালে একটা চুমু এঁকে দিলাম। তারপর একটা শার্ট আর স্ল্যাক্স পরে নিয়ে বুটে পা গলিয়ে দিলাম।

ষোল

বেডরুমের জানলা দিয়ে চাঁদনিভরা বাগানটা নীলচে দেখাচ্ছিল। ধাতব ফ্রেমে বসানো এক ইঞ্চি পুরু কাঁচ, যা ডিনামাইট ছাড়া আর কিছুতে ভাঙবে না। বাতাস সরবরাহ করে এয়ারকণ্ডিশন ব্যবস্থা। ওরা সম্ভবতঃ ধরে নিয়েছিল, ডনের তদারকিতে আমার উপদ্রব করার ক্ষমতা থাকবে না। তাই ঘরের বাইরে পাহারাদার রাখেনি। সেই সুযোগে ঘর থেকে বেরিয়ে ডাইনে বারান্দা ধরে সোজা অনেকটা গেলাম। একটা বড় ঘর পড়ল। এরপর আরেকটা বারান্দা ধরে এগোতে, বাড়িতে ঢুকতেই প্রথম যে ঘর পড়েছিল তাতে পৌঁছলাম। ঘরের সামনে সদর দরজা। মনে পড়ল দরজার দু'পাশে দু'জন বন্দুকধারী পাহারাদার দেখেছিলাম। সে দরজা ছেড়ে এগিয়ে গেলাম। এবার আরেকটা বারান্দা। বারান্দার একটা জানলা দিয়ে বাগান দেখা গেল। মনে পড়ল, সব জানলা-গুলোই আঁট করে আটকানো। গোটা বাড়িটা যেন ভেতর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং পাহারদার থাক বা না থাক, আমার সদর দিয়েই বেরোতে হবে।

যেদিক থেকে এসেছিলাম, সেদিকে ফিরে চললাম। বারান্দার এক

ধারে রেড ইণ্ডিয়ানদের ব্যবহৃত হাতিয়ার একটা ছোটখাট গদা স্মারক সংগ্রহ হিসেবে রাখা ছিল। গদাটা হাতে নিয়ে মরীয়ার মত সদরের বাইরে এলাম। দেখলাম তু'জন নয়, একজন পাহারাদার, বিল মিচাম, দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। বিল আমাকে দেখে একটুও খুসি হল না। আমার হাতত্ব'টো পেছনে লুকিয়ে রেখে বললাম, "শুভ সন্ধ্যা, বিল।" ও জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথায় চললেন?" আমি বললাম, 'বাগানে বেড়াতে যাচ্ছি।" "আপনি বাগানে বেড়াবেন, কেউ ত' আমাকে একথা জানায়নি!" ও পেছন ফিরে ফোন করার জন্য একটা কুলুঙ্গিতে হাত বাড়াতেই ওকে গদার এক ঘা মারলাম। বেসামাল বিল মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। আমি ওর বন্দুক হস্তগত করলাম। তারপরই সদরের খিলান পেরিয়ে উঠোনে পা দিলাম। উঠোনে বাঁধা কুকুরত্ব'টো আমার দিকে ভাল করে তাকালও না। আপন মনে খাবার খেতে থাকল। আমি পথের পাশের ঝোপঝাড় ঘেঁষে মোটর চলার পথ ধরে এগোলাম। আমার এক ঘণ্টার তখনো পাঁচ মিনিট বাকি।

বাগানগুলো তখন ফুলের সৌরভে ভরে উঠেছে। চাঁদনি রাত বলে পথ চলতে সুবিধে হল। কিন্তু মোটরে যে পথ সামান্য মনে হয়েছিল পায়ে হেঁটে তা যেন ফুরোতে চায় না। অবশ্য, তাতে গেটে পৌঁছনোর আগে ফন্দি ঠিক করার সুযোগ পেলাম। গেটের ঠিক আগে একটা বড় গুমটি ঘর। দরজা খোলা ছিল। পাহারাদাররা দরজার সামনে বসে নিজের মনে কথাবার্তা বলছিল। ওদের একজন ত' পা থেকে বুট খুলে ফেলে পা মালিশও করছিল। ঘরের ভেতরে একটা ছোট্ট টেবিলের ওপর আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের টেলিফোন। এবার একজন নয়, তু'জন পাহারাদার। তাই একটু বেশী বুদ্ধি ব্যয় করতে হল। বন্দুকটা একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রেখে গুমটি ঘরের আলোয় এসে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে একজন পাহারাদার উঠে দাঁড়াল। অপরজন বুটে পা ঢোকাতে ব্যস্ত হল। আমি বললাম, "শুভ সন্ধ্যা।" প্রথম জন বলল "শুভ সন্ধ্যা মিস। কিন্তু আপনি যে খুসি মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন,

কেউ কি তার অনুমতি দিয়েছে ?"

আমি বললাম, "আমি খুসি মত বেড়াচ্ছি নয়। মিঃ রজার ঐখানে কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন।" ওরা ঠিক মত পোষাক পরায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একজন প্যান্টের মধ্যে শার্ট গোঁজে ত', অপরজন মোজা গলায়। আমি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার বাগানের দিকে ফিরে ডাকলাম, "মিঃ রজার, আমি এখানে। আপনি এদিকে আসুন।" ওরা দু'জনই আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে দূরে তাকাল। ইত্যবসরে আমি দু'জনের মাঝখানে ঢুকে প্রথমজনের পিস্তল ছিনিয়ে নিলাম। পিস্তল বেহাত হয়েছে বুঝতে পারার আগেই পিস্তলের নল ওর পিঠে চেপে ধরলাম। "সাবধান মিস," ও বলল। "গুলি ভরা আছে। এ পিস্তলে গুলি নিরোধক লাগানো নেই।"

ওরা দু'জন আধা-অন্ধকার বাগানের দিকে তাকাল। মনে আশা, মনিব এসে ওদের উদ্ধার করবে। দ্বিতীয়জনের কাছে তখনো পিস্তল ছিল বলে আমার হাতের পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওকে সজোরে আঘাত করলাম। সে অজ্ঞান হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো। এই ফাঁকে প্রথম পাহারাদার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চুলবুল করে উঠতে পিস্তলটা আরেকবার তার পিঠে ঠেসে ধরলাম। ও আমার উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝল। বলল, "আপনি আসলে কি চান ?" আমি বললাম, "আমি নিঃশব্দে এবং নিরাপদে কাছাকাছি বিমানক্ষেত্রে পৌঁছতে চাই।"

"মিঃ গ্রেশাম তাহলে আমার জ্যান্ত ছাল ছাড়াবেন," ও বলল। আমি বললাম, "আমি বিমানক্ষেত্রে পৌঁছতে না পারলে মিঃ গ্রেশাম সে সুযোগ পাবেন না।"

স্বল্পক্ষণ পরে ও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝল। ইতিমধ্যে ওর স্নায়বিক উত্তেজনা কিছু কমে গিয়েছিল ও বলল, "আপনি কিভাবে বিমানক্ষেত্রে যেতে চান, হেঁটে না গাড়ি করে ?" আমি বললাম, "গাড়ি থাকলে, তুমি চালাবে।"

ও বলল, "গেটের বাইরে একটা পাহারার কাজে ব্যবহৃত জীপ

আছে।" আমি বললাম, "বেশ, তবে চলো······তোমার নাম কি ?"

ও বলল, "ফ্রেডট্রুম্যান, মিস।" আমি বললাম, "বেশ, ফ্রেড, তুমি চালাবে। আমি পেছনের সীটে বসব।"

ফ্রেড বলল, "আমার টেলিফোন করে ভেতরে জানাতে হবে যে আমি গেট খুলছি।" আমি বললাম, "কেন ?"

ফ্রেড বলল, "কারণ টেলিফোন না করে গেট খোলা মাত্র সাইরেন বেজে উঠবে। আপনি তাই চান ?" ওকে ফোন করতে দিলাম। "ফ্রেড বলছি। আমি আধ ঘণ্টার জন্য বেরোচ্ছি। হ্যাঁ, ল্যারি গুমটি ঘরে থাকবে।" ল্যারি অর্থাৎ দ্বিতীয় পাহারাদারটির মস্তিষ্ক থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। ফ্রেড ফোন শেষ করে সুযোগ পেলেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু, ঐ পরিস্থিতিতে আমিই বেশী শক্তিমান। ও গেট খুলল।

জীপটা গেটের বাইরেই ছিল। আমি পেছনের সীটে বসে ড্রাইভারের সীটে বসা ফ্রেডের মাথায় পিস্তল তাক করে রইলাম। ও বলল. এবার কি সোজা বিমানক্ষেত্রে যাব।" আমি বললাম, "না, প্রথমে একটু চারদিক ঘুরে দেখব। বাতিগুলো নিভিয়ে খুব আস্তে চালাও।"

জীপটা ঝাঁকি দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। আমি প্রায় সীট থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম। ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে ফ্রেড বলল, "গুলি নিরোধকটা লাগিয়ে রাখুন। একটু অসাবধান হলেই আমার খুলি উড়ে যাবে।" "এখনো তার প্রয়োজন হয়নি, ফ্রেড," আমি আবার ভাল করে বসে, বললাম, "বিমানক্ষেত্রে ক'জন কাজ করে ?"

"ওখানে বয়েড আর জন কয়েক মিস্ত্রি কাজ করে। তাছাড়া ডিসি ৮-এর কর্মীরাও আছে। মিঃ গ্রেশাম যেকোন মুহূর্তে কোথাও যেতে চাওয়ার জন্য ওরা তৈরি থাকে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ওরা এখন বিমানক্ষেত্রে আছে ?"

ফ্রেড বলল, "এখন হয়ত সবাই নেই। মিঃ গ্রেশাম গত দু'সপ্তাহে ডিসি-৮ ব্যবহার করেননি।" আমি বললাম, "তাহলে ওখানে আছে

বয়েড আর দু'জন মিস্তিরি, এই ত' ?"

ফ্রেড বলল, "সাধারণতঃ ঐ তিনজনই থাকে। তবে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনি অনর্থক সময় নষ্ট করছেন। মিঃ গ্রেশাম আপনাকে ধরার জন্য লোকজন পাঠাবেনই। আপনি কিছুতেই তাদের এড়াতে পারবেন না।" আমি বললাম, 'আমি এ পর্যন্ত এড়িয়েছি।"

ও বলল, "এ কিছু নয়। মিঃ গ্রেশাম জ্যাক কেলি'র মত কাউকে আপনার খোঁজে পাঠালে আপনি প্রাণে বাঁচবেন কিনা সন্দেহ।" আমি নাটকীয়ভাবে জানালাম, "জ্যাক্ কেলি বেঁচে নেই। তাকে আমিই শেষ করেছি।"

ও বলল, "জ্যাক্‌কে খুন করেছেন! কে জানে হয়ত শেষ পর্যন্ত আমাকেও খুন করবেন!" "না, তোমাকে খুন করার দরকার হবে না। এখন বলো, বয়েড বা তার কর্মীদের কাছে কোন অস্ত্র থাকে ?"

ও বলল, "বয়েড-এর কাছে থাকে। ও পিস্তল চালাতে খুব ওস্তাদ। মিস্তিরিদের কাছে পিস্তল থাকে না।" হঠাৎ ফ্রেড বাতিগুলো নিভিয়ে দিল। ইঞ্জিনও বন্ধ করল। জিজ্ঞেস করলাম, "কি হল ? পিস্তলটা আমার হাতেই ধরা আছে, কিন্তু।" ফ্রেড বলল "কিছু হয়নি। আমরা পৌঁছে গেছি।"

সামনে একটা অনুচ্চ পাহাড়। রাস্তাটা তাকে বেড় দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে। বিমান ক্ষেত্রের বাড়িগুলো হয়ত রাস্তার বাঁকের পরই। পিস্তল হাতে জীপ থেকে নামলাম। ফ্রেড শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, "এবার আপনি আমাকে কি করতে চান ?" আমি বললাম, "জীপে দড়ি আছে ?"

ফ্রেড বলল, "আছে। কিন্তু আপনি যদি বেল্ট দিয়ে আমাকে বাঁধেন, ভাল হয়। আমার পক্ষে কৈফিয়ৎ দেওয়া সহজ হবে। কোথাও কোন খুঁত থাকলে মিঃ গ্রেশামের চোখে পড়বেই।' ওকে বেল্ট দিয়েই বাঁধতে হল। ঠিক কানের ওপর দিয়ে বাঁধলাম। সময় পেলে ও আমাকে ধন্যবাদ দিত। তার বদলে জীপের সামনে কুঁকড়িয়ে বসে রইল।

পা টিপে এগোলাম। বিমানক্ষেত্রের একটা বাড়ির আলো দেখা গেল। বাড়ির ভেতরে জ্যাজ্ বজনা বাজছিল বলে আমার পায়ের শব্দ চাপা পড়ে গেল। জানলা দিয়ে দেখলাম বয়েড আর দু'জন মিস্ত্রি টেবিলে বসে তাস খেলছে। জানলা থেকে সরে এসে বিমানক্ষেত্রটা ভাল করে দেখলাম। ডিসি-৮ নিজের জায়গাতেই আছে। ওর ডানার নিচে দু'টো ছোট প্লেন বিশ্রাম নিচ্ছে। মেলভিলের পাইপার প্লেনটা রয়েছে প্রায় দেড়শো গজ দূরে। ওটা সম্ভবতঃ রেডি আছে। প্লেন চালানোর অল্প যা কিছু জানতাম, মনে করার চেষ্টা করলাম। পাইপার-এর ককপিট (যেখানে চালক বসে) মনে পড়ল। দু'টো ইঞ্জিনই সেল্ফ-স্টার্টারের সাহায্যে চালু করা যায়। তিন মিনিটে গরম হয়ে যাবে। তারপরই উড়তে না পারলেও উড্ডয়নক্ষেত্রে চলতে পারবে। ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ কানে যাওয়া মাত্র দৌড়ে এলেও বয়েড আর ওর সহকর্মীদের প্লেনের কাছে পৌঁছতে কুড়ি সেকেণ্ড লাগবে। ওরা হয়ত গুলি ছুঁড়বে। ছুঁড়ুক। ঝুঁকি না নিয়ে আমার উপায় নেই।

আমি নিঃশব্দে মেলভিলের প্লেনের দিকে এগোলাম। চাকা আর ডানা দু'টোর বাঁধন খুলে দিয়ে ভাল কবে পরীক্ষা করে নিলাম। লাফিয়ে ডানায় উঠে ককপিটের ঢাকনা খুললাম। পাইলটের সীটে বসে, পিস্তলটা পাশের সীটে রাখলাম। ঘড়ি আর হাতলের ছড়াছড়ি দেখে একটু ঘাবড়ানোর ভাব হল বটে। মন শক্ত করে, ইগনিশন সুইচে চাবি দিতেই ঘড়ির কাঁটাগুলো লাফিয়ে উঠল। পেট্রোল ট্যাঙ্ক পুরো ভর্তি নেই। থ্রট্ল্ চেপে স্টার্ট দিতেই দু'টো ইঞ্জিন সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট নিল। প্লেনটা উড্ডয়নক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে চললাম। অন্ধকারে ক্রমে গতি বাড়াতে বাড়াতে পেছন ফিরে বাড়িগুলোর দিকে তাকাতে দেখলাম, ওরা তিনজন তেড়ে আসছে। গতিবেগ পরীক্ষা করে নিয়ে চাকাগুলো প্লেনের পেটের মধ্যে গুটিয়ে তুলে নিলাম। তারপর শূন্যে।

বিমানক্ষেত্রের পাশের পাহাড়গুলো ঠিক কত উঁচু তা মনে ছিল না বলে প্লেনটা যথাসম্ভব উঁচুতে উঠিয়ে নিলাম। হাজার ফুট ওঠার পর

সারা সন্ধ্যের মধ্যে প্রথম একটু দম নিতে পারলাম। লস-এঞ্জেলস্ পৌঁছতে হলে এক ঘণ্টা প্লেন চালাতে হবে। কিন্তু মিনিট দশেক চালানোর পর যন্ত্রপাতির প্যানেলে দেখলাম জ্বালানির চাপ কমে গেছে। সুতরাং প্লেন আর বেশীক্ষণ উড়বে না। রজারের বাগান বাড়ি আর বিমানক্ষেত্রের আলো নিষ্প্রভ হয়ে আসতে প্লেনের পেছন দিকে লাগানো স্পটলাইট জ্বেলে প্লেনটা কিছু নিচে নামিয়ে আনলাম। উচ্চতা-মাপকে দেখা গেল, মাত্র দু'শো ফুট উঁচু দিয়ে উড়ছি। স্পটলাইটের আলোয় মাটি বিদ্যুৎগতিতে সরে সরে যাচ্ছিল। রাশি রাশি পাথরের ঢিবি আর অগুণতি খর্বাকৃতি গাছপালা দেখা গেল। কিন্তু প্লেন নামার মত মাঠ পেলাম না। অগত্যা নিরুপায় হয়ে যেকোন জলা বা ডাঙায় নামতে হবে। প্লেনটা তখন মাত্র পনেরো ফুট উঁচুতে ছিল। অনিবার্য বিপদের আশঙ্কায় দেহ-মন শক্ত করে বসে রইলাম। তাণ্ডব সুরু হওয়ার আগে উপস্থিত বুদ্ধি বলে স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছিলাম। মিনিট কুড়ি পরে হুঁশ হতে সন্তর্পণে নিজেকে ধ্বংসস্তূপ থেকে মুক্ত করতে লাগলাম।

সতেরো

ঐ অঞ্চলে সকাল সকাল ভোর হয়, তার সঙ্গে শীত বাড়ে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা প্লেনটা আমাকে ঘণ্টা খানেক গরম রেখেছিল। সেও অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর ধিক্‌ধিক্ করেও জ্বলতে পারছিল না। ভগবান জানেন কোথা থেকে মরুভূমির শিশির পড়ে আগুন নিভিয়ে দিয়েছিল। ভস্মীভূত প্লেনের পঞ্চাশ গজ দূরে একটা বড় শিলাখণ্ডে বসে আমি ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিলাম।

নাকের ওপর ভর করে গোঁৎ খেয়ে পড়া প্লেন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পেরেই আমি প্রথমে নিজের-হাত-পাগুলো গুণে নিয়েছিলাম। হাতড়ে হাতড়ে পাশের সীটে রাখা পিস্তলটা খুঁজে বের করলাম। তারপর জ্বালানির কল খুলে দিয়ে জমা হওয়া পেট্রোলের ওপর একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ছুঁড়ে দিলাম। একটা বড় বোমা ফাটার মত

আওয়াজ হল। মরুভূমি অঞ্চলে এ আগুন কয়েক মাইল দূর থেকেও দেখা যাবে। সান্থোমা থেকে কেউ যদি দেখে, সে বুঝবে আমার সব শেষ হয়ে গিয়েছে। চাইছিলাম, কেউ যেন খুব তাড়াতাড়ি আমার খোঁজে না আসে।

দশ মিনিট পরে অগ্নিকাণ্ডের বড় অংশটা নিভে যেতে, আমি হাঁটতে লাগলাম। আরো পনেরো মিনিট পরে বুঝলাম রাতে মরুভূমির মাঝখানে কোন নিশানা ছাড়া চলতে গেলে বারবার পথ ভুল হবে। দিনের আলো ফোটা অব্দি অপেক্ষা না করে উপায় নেই। এতে রাত ভর চিন্তা করার সুযোগ মিলল। রজার এমনিতেই বের্তোলি, রেক্স এবং আমি যাদের কাজ করি তাদের সম্পর্কে অনেক জানেন। তবু উনি ওদের সম্পর্কে আমার থেকে আর কী জানতে চান? এমন কি মিঃ ব্রাউন সম্পর্কে আমি যেটুকু জানি, তা বলতে গেলে উনি হয়ত শুনতে অনাগ্রাহী হবেন। উনি আসলে ডনকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত না ঘাঁটিয়ে আমাকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। উনি যা চেয়েছিলেন আমি অনেকটা তাই তাঁকে দিয়েছি। কিন্তু যেহেতু আমার মৃত্যু হয়নি, ওঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। উনি. অবশ্য, তখনো সেকথা জানেন না।

প্রখর বুদ্ধিমান রজার আমার প্রতিটি পদক্ষেপে মরণ ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন। এমন কি ডিনারের সময় আভাসও দিয়েছিলেন যে মেলভিলের প্লেনটা রেডি করে রাখা হবে। কিন্তু, ইঞ্জিন গরম করে রাখা হবে না। ফলে, প্রথম চেষ্টায় ইঞ্জিন স্টার্ট নাও নিতে পারে। বয়েড তখনই তেড়ে আসত, আর আমি পালানোর সুযোগ পেতাম না। হয়ত একমাত্র বয়েড এই ষড়যন্ত্রের কথা জানত। রজার সম্ভবতঃ ধরে নিয়েছিলেন, আমি উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে বেরোনর ফন্দি করবই। আমি বেরোতে গিয়ে কয়েকটা পাহারাদারকে যদি খুন করে ফেলি— শুধু আহত করলে চলবে না—তা, কি করা যাবে? ডন আমার যোগ্যতায় আস্থাবান হবে আশা করি, বিশেষতঃ ওকে যে অবস্থায় রেখে এসেছি, তারপর। রজার হয়ত নিপাট ভালমানুষ সেজে বলবেন,

'বেচারী ইসাবেলার জন্য দুঃখ হয়। ওর দুর্ভাগ্যের জন্য ও নিজে দায়ী। যে প্লেন চালাতে জানে না, তার প্লেন চুরি করা উচিত নয়।"

কিন্তু, শয়তান রজার গ্রেশাম, এবার তোমার পিলে চমকানোর পালা। পেট জ্বালানো খিদে আর হাড় কাঁপানো শীত সত্ত্বেও প্রতিশোধ স্পৃহায় আমার হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠছিল। ঘড়িটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। শুধু একটা আবছা ধারণা ছিল যে ঐ অঞ্চলে ভোর পাঁচটা নাগাদ সূর্য ওঠে। ঐ হিসেবে আনুমানিক সোয়া পাঁচটায় আমি সানথামো অভিযান সুরু করলাম। বিশ মিনিট পরে একটা হেলিকপ্টার খুব অল্প উচ্চতায় উড়ে প্লেনের ধ্বংসাবশেষ খুঁজছে দেখে ধুলোময় মাটিতে শুয়ে পড়লাম। ওরা ধ্বংসস্তূপের ছাই ঘাঁটাঘাঁটি করে যথাস্থানে জানাবে, আমি নিখোঁজ। তখন রজার সন্ধানী দলকে আরো ভাল করে খুঁজতে হুকুম করবেন। তল্লাসীর দল অবশ্যই আশা করবে না, আমি বাঘের বাসায় ফিরতে পারি। অথচ আমার সানথোমায় ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্য কেবল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয়, অংশতঃ ওখানেই ছিল প্রাণ বাঁচানোর শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা। জানতাম, মিঃ ব্রাউন আমার এই কাজ অনুমোদন করবেন না। শুধু আশা ছিল, উনি অনেক ক্ষেত্রে ফলাফলের দ্বারা কাজের যৌক্তিকতা বিচার করেন।

রোদ উঠতে আবহাওয়া আশ্চর্যজনক গরম হয়ে গেল। মরু অঞ্চলে তাই হয়। কতক্ষণের মধ্যে যে এক ঢোঁকও জল পেটে পড়েনি তা কে জানে। পায়ের জুতোজোড়াও মরুভূমিতে চলার একান্ত অনুপযুক্ত। কিন্তু আমি হাঁটছিলাম উল্টো দিকে। চলা আরম্ভ করার প্রায় কুড়ি মিনিট পরে একটা ছোট টিলায় চড়ে দেখলাম, দু'জন লোক ধ্বংসস্তূপ কেটেকুটে পরিষ্কার করছে। তখন ওদের সঙ্গে আমার ব্যবধান প্রায় এক মাইল। একটু পরে ওরা হঠাৎ ঐ কাজ থামিয়ে তল্লাসির ভঙ্গীতে আমার উল্টো দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

আবার চলতে লাগলাম। প্রায়ই আত্মগোপনের জন্য ধুলোয় শুয়ে পড়তে হচ্ছিল। দু'মাইল চলার পর একটা ধুলোর মেঘ এগিয়ে এল। বারো ঘণ্টার মধ্যে সেই প্রথম এক ঘণ্টা বাধ্য হয়ে বিশ্রাম নিলাম।

ভুল করে জুতো খুলে রেখেছিলাম। বিশ্রামের পর আর পায়ে গলানোর শক্তি পেলাম না। খিদে তেষ্টায় অবসন্ন হয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম, আমি সুইমিং-পুলে সাঁতার কাটতে কাটতে আকণ্ঠ জল পান করছি। মেঘ গর্জন শুনে বৃষ্টির জল পান করার উদ্দেশ্যে মুখ হাঁ করে সূর্যের দিকে চেয়ে কতক্ষণ বসেছিলাম, কে জানে। হঠাৎ এরোপ্লেনের আওয়াজে সচকিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। প্লেনটা হাজার ফুটের অনেক বেশী উঁচু দিয়ে উড়ছিল। অর্থাৎ সান্‌থোমা'র বিমানক্ষেত্র যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক কাছে। নতুন আশা পেলাম। যে দ্রুতগামি প্লেনটা উড়ে গেল ওটা সন্ধানী প্লেন হতে পারে না। মনে পড়ল ওটা ডি সি-৮-এর ডানার নিচে দাঁড় করিয়ে রাখা দুটো প্লেনের একটা। প্লেনের যাত্রী সম্ভবত মেলভিল। প্লেনটা দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর আবার অবসন্ন পা দু'টো টেনে চললাম। ঘণ্টা তিনেক পরে সূর্য অস্তগামী হল। একটা টিলা পাহাড়ে উঠে চারদিক দেখে নিলাম। সেখান থেকে সান্‌থোমার সবুজ ঘেরা আসল বাড়িটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। পড়ন্ত রোদের ছটায় চৌহদ্দির দেওয়াল রাঙা। টিলা থেকে নেমে আসতে সূর্য পাততাড়ি গোটাল। নিকষ কালো অন্ধকার নেমে এল।

আমার মূল্য লক্ষ সানথোমা'র বিমানক্ষেত্র। এবার কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বিমানক্ষেত্রের পথ ধরলাম। সূর্য ডুবে যাওয়ায় পথ চলার কষ্ট কম লাগছিল। তেষ্টা লেগেই ছিল। পথের ধার ঘেঁষে চলছিলাম, কারণ পথে কোন গাড়ির মুখে পড়লে লুকোব। গতরাতে ফ্রেড আমাকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছিল সে জায়গায় পৌঁছলাম।

একটা টিলার আড়াল থেকে লক্ষ্য করলাম, বয়েড-এর চিহ্ন নেই। ছোট প্লেনটাও ফেরেনি। কিন্তু ডিসি-৮এ মিস্তিরির হাত পড়েছে। প্লেনটাকে টেনে জ্বালানি সরবরাহ কেন্দ্রে এনে রাখা হয়েছে। একজন মিস্তিরি ভূগর্ভস্থ জ্বালানি তেলের ট্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত একটা মোটা পাইপ প্লেনের পেছন দিকে জুড়ছিল। দূর পাল্লা ওড়ার উপযুক্ত বিশেষ জ্বালানির ট্যাঙ্ক লাগানো হয়েছে। মিস্তিরিটি ধূমপান করছিল।

সুতরাং বয়েড কাছাকাছি নেই। ঐ প্লেন রেডি করার অর্থ, রজার খুব শীগগির রওনা হবেন। সন্ধানী দলগুলো যখন বেলাকে ছাড়া ফিরবে, রজার অবশ্যই বেশ দুশ্চিন্তায় পড়বেন। আমি ওঁর পথের কাঁটা হয়ে নেই, একথা জানার আগে রজার জনসাধারণের সামনে বেরোবেন না। আমার বিরুদ্ধে ওঁর ফন্দি যে আমি আঁচ করে ফেলেছি, এটা রজার না জানলেও উনি নিশ্চিত জানেন যে আব্দুলের জন্য আমি যে ফাঁসির দড়ির ব্যবস্থা করব সে দড়িতেই ডন এবং রজারকেও ঝোলানো যাবে। উনি বড় জোর কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আশা করবেন যে আমি কোন টেলিফোনের নাগাল পাওয়ার আগে ওঁর দলবল আমাকে ধরে ফেলবে। রজার তেমন নিরাপদ আশ্রয় পেলে সম্ভবতঃ ডন আর আব্দুলকে গোপনে খুন করাবেন। তারপর স্বেচ্ছা-নির্বাসন থেকে বেরিয়ে এসে বলবেন, ঐ দু'জনের দেশদ্রোহিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা সম্প্রতি ধরা পড়েছে। এতকাল ধরে ওদের ঐ অপরাধ ধরতে না পারার জন্য উনি সবার কাছে মার্জনা ভিক্ষাও করবেন। ঐ নোংরা কাজগুলো করার জন্য কিছু দিন পরে আবার কাউকে বেছে নেবেন। সুতরাং প্রয়োজন বোধে বেলা, ডন, আব্দুল, আরো অনেককে খতম করেও রজারের সাম্রাজ্য অপরিবর্তিত ভাবেই চলতে থাকবে।

টিলা পাহাড়ের কোলে এসব ভাবনায় ডুবে ছিলাম। এমন সময় মরুভূমির বুকে বিমানক্ষেত্রটা প্লেন নামার আলোয় ভরে গেল। যে ছোট প্লেনটা আগে উড়তে দেখেছিলাম, মিনিট খানেক পরে সেটা বিমানক্ষেত্রে নামল। প্লেনটা থামতে, বয়েড বেরিয়ে এল। পেছন পেছন আরো দু'জন। ঐ দু'জন নিশ্চয় ডিসি-৮-এর পাইলট আর কর্মী। এই দু'জন ডিসি-৮-এর দিকে চলল। ওদের আসতে দেখে ডিসি ৮এর ডানার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মিস্তিরিটি সিগ্রেট নিভিয়ে দিল। বয়েড অফিসে গেল। হয়ত রজারকে ফোন করতে। সম্ভবতঃ রজার চুপচাপ কোথাও পালাতে চান। পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দ্বীপে, যার কথা ডন বলেছিল।

ডিসি-৮এ রজার ঠিক ক'জনকে নেবেন, বুঝতে পারলাম না।

বেশ বড় প্লেন। রজার যাকেই সঙ্গে নেওয়ার কথা ভাবুন না কেন, আরেকজনকেও নিতেই হবে। সে ইসাবেলা গ্রেগহার্ডি।

আঠারো

এ পর্যন্ত যা কিছু দুঃসাহসিকতা করেছি আগামী দুঃসাহসিকতার তুলনায় তা নেহাৎ ছেলেখেলা। যেভাবে হোক আমার ডিসি-৮এ উঠতেই হবে। সিঁড়ি মাত্র একটা। প্লেনের সামনে, প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ওঠার দরজায় লাগানো। একজন মিস্তিরি সিঁড়ি দিয়ে প্লেনে উঠল। ও পাইলটের কেবিনে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করছিল। অপর মিস্তিরিটি জ্বালানি তেল ভরতে ব্যস্ত মিস্তিরির কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। সানথোমা'র যাত্রীরা আর কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে। এমন সময় এমন কোন একটা বিভ্রান্তি ঘটানো দরকার, যা স্বাভাবিক দেখাবে।

আমি ঘুরপথে হ্যাঙ্গারের পেছনে পৌঁছলাম। ভেতরে ঢুকলাম। বিরাট হ্যাঙ্গার, কিন্তু একেবারে শূন্য। সামনের অতিকায় গেট দু'টো খোলা। উড্ডয়নক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকা ডিসি-৮ দেখা যাচ্ছিল। বাঁ দেওয়াল ঘেঁষে মেরামতি টেবিলের সারি। এত টুকিটাকি যন্ত্রে ঠাসা যে তা দিয়ে বিওএসি লাইনের সবকটা প্লেনকে একসঙ্গে চালু রাখা যায়। প্লেনের ইঞ্জিন খুলে নামানো এবং মেরামতের পর বসানোর জন্য চাল থেকে কপিকল-শিকল ঝুলন্ত। ঐ দেওয়াল ঘেঁষে হ্যাঙ্গারের অপর প্রান্তে দু'টো ফর্কলিফট্ ট্রাক দাঁড়িয়ে। কয়েকটা প্যাকিং কেস এলোমেলো ছড়ানো। কিন্তু এসবের থেকে অনেক বেশী আমাকে টানছিল পেছনের গেটের কাছাকাছি জলের কল লাগানো একটা বেসিন। পা টিপে এগিয়ে গেলাম। আকণ্ঠ পান করে, চোখ-মুখে মৃদু ঝাপটা দিতে লোভ হল। তবু সে ইচ্ছে চেপে রাখতে হল। কয়েক ফোঁটা মুখ থেকে গড়িয়ে চিবুকে নামল। সে যেন শীতল ভেলভেটের নরম পরশ। একটা ঢেঁকুর উঠল। গভীর পরিতৃপ্তির

নিঃশ্বাস নিয়ে চারদিক ভাল করে দেখে নিলাম।

হ্যাঙ্গারের পেছন দিকের অন্ধকারের আড়াল থেকে আলোকিত উড্ডয়নক্ষেত্র দেখা যাচ্ছিল। ডিসি-৮এ জ্বালানি ভরার কাজে লিপ্ত মিস্তিরিকে অপর একজন মিস্তিরি কি যেন বলে, প্লেনের সিঁড়ির দিকে এগোল। একত্রে পাঁচজন মানুষ—দু'জন প্লেনের ভেতরে, দু'জন অফিসে আর শেষোক্তজন উড্ডয়নক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। ওদের কেউই হয়ত আমার উপস্থিতি সম্পর্কে জানে না। তবু সতর্ক না হয়ে উপায় নেই। ওরা আমার চেহারা দেখে অন্ততঃ রজার গ্রেশামের অভ্যাগত ভাববে না। নিজের মুখ দেখতে না পেলেও বুঝতে পারছিলাম তার শীতে ফাটা লাল ছিরি হয়েছে। ঠোঁট দু'টোও ফুটি-ফাটা। পোষাকের অর্দ্ধেক নিশ্চিহ্ন। অবশিষ্ট শ্রীহীন। মাথার চুলের কথা বলে কাজ নেই। কেবলই ভাবছিলাম কি করে সবকটা দুশমনকে একসঙ্গে পাব। স্থির করলাম, হ্যাঙ্গারে আগুন লাগাতে হবে। কিছু ছেঁড়া ন্যাকড়া আর এক টিন তারপিন তেল হাতের কাছেই পেলাম। মার্কিন মুল্লুকে কেউ হিসেব করে দেশলাই ব্যবহার করে না। একটু খুঁজতে একটা অর্দ্ধেক ব্যবহৃত দেশলাই বাক্স মিলল। তারপিনে ন্যাকড়া ভিজিয়ে তাতে একটা কাঠি জ্বলে দিয়ে পেছনের দরজার কাছাকাছি কয়েকটা প্যাকিং বাক্সের আড়ালে লুকোলাম। ওখান থেকে লক্ষ্য করলাম, উড্ডয়নক্ষেত্রে দাঁড়ানো মিস্তিরিটি প্রথম আগুন দেখল। ও চীৎকার করতে করতে হ্যাঙ্গারের দিকে ছুটল। যেহেতু ধূমপান করছিল, ভাবল হয়ত ওর দোষে আগুন লেগেছে। ডিসি-৮ থেকেও দু'জন তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। ওরা আগুনের কাছে পৌঁছনোর আগেই প্রথম জন একটি অগ্নি নির্বাপক নিয়ে কাজে লেগেছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বয়েড আর তার সঙ্গীরা প্রত্যেকে একটা করে অগ্নি নির্বাপক হাতে নিয়ে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। ওরা পাঁচজনই এক জায়গায় জড়ো হওয়ার দশ সেকেণ্ড পরে আমি ডিসি-৮এ উঠলাম।

এয়ার লাইনে কাজ করার অভিজ্ঞতার ফলে ডিসি-৮-এর সঙ্গে আমি

ভালই পরিচিত। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলে বাঁয়ে ফ্লাইট ডেক। ডানে, পান করতে করতে বিশ্রামের জন্য ছোট্ট একটুখানি বার লাউঞ্জ। সেখানে নিচু টেবিল ঘিরে গোলাকার সোফা। তার উল্টো দিকে, প্রথম শ্রেণীর সারির গোড়ায় দু'টো বাথরুম। আমি ঠিক করেছিলাম একটা বাথরুমে লুকোব। প্লেনটা সম্পূর্ণ জনশূন্য ছিল। এ প্লেনটায় বার-লাউঞ্জের বদলে আছে অতি বিলাসবহুল শোবার ঘর। রজার গ্রেশাম লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে শুধু প্লেনটাই কেনেননি, ভেতরটাও ঢেলে সাজিয়েছেন। যে পরিসর একশো চল্লিশজনের জন্য অত্যন্ত ঠাসাঠাসি, একজনের পক্ষে তা অঢেল। বসবার ঘরটা চল্লিশ ফুট লম্বা আর প্লেনের দেওয়াল অব্দি চওড়া। তেমনি সুসজ্জিত। কিন্তু জায়গাটা আমার লুকোনর অনুপযুক্ত। এবার বাঁয়ে ফ্লাইট-ডেকে গেলাম। বরাত ভাল। ফ্লাইট-ডেকের দরজার পরই রজারের ব্যক্তি-গত বাথরুম। ঢুকে পড়ে দরজা ভেজিয়ে দিলাম, বন্ধ করলাম না। কারণ, বন্ধ করলে দরজার বাইরে জ্বলে ওঠা লাল আলো ভেতরে মানুষের উপস্থিতি জানিয়ে দেবে। সুযোগের জন্য ওৎ পেতে রইলাম।

আধ ঘণ্টা পরে ইঞ্জিন দু'টো চালু হল। ইতিমধ্যে বাইরে যা ঘটছিল তা দেখে-শুনে ঘেমে গেলাম। বাথরুমে ঢোকার পরই চড়চড় করে হ্যাঙ্গার পোড়ার শব্দ পাচ্ছিলাম। ব্যস্ত মিস্তিরিদের গলাও। মিনিট দশেক পরে হ্যাঙ্গার পোড়ার শব্দ থামতে, দু'জন প্লেনে উঠল। ওদের একজন পাইলট। সেই অধিকাংশ কথা বলছিল। অপরজন দু' এক কথায় জবাব দিচ্ছিল। পাইলটের মেজাজ খুব খারাপ। কারণ প্রথমতঃ ডিসি-৮ ওড়ার পরিকল্পনা যথাস্থানে দাখিল করা হয়নি এবং ঐ ভাবে ওড়া যে বেআইনি তা কি বুড়ো রজারের জানা নেই? দ্বিতীয়তঃ গন্তব্যস্থল ওকে জানানো হয়নি। প্লেনটা আকাশে উঠে ডাইনে না বাঁয়ে যাবে তাও ওকে বলেনি। তৃতীয়তঃ ডিসি-৮-এর মত এক জটিল প্লেন মাত্র জনকয়েক কর্মীর ভরসায় এক ব্যক্তিগত বিমানক্ষেত্রে ফেলে রাখা ওর অপছন্দ। শেষতঃ ও এই প্লেন চালানোর

ডাক পেয়েছে মাত্র কুড়ি মিনিট আগে। ফলে, স্ত্রীকে খবর দেওয়া দূরে থাক, বান্ধবীকেও কিছু জানাতে পারেনি।

মনের সব দুঃখ সহকর্মীকে জানানোর পর পাইলট যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে লাগল। মিনিট পাঁচেক পরে ওর সহকারীরা জানাল, ওরা সান্‌থোমা থেকে বিমানক্ষেত্রে আসার পথে গাড়ির আলো দেখতে পেয়েছে। কয়েক মিনিট পরে প্লেনে সবার গলা শোনা গেল। রজার পাইলটকে গন্তব্যস্থল জানালেন। পাইলটের মেজাজ তাতে আরো বিগড়াল। ও গজ্‌গজ্ করতে লাগল, "এখন এক নাগাড়ে প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা প্লেন চালাও। বিশেষতঃ উনি যে পথে যেতে চান তাতে ঐ সময় লাগবেই। অথচ ওঁর যা স্বভাব, ওখানে পৌছনোর আধ ঘণ্টা পরই বলবেন, ফিরে চলো।"

ইতিমধ্যে আমি পাইলটের কথায় আড়ি পাতা ছেড়ে যাত্রীদের বসার জায়গায় কি হচ্ছে শোনার চেষ্টা করছিলাম। রজারের গলা চিনলাম, ডনের গলাও। আব্দুলও ছিল, কিন্তু গলা শুনলাম না। ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার ঠিক আগে রজার পাইলটের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "প্লেন আকাশে ওঠার কতক্ষণ পরে আমরা বেতার যোগাযোগ পেতে পারি?" পাইলট জানাল, "বেশীক্ষণ নয়। আধ ঘণ্টা পরে, স্যার।" রজার বললেন, "ওদের আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলবেন। কোন খবর থাকলে যেন আমাদের জানায়।" পাইলট বলল, "আচ্ছা, স্যার।" রজার আবার বললেন, "হ্যাঁ, ওদের বলবেন, আমরা বেতার যোগাযোগের বাইরে চলে গেলে ওরা যেন ট্যাম্পিকো-তে গ্রেশাম কর্পোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আমরাও ট্যাম্পিকো'র সঙ্গে সম্পর্ক রাখব।" পাইলট বলল, "আচ্ছা, স্যার।"

রজার নিজের লোকজনের কাছে ফিরে গেলেন। আমি ঠিকই ধরেছিলাম। রজার তখনো আমার খবর পাওয়ার আশা করছিলেন, যে খবর পেলে উনি ঐ নির্বাসনযাত্রা বাতিল করে দিতে পারবেন।

শুনলাম, সহকারী পাইলট জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোথায় চলেছি?" পাইলট জানাল, "কায়রো।" এবারও আমার হিসেব মিলল।

সহকারী প্রশ্ন করল, "তবে প্রথমে ট্যাম্পিকো চলেছি কেন?" খুব সঙ্গত প্রশ্ন। তবু পাইলট ঝাঁঝিয়ে উঠল, "আমাকে মিথ্যে বকিয়ে মেরো না। আমরা প্রথমে দক্ষিণ-পূবে মেক্সিকো পৌঁছব। সেখান থেকে সোজা পূবে ট্যাম্পিকো। তারপর কিউবা, সারগোসা সমুদ্র টপকিয়ে কেপ্ ভার্ড-এর উত্তর ঘেঁষে সাহারা আর লিবিয়া'র ওপর দিয়ে ইজিপ্টে ঢুকব।"

"কায়রো পৌঁছনর পক্ষে এটা খুবই বিশ্রী পথ," সহকারী বলল। পাইলট রেগে বলল, "মিথ্যে কথা বাড়িও না। আমাকে এই ওড়ার উপযোগী একটা মানচিত্র করে দাও। আমাদের ওড়া সম্পর্কে এক ট্যাম্পিকো-য় জানানোর পর আফ্রিকা পৌঁছনোর আগে কাউকে জানাতে পারব না।"

"তামাশা করো না! এভাবে আমরা হাজার বার পথভুলে ঘুরপাক খেয়ে মরব," সহকারী বলল। পাইলট জবাব দিল, "বুড়ো তাই চায়। তোমার যদি বুড়ো রজারকে বোঝানোর সাহস না থাকে তবে যা বলছি তাই করো।" তারপরই পাইলট একজন সহায়ককে ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে বলল।

প্লেনটা সমুদ্রের ওপর পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে এবং তার আগে কোন কর্মী বাথরুম ব্যবহার করতে চাইবে কিনা হিসাব করতে লাগলাম। ট্যাম্পিকো বারোশো মাইল দূরে। ওখান থেকে আমরা পূবে চলব। আরো ন'শো মাইলের পর কিউবা'র ওপর দিয়ে উড়ে যেতে হবে। মেক্সিকো উপসাগরের ওপর প্লেনের তেমন চলাচল নেই। আমি যা করতে চাই তা আরম্ভ করার আগে প্লেনটা কিউবা ছেড়ে দক্ষিণ বাহামা দ্বীপপুঞ্জের পথে পড়তে হবে। অর্থাৎ কিউবা'র রাজধানী হাভানা থেকে মাত্র এক ঘণ্টার পথ। পুরোটা উড়তে মোট ছ'ঘণ্টা লাগার কথা। তার মধ্যে কেউ বাথরুম ব্যবহার করতে না চাওয়া অস্বাভাবিক। তবু কেউ বাথরুমে আসবে না আশা নিয়ে মন দৃঢ় করে কান খাড়া করে বসে রইলাম। প্লেন যাত্রা শুরু করেছে. পাইলট বেতারে সান্‌থোমাকে এ খবর জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি ফন্দি ঠিক করে ফেললাম।

প্লেন আকাশে উঠতেই পাইলট এবং তার সহকারী বেশ ব্যস্ত হয়ে

পড়ল। ওরা বেতারে খবর পাঠাতে না পারলেও, সংকেত পাচ্ছিল এবং তদ্দারা ঠিক পথে চলছে কিনা দেখে নিচ্ছিল। বার দুয়েক কোন বিমানবন্দর আমাদের পরিচয় ঘোষণা করতে বলল। আমরা করলাম না। কিন্তু কোনো বিমানবন্দর পরিচয় যাচাই করতে আমাদের ধাওয়া করতে কোন বিমান পাঠাল না। আমরা ঘণ্টায় সাতশো মাইল গতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চললাম। টাস্কন্ বিমানবন্দরের সংকেত পাওয়ার পনেরো মিনিট পরে মেক্সিকোয় পড়লাম। সল্টিল্লো-য় আবার সংকেত পেলাম। পাইলট সহকারীকে গ্রেশাম কোম্পানির ট্যাম্পিকো শহরের কারখানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলল। ট্যাম্পিকো যে বার্তা দেবে তা আমার জানা। একটু পরে পাইলট সহকারীকে বলল, "আমি নিজে বুড়োকে খবরটা জানাচ্ছি।" ও একটু পরে স্বস্থানে ফিরে এসে আপন মনে কি যেন বিড়বিড় করল। শেষে ঠিক করল, পেচ্ছাব করবে। ও দেখল কমোডের ওপর আমি বসে আছি। আমার পিস্তলের লক্ষ্য ওর নাভি। ও ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

ও পাছে বোকার মত কিছু করে বসে তাই আমি ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। ইসারায় বোঝালাম, ও পথ থেকে সরে গিয়ে আমাকে পাইলটের আসনে যেতে দিক। ও বাধ্য মেষশাবকের মত পিছু হেঁটে ফ্লাইট ডেকে ফিরে চলল। ও এক একবার আমার পিস্তল থেকে চোখ তুলে আমার মুখ লক্ষ্য করে বুঝতে চাইছিল, নির্দেশ না মানলে আমি সত্যিই গুলি করব কিনা। ও নিজের আসনের পেছন দিকে ধাক্কা খেয়ে থামল। ঠিক জায়গায় ফিরে এসেছে বুঝতে পেরে, ফিরে না তাকিয়েই ও সহকারীকে বলল, "আর কয়েক মিনিটের মধ্যে প্লেনের পথ বদলাতে হবে।" আমি পিস্তলের ইঙ্গিতে পাইলটকে নিজের সীটে বসতে বললাম। তখনই ওকে প্রথম ভাল করে দেখার সুযোগ হল। ও প্রায় পঞ্চান্ন বছর বয়সের এয়ারলাইনের অবসরপ্রাপ্ত এক ক্যাপ্টেন। পেনশনের সঙ্গে তার দ্বিগুণ মাইনে পাচ্ছে রজার গ্রেশামের থেকে। ওকে খুব অবসন্ন দেখাচ্ছিল। যেন হঠাৎ বুঝতে পেরেছে, হয়ত ওর প্রাণটাই প্লেনের জানলা গলে উড়ে যাবে। ঘরে স্ত্রী আছে। হয়ত

কলেজে পাঠরত দু'একটি সন্তানও আছে। তার ওপর বাড়ি করার দরুণ মোটা টাকার দেনা। যাহোক, মনিব হিসেবে ওর রজারকে একটুও ভাল লাগে না। সুতরাং ও কোন ঝামেলা করবে না।

ওর সহকারী সম্পর্কে তেমন নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। সহকারী তেরছাভাবে পাইলটের দিকে মুখ ফেরাতে আমার ওপর ওর চোখ পড়ল। লোকটি অনেক অল্প বয়সী। বয়স প্রায় তিরিশ। চোয়াল দু'টো শক্ত। মুখের ভাব দেখে মনে হয় বিদ্বেষ পুষে রেখেছে। চোখের চাউনি ঠাণ্ডা, নিস্তেজ। পিস্তল দেখে একবারও চোখ পিটপিট না করে বলল, "আমরা রজার গ্রেশামের চাকরি করি। আপনার কোন অভিযোগ থাকলে তাঁকেই বলুন না। ওখানে যান।" ও প্লেনের যে অংশে যাত্রীদের আসন সেদিকের দরজা ইঙ্গিত করল। ওদের দু'জনের ওপর চোখ রেখে পিছু হেঁটে দরজাটায় পৌঁছলাম। আন্দাজে হাত গলিয়ে দরজার আলতরপ খুলতেই সহকারীটি পাইলটকে চোখের ইসারা করল। পাইলট সাড়া দিল না দেখে ও স্থির করল নিজেই বাহাদুরি দেখাবে। ও কয়েক পা এগোতেই পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওর কানে সজোরে মারলাম। বেশ দমে গিয়ে ও বসে পড়ল বটে, তবু পুরো দমল না। বলল, "আপনি এখানে পিস্তল ছুঁড়লে আমরা সবাই মারা যাব।" পিস্তলটা ওর কানে তাক করাই ছিল। আমি বললাম, "প্রথমে আপনার খুলি, তারপর সীট ফুটো করেও যদি গুলির শক্তি থাকে তবে প্লেনের আভ্যন্তরীণ বায়ুচাপ নিয়ন্ত্রণকারী ধাতব চাদর ছেদ করবে।"

ও জিজ্ঞেস করল, "আপনি তাহলে এখন কী করতে চান?" ভাবলাম ওর সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তাই পাইলটকে বললাম, "আপনি কি এখন প্লেনের দিক পরিবর্তন করবেন?"

প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘুম ভাঙা মানুষের মত পাইলট জবাব দিল, "কোন দিকে চালাব বলুন?" আমি বললাম, "আপনি যে নির্দেশ পেয়েছিলেন তা হল, ট্যাম্পিকো'র পর পূবে চলবেন, এই ত'?" ও মাথা হেলিয়ে সায় দিল। একবার সহকারীর সঙ্গে চোখাযোখি করল। আর কোন

প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। আমি পিস্তলটা ওর কানের কাছে দোলাতে, অত বড় প্লেনটা শূন্যে উচ্চতা হারিয়ে হঠাৎ কিছুটা নেমে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাভানা এখন কত দূরে?" আমার কথা শুনে পাইলট এবং তার সহকারী বেশ ঘাবড়িয়ে গিয়েছে মনে হল। আমি বললাম। "ঘাবড়াবেন না। কিউবা'র কমিউনিস্টদের হাতে আপনাদের তুলে দেব না। আমি আরো দূরে যেতে চাই।"

সহকারী পাইলট বলল, "কিউবা'র পর আফ্রিকার কূলের আগে আর কোন দেশ নেই।" আমি জবাব দিলাম, "পরে ওকথা ভাবব। এখন বলুন, কতক্ষণে হ্যাভানা পৌঁছব?"

পাইলট গতিপথ এবং বেগ দেখে নিয়ে জবাব দিল, "নব্বই মিনিটে।" সহকারী ওর কথা কাটল, "অতক্ষণ লাগবে না। প্লেনের পেছন দিক থেকে বাতাস বইছে। ফলে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছব।"

আমি বললাম, "খুব ভাল। এবার বলুন, পিস্তলটা আপনার কানে ঠেকিয়ে রাখতে হবে, না, সরিয়ে নিলেও আমার কথা মত চালাবেন?" পাইলট বলল, "আপনি, প্লিজ, সরিয়ে নিন। আমার খুব নার্ভাস লাগে।"

আমি বললাম, "বেশ, সরাচ্ছি, কিন্তু আমি নিজে সরছি না।" ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার সাধারণতঃ যে সীটে বসে আমি সেখানে বসলাম। ওকে বললাম, "মনে রাখবেন, প্লেনের সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের পরিচয়। প্লেন কি করে চালাতে হয় তা ভালই বুঝি। আশা করি আমার নির্দেশের ওজন বোঝা এবার সহজতর হবে।"

ওতেই সব বলা হল। পরের কুড়ি মিনিট ইঞ্জিনের গর্জন ছাড়া আর কিছু আমাদের নীরবতা ভাঙল না। সহকারী পাইলট একটু আলাপ জমানোর চেষ্টা করল, "বুড়ো রজার আপনার কী ক্ষতি করেছে?" আমি বললাম, "তেমন বিশেষ কিছু করেনি।" ও বলল, "আপনি তাহলে অকারণ একটা বড় বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছেন।" আমি বললাম, "ওটা আমার স্বভাব। আপনি দয়া করে চুপ করুন।"

সহকারী পাইলটটি অল্প অল্প সাহস ফিরে পাচ্ছিল। পরবর্তী কুড়ি

মিনিট ওরা দু'জন দু'ডিগ্রি দিক পরিবর্তন করা সংক্রান্ত কথা বলল। সহকারী ঐ ব্যাপারটাও আমাকে বোঝাতে চাইল। ওকে আবার চুপ করিয়ে দিলাম। তার মিনিট কুড়ি পরে ও বলল, "এক কাপ কফি খেলে কেমন হয়?" আমারও কফি খেতে ইচ্ছে করছিল। তবু ওকে ভরসা করতে পারলাম না। বললাম, "না, কফি খেতে হবে না।"

সহকারী পাইলট বলল, "বেশ, তাই ভাল। কিন্তু, আপনি কী চান তা কি দয়া করে বলবেন?" আমি বললাম, "তার জন্য ধৈর্য ধরে আর কিছুক্ষণ চুপ করে বসুন।"

মিনিট পনেরো পরে হ্যাভানা বিমান বন্দরের সংকেত পেলাম। কিন্তু কিউবায় কাউকে তেমন ভরসা করা যায় না। আমরা হ্যাভানা ফেলে উত্তর দিকে উড়ে চললাম। আমরা কর্কট রেখার কাছাকাছি উড়ে চলছিলাম। মিনিট কুড়ি পরে বাহামা দ্বীপের নাসাউ বিমান বন্দরের সংকেত পেলাম। স্থির করলাম, এবার আমার কাজ শুরু করতে হবে। উঠে দাঁড়িয়ে, পাইলটকে বললাম, "প্লেনটা নিচে নামান।" ওরা দু'জনে মুখ তাকাতাকি করে আমার দিকে ফিরে চাইল। সহকারী পাইলট এমন কি চওড়া হাসিও হাসল। ও বলল, "অত্যন্ত দুঃখিত ম্যাডাম, এখানে প্লেন নামার উপযুক্ত জায়গা নেই।" পাইলট যোগ করল, "ও ঠিকই বলছে, ম্যাডাম। কয়েকটা ছোট-খাটো দ্বীপ আছে বটে। কিন্তু তাদের একটাও ডিসি-৮ নামার উপযোগী নয়।"

আমি বললাম, "এখানে যা আছে আমি তা জানি। এখানেই প্লেন নামাতে হবে।" পাইলট অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করল, "তবে কি সমুদ্রে নামব?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, সমুদ্রেই নামান।"

সহকারী পাইলট এবার আঘাত করতে এগোল। ও পা দিয়ে আমার শ্বাসরোধ করার ফিকির খুঁজছিল। ওর মাথায় পিস্তল দিয়ে সজোরে মারতে ও চুপসে গেল। পাইলট নীরব সহানুভূতি জানানোর বেশী আর কিছু করতে এগোল না। হয়ত বুঝল, আমার নির্দেশ না মেনে উপায় নেই। পাইলট বলল, "আমাদের যাত্রীদের সাবধান করে

দিতে হবে।" আমি সম্মতি দিলাম।

পাইলট মাইক্রোফোনের সুইচ টিপে বলল, "আমি ক্যাপ্টেন বলছি। আয়ত্তের অতীত পরিস্থিতিতে আমি বাধ্য হয়ে সমুদ্রে প্লেন নামাচ্ছি। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে আমরা নামব। প্লেনটা জল ছোঁয়ার তিরিশ সেকেণ্ড আগে আরেকবার সাবধান করব। আপনারা ঘাবড়াবেন না। প্লেনের বাইরে বেরনোর আগে নিজেদের লাইফ-জ্যাকেট (রবারের জামা) ফোলাবেন না।" ও মাইকের সুইচ বন্ধ করে দিল। সাহস দেওয়ার জন্য আমি ওর পিঠ চাপড়ালাম। তারপরই দরজার আলতরফ খটখট করে উঠল। যথাযথ কারণ না জানিয়ে কারো রজার গ্রেশামকে সমুদ্রে নামানোর সাধ্য নেই। উনি জোরে দরজা ধাক্কাতে লাগলেন। পাইলট মাইকে আবার জানাল, "আর পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডে প্লেন জলে নামবে।"

দরজা ধাক্কানো সঙ্গে সঙ্গে থামল। প্লেন খুব দ্রুতগতি নামছিল। সমুদ্র তখন মাত্র কয়েক হাজার ফুট নিচে। তিনটে লাইফ-জ্যাকেট খুঁজে পেলাম। একটা নিজে পরে, একটা বেহুঁশ সহকারী পাইলটের দেহে গলিয়ে দিলাম। পাইলটকে তৃতীয়টা দিলাম। সহকারী পাইলটকে তার সীটের সঙ্গে বেঁধে, পাইলটকে শেষ নির্দেশ দিলাম। তারপর ফিরে গিয়ে, নিজেকে ফ্লাইট-ইঞ্জিনিয়ারের সীটে বেল্ট দিয়ে বেঁধে একটা বালিশ কোলে নিয়ে বসলাম। প্লেন জল ছোঁয়ার দশ সেকেণ্ড আগে বালিশে মুখ লুকোলাম।

যে রবারের ভেলায় পাইলট আর তার বেহুঁশ সহকারী ভাসছিল, মিনিট কুড়ি পরে আমি সেই ভেলার দিকে সাঁতার কেটে এগিয়ে চললাম।

উনিশ

"আপনার পুরো কাজটাই দুর্বুদ্ধি প্রসূত, আগোছাল ভাবে পরিকল্পিত এবং তার চেয়ে বেশী বিশ্রী ভাবে রূপায়িত, মিস গ্রেগহার্ডি"

মিঃ ব্রাউন বললেন, "আপনি যদি পুরো ইতিবৃত্ত আবার বলেন, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব, এবং আপনার বক্তব্য বোঝার সাধ্যমত চেষ্টা করব।

আমি গভীর নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে ওঁকে আবার বোঝাতে লাগলাম। প্লেনটা জলে নামার—খুব সুন্দর, নির্বিঘ্নে নেমেছিল—সঙ্গে সঙ্গে আমি বালিশ থেকে মুখ তুলে, বেল্ট খুলে ফেললাম, আর যাত্রীদের কম্পার্ট-মেন্টের দরজা খুলে দিলাম। তিনজন যাত্রী তখনো নিজেদের মাথার চুল থেকে কাঁচ আর কাঠের টুকরো বাছছিল। গ্রেশাম বসেছিলেন, বেল্ট এঁটে। উনি সবচেয়ে কম ঘাবড়িয়েছেন মনে হচ্ছিল। আব্দুলের বিশাল দেহটা বেল্ট ছিঁড়ে উপুড় হয়ে নিচে পড়ে তখন সবে একটু কেঁপে উঠছিল। আর ডনের চেয়ারটাই নিজের বাঁধন ছিঁড়ে দূরে দেওয়ালে গিয়ে ঠেকেছিল।

যাত্রীদের কম্পার্টমেন্টে ওরা মাত্র তিনজনই ছিল। স্পষ্টতঃ মেলভিল সময় থাকতে কেটে পড়েছিল। কম্পার্টমেন্টের যা কিছু বেঁধে রাখা ছিল না তার সবই এলোমেলো হয়ে জায়গাটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। রজারই প্রথম আমাকে দেখলেন। কিন্তু ওঁর মুখে অবাক হাওয়ার ভাব ফুটল না। উনি সীট-বেল্ট খুলতে চাইলেন। আমি বললাম, "ও চেষ্টা ছাড়ুন, মিঃ গ্রেশাম।"

আমার গলা পেয়ে ডন মুখ ফেরাল। "বেলা, তুমি!" ওকে বললাম, "ওখানেই থাকো, প্রিয়তম ডন।"

কিছুতে ঠোক্কর খেয়ে চুলের রেখার ঠিক নিচে ডনের কপাল কেটে গিয়েছিল। এক হ্রস্ব মুহূর্তে আমার মন নরম হল। কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিলাম। আব্দুল এতক্ষণে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিল। ও ড্যাবড্যাব করে দেখল। উঠতে পারলে, আমার টুটি ছিঁড়ে ফেলত। কিন্তু সাধ্য ছিল না। প্লেনের গায়ে জলের ঝাপ্টা লাগার শব্দ কানে আসছিল। ভাসমান প্লেনটা এত দুলছিল যে আমার গা গুলাচ্ছিল। রজারই প্রথম কথা বললেন, "আমি ধরে নিচ্ছি বেলা, তুমিই সেই 'আয়ত্তের অতীত পরিস্থিতি' ক্যাপ্টেন যার কথা বলছিল?" আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

রজার বললেন, "এরপর কি ঘটবে, বেলা? নাসাউ থেকে কোন বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ এসে আমাদের বন্দী করবে?" আমি বললাম, "না, মিঃ গ্রেশাম। তাতে আন্তর্জাতিক জটিলতা দেখা দেবে। মার্কিন সরকার বলবে, আমাদের নাগরিক ফেরৎ দাও।" রজার আমার মতলব বুঝতে পারলেন মনে হল। তবু প্রকাশ করলেন না। বললেন, "তাহলে, এর পর কি করতে চাও?" আমি বললাম, "আরেকটু সবুর করুন। সবই বুঝতে পারবেন।" প্লেনের মেঝে হঠাৎ ভীষণ দুলে উঠল। আমরা সামনে হেলে পড়লাম। বাইরে জলের মৃদু ছলাং-ছলাং শোনা গেলেও, প্লেনটা খুব দ্রুত ডুবছিল। দোলানির প্রচণ্ডতা কমে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখি বিমান-কর্মীদের পালানোর জানলাটা খোলা। খোলা জানলা দিয়ে সহকারী পাইলটের পায়ের নিচের অংশ দেখা গেল—কেউ ওকে বাইরে টেনে নিল। "বেলা।" আমি রজারের দিকে তাকালাম। "এই প্লেনটা আর হয়ত মিনিট পনেরো ভেসে থাকবে, এ কি তুমি জানো?" আমি বললাম, "পনেরো নয়, বারো মিনিট, মিঃ গ্রেশাম।"

ডন বলে উঠল, "আমি ধরে নিয়েছিলাম, তুমি মারা গিয়েছ, বেলা।" রজার বললেন, "আমিও তাই ধরে নিয়েছিলাম, নইলে এই বিপদে পড়তে হত না।" ডন একবার আমার দিক থেকে রজারের দিকে চোখ ফেরাল। তারপর, আর দেরী করলে বিপদে পড়তে হবে বুঝে নিজের সীট-বেল্ট খুলতে আরম্ভ করল। আমি বললাম, "খবরদার। কেউ বেল্ট খুলো না।"

ডন আমার মুখে তাকাল। "আমাদের এক্ষুণি এই প্লেন থেকে বেরোতে হবে, বেলা। নইলে ডুবে মরব।" আমি বললাম, "আমার নির্দেশ, তোমরা একটুও নড়ার চেষ্টা করবে না।" ডন মরীয়া আর্তনাদ করল, "তামাশা করো না, বেলা, প্লিজ। আর সময় নেই।" আমি নিরুদ্বিগ্ন জবাব দিলাম, "আমি আদৌ তামাশা করিনি। একটুও নড়ো না।"

এবার রজার আমার উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিলেন, "তুমি যা আশঙ্কা করছ, বেলার উদ্দেশ্যও তাই, ডন।" আমি বললাম, "ঠিক

তাই, মিঃ গ্রেশাম।" এবার একটু ডনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, "তুমি এক নির্বোধ শিশু, ডন।" আমার সম্পর্কে রজারের সব ফন্দির কথা ফাঁস করে দিলাম। বললাম, রজার এমন কি বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আমাকে খুন করতে চেয়েছিলেন। ডন তবু আমার কথা বিশ্বাস করল না।

যে সামান্য সময় হাতে ছিল তাও শেষ হয়ে এল। প্লেনের সামনের অংশ আগের চেয়ে অনেক বেশী জলে ঝুঁকে পড়েছিল। রজার বলে উঠলেন, "বেলা, বুঝে দেখো, আমরা তিনজন একসঙ্গে যদি তোমার মোকাবিলা করতে এগোই তুমি কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে না। এখনো সময় আছে।" আমি বললাম, "মিঃ গ্রেশাম, আপনারা সীট-বেল্ট খোলার চেষ্টা করলেই গুলি করব। সাবধান।"

আব্দুলের সীট-বেল্ট আপনা থেকে ছিঁড়ে গিয়েছিল। ও ভাবল, জলে ডোবার চেয়ে আত্মরক্ষা শ্রেয়। ও উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে পিস্তল ঘোরালাম। সম্মোহিত দৃষ্টি রজার আর ডনের সামনে দিয়ে আব্দুল ধীর পায়ে এগিয়ে এল, যেন একটা এগিয়ে আসা ট্যাঙ্ক। একটুক্ষণের জন্য আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম। ঐ দৈত্য ত' একটা গুলিতে ঘায়েল হবে না। হয়ও নি। তিন তিনটে গুলি লাগল। প্রথম গুলির ধাক্কায় ও টলে, থমকে দাঁড়াল। দ্বিতীয়টাতে বসে পড়ল। ও তবু হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল। ব্যথার তীব্রতা আর অমানুষিক প্রচেষ্টার যৌথ অভিব্যক্তিতে ঠোঁট দুটো কুঁচকিয়ে ওল্টানো। চোখদু'টো কালো ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছিল। তৃতীয় গুলি ওকে খতম করল। ওর পরিণতি দেখে রজার বা ডন এগোনর চেষ্টা ত্যাগ করল। রজার বললেন, আমাকে দশ লক্ষ ডলার দেবেন। ডন জানাল, ও সত্যিই আমার প্রেমাসক্ত। ইতিমধ্যে প্লেনের নাকটা আরেকটু জলে ঢুকেছিল। জল আমার হাঁটু অব্দি পৌঁচেছিল। ওরা দু'জন আমার দিকে চেয়ে সলিল সমাধির জন্য তৈরী হচ্ছিল। আমি কালের মাত্রা ভুলে গিয়েছিলাম। এক একটি মুহূর্ত যেন এক একটি ঘণ্টা।

"এর পরের অংশ আপনার জানা, মিঃ ব্রাউন," আমি বললাম, "পাইলটের ত্রাণ-বার্তা পেয়ে উদ্ধারকারীরা চার ঘণ্টা পরে রবারের ভেলা থেকে আমাদের উদ্ধার করল। ডিসি-৮ ততক্ষণে তলিয়ে গিয়েছিল।" মিঃ ব্রাউন বললেন, "পাইলট আর তার সহকারী আপনার বিরুদ্ধে বিমান-ডাকাতি আর খুনের অভিযোগ আনতে চেয়েছিল, আপনি তা জানেন ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, স্যার। আমি আন্দাজ করেছিলাম, ওরা আনতে পারে।" মিঃ ব্রাউন বললেন, "অনেক বুঝিয়ে ওদের মত পাল্টাতে পেরেছি।" অতি চালাক, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর সহকারী পাইলটের কথা আমার মনে পড়ল। "এই জঘন্য কেলেঙ্কারির জন্য আমাদের সঙ্গে আমেরিকানদের অত্যন্ত মন-কষাকষি সৃষ্টি হয়েছে" মিঃ ব্রাউন বললেন। ওটা ওঁর নিজের সমস্যা। তবু, আমার কাজের ফলে ওঁর বিদেশে কয়েকটি ঘাতক পাঠাতে হয়নি, এটাই লাভ। উনি আবার বললেন, "আনুপূর্বিক ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে।" ওটাও ওঁর সমস্যা। উনি তাই গোমড়া মুখো হয়েছেন। কিন্তু যতদূর ওঁকে চিনি, শেষ ফল ভাল হয়েছে বলে মনে মনে অবশ্যই খুসি হয়েছেন। রজার গ্রেশামের অপরাধের কোন প্রমাণ মেলেনি। যাহোক পৃথিবীর বড় বড় সংবাদ সংস্থাগুলো বিমান দুর্ঘটনায় বিশাল শিল্প সাম্রাজ্যের নির্মাতা রজার গ্রেশামের মৃত্যু ঘোষণা করল। ডিসি ৮ প্লেনের কর্মীরা যাতে মুখ বুজে থাকে সিআইএ তা সুনিশ্চিত করবে। কারণ, এক বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা খোদ মার্কিন মুলুকে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল, একথা ফাঁস হলে সিআইএর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে না।

"আপনার কথা শেষ হয়েছে, স্যার ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। মিঃ ব্রাউন বললেন, "হ্যাঁ, হয়েছে।" আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য ঘাড় নেড়ে আমাকে লক্ষ্য করলেন। চালাক বুড়ো জানেন, এমন অনেক কথা আরো আছে, যা ওঁকে বলিনি। উনি তা জানার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন না। উনি বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যাওয়ার আগে মিসেস মেননের সঙ্গে দেখা করবেন। শিকাগো থেকে কোনো কারণে

আপনি অতিরিক্ত পাঁচশো ডলার চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। মিসেস মেনন তার হিসেব চান।"

ঐ সন্ধ্যায় আমার মোটর গাড়ির সেলসম্যান বন্ধুকে ফোন করলাম। অনেক দিন খোঁজ নিইনি। ও বলল, ও ধরে নিয়েছিল আমি মারা গিয়েছি কিংবা কাউকে বিয়ে করে উধাও হয়েছি। কিংস রোডের ওপর এক রেস্তোরাঁয় মিষ্টি সন্ধ্যা কাটিয়ে ওর ফ্ল্যাটে গেলাম।

রাতে ডনের স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠলাম। আমি ধরে নিয়েছিলাম যদি কখনো স্বপ্ন দেখি, ওকে প্রথম যেমন দেখেছিলাম সে চেহারাই দেখব। কারণ কোন মানুষই হাত-পা গুটিয়ে জলে ডুবতে চায় না। এমনকি কেউ বুকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরলেও না। তবু তার বিপরীত ধরে নিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে ঐ রকম ভুল করা আমার স্বভাব। যখন বুঝলাম সঠিক সময় এসেছে,—অর্থাৎ ডন আর রজার আপৎকালীন দরজা অব্দি পৌঁছতে পারবে না—জল ভেঙে আমি ফ্লাইট-ডেকে ফিরে গেলাম। ইচ্ছে ছিল ওখানে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে দেব। কিন্তু ফ্লাইট-ডেক গোঁৎ খেয়ে ঢালু হয়ে যাওয়ার ফলে দরজার কাছে কোমর সমান জল জমেছিল। আমি দরজার কপাট নাড়াতে পারছিলাম না। ইতিমধ্যে ওরা দু'জন জল ভেঙে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি উপায়ান্তর পেলাম না। একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে ডন বিশ্বাস করতে চায়নি ওর সম্পর্কেও আমি চরম ব্যবস্থা নিতে পারি। ওদের দু'জনকেই গুলি করতে হয়েছিল।

মোটরগাড়ির সেলসম্যান আমার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে শান্ত করল। ও তারপরে কয়েকটা চুমুও খেল বটে, কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আবার ঘুমে তলিয়ে গেলাম।